অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : ২ খান্দাননামা

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ২ খান্দাননামা

১ খান্দাননামার ভূমিকা দেখুন।

কিতাবখানির মূল আয়াত: "আমার লোকেরা, যাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, তারা যদি নম্র হয়ে মুনাজাত করে ও আমার মুখের খোঁজ করে এবং তাদের কুপথ থেকে ফিরে, তবে আমি বেহেশত থেকে তা শুনব, তাদের গুনাহ্ মাফ ও তাদের দেশ সুস্থ করবো।" (৭:১৪)।

প্রধান প্রাধান লোক: সোলায়মান, সাবার রাণী, রহবিয়াম, আশা, যিহোশাফট, যোরাম, যোয়াস, উষিয়, আহস, হিস্কিয়, মানাশা, যোশিয়।

গুরুত্বপূর্ণ স্থান: জেরুশালেম, এবাদতখানা।

২ খান্দান নামা কিতাবের রূপরেখা:

(ক) বাদশাহ্ সোলায়মানের ইতিহাস (১–৯ অধ্যায়)
১. সোলায়মানের এবাদতখানা নির্মাণের প্রস্তুতি (২ খান্দান ১:১-২:১৮)
২. সোলায়মানের এবাদতখানা নির্মাণ (৩:১-৫:১)
৩. এবাদতখানা উৎসর্গীকরণ (৫:২-৭:২২)
৪. সোলায়মানের অন্যান্য কাজ (৮:১-১৬)
৫. সোলায়মানের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও সুনাম (৮:১৭-৯:৩১)

(খ) এহুদা-রাজ্য (২ খান্দান ১০:১-৩৬:২৩)
১. রহবিয়াম (১০:১-১২:১৬)
২. অবিয় (১৩:১-১৪:১)
৩. আসা (১৪:২-১৬:১৪)
৪. যিহোশাফট (১৭:১-২১:১)
৫. যিহোরাম ও অহসিয় (২১:২-২২:১২)
৬. যোয়াস (২৩:১-২৪:২৭)
৭. অমৎসিয় (২৫:১-২৮)
৮. উষিয় (২৬:১-২৩)
৯. যোথম (২৭:১-৯)
১০. আহস (২৮:১-২৭)
১১. হিস্কিয় (২৯:১-৩২:৩৩)
১২. মানশা (৩৩:১-২০)
১৩. অম্মোন (৩৩:২১-২৫)
১৪. ইউসিয়া (৩৪:১-৩৫:২৭)
১৫. শেষ চারজন বাদশাহ্ (৩৬:১-১৯)

(গ) ব্যাবিলনে বন্দীত্ব (৩৬:২০,২১)
(ঘ) পারস্যের বাদশাহ্ কাইরাসের হুকুম (৩৬:২২,২৩)

২ খান্দাননামায় প্রধান প্রধান স্থান

১. গিবিয়োন: বাদশাহ্ দাউদের পুত্র সোলায়মান ইসরাইলের বাদশাহ্ হন। তিনি ইসরাইলের নেতৃবৃন্দকে গিবিয়োনে একত্রিত হতে আহ্বান করেন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য। এখানেই আল্লাহ্ সোলায়মানকে তাঁর কাছে কিছু চাইবার জন্য স্বপ্নে নির্দেশ দেন। সোলায়মান জ্ঞান ও বুদ্ধি চান যেন ইসরাইল জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন (১:১-১২)।

২. জেরুশালেম: গিবিয়োনে অনুষ্ঠানের পর সোলায়মান রাজধানী জেরুশালেমে ফিরে আসেন। তাঁর রাজত্বের পুরো সময়টাই ইসরাইলের স্বর্ণযুগ ছিল। সোলায়মান তাঁর পিতার দেওয়া পরিকল্পনা অনুসারে এবাদতখানা নির্মাণের কাজে হাত দেন। এটি একটি জাক্‌জমকপূর্ণ স্থাপনা হিসাবে গড়ে ওঠে। এটি সোলায়মানের ধন-সম্পদ ও জ্ঞানের প্রতীক হয়ে ওঠে যা সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করে (১:১৩-৯:৩১)।

৩. শিখিম: বাদশাহ্ সোলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রহবিয়াম শিখিমে গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত করের বোঝা ও পরিশ্রম লোকদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলে লোকেরা বিদ্রোহ করে। শুধুমাত্র এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন বংশের লোকেরা তাঁর অধীনে থাকে। বাকী দশ বংশ উত্তরের অংশ নিয়ে ইসরাইল রাজ্য গড়ে তোলে। শিখিম থেকে রহবিয়াম জেরুশালেমে ফিরে এসে মাত্র এহুদা ও বিনইয়ামীনকে নিয়ে দক্ষিণের রাজ্য এহুদার উপর রাজত্ব করতে থাকেন (১০:১-১২:১৬)।

৪. ইফ্রয়িমের পর্বত: অবিয় এহুদার পরবর্তী বাদশাহ্ হন এবং এর পরপরই ইসরাইলের সঙ্গে এহুদার যুদ্ধ বেঁধে যায়। এই দুই রাজ্যের সৈন্যগণ যখন যুদ্ধ করার জন্য ইফ্রফিম পর্বতে জড়ো হয়, তখন দেখা যায় ইসরাইলে এহুদার চেয়ে দুইগুণ সৈন্য বেশী। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সেখানে নিশ্চিতই এহুদা হেরে যাবে। কিন্তু তখন তারা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করে আর মাবুদ ইসরাইলের উপরে এহুদাকে বিজয়ী করেন।

এহুদার বাদশাহ্‌র রাজত্ব কালে তাদের কিছু বাদশাহ্‌ এহুদায় ধর্ম ও সামাজিক সংস্করণ নিয়ে আসে যার ফলে লোকেরা আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসে। যাহোক, অন্য দিকে ইসরাইলের সকল বাদশাহ্‌ই ছিল দুষ্ট ছিল যারা মাবুদের পথে চলতো না (১৩:১-২২)।

৫. অরাম (সিরিয়া): বাদশাহ্‌ আশা একজন আল্লাহ্‌ভক্ত লোক ছিলেন। তিনি এহুদা দেশ থেকে সব রকম মূর্তিপূজা দূর করেন এবং মাবুদের সঙ্গে ইসরাইলের যে চুক্তি তা জেরুশালেমে নবায়ন করেন। কিন্তু ইসরাইলের বাদশাহ্‌ বাশা দুর্গ তৈরী করে এহুদার লোকদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রন করতে থাকেন। এই অবস্থায় বাদশাহ্‌ আশা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য না চেয়ে তিনি এবাদতখানার সোনা ও রুপা নিয়ে অরামের বাদশাহ্‌র কাছে সাহায্য চান যেন বাশার বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করেন। এর ফলে আল্লাহ্‌ এহুদার প্রতি অসন্তুষ্ট হন (১৪:১-১৬:১৪)।

৬. সামেরিয়া: যদিও যিহোশাফট একজন ভাল বাদশাহ্‌ ছিলেন তবুও তিনি ইসরাইলের দুষ্ট বাদশাহ্‌ আহাবের সঙ্গে মৈত্রিচুক্তিতে আবদ্ধ হন। আহাবের রাজধানী ছিল সামেরিয়াতে। রামোৎ-গিলিয়োদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহাব যিহোশাফটের সাহায্য চান। যিহোশাফট নবীর কাছে পরামর্শ চান কিন্তু সেই নবী যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের কথা বললেও তিনি আহাবের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করেন (১৭:১-১৮:২৭)।

৭. রামোৎ-গিলিয়োদ: ইসরাইলের সঙ্গে একত্রি হয়ে রামোৎ-গিলিয়োদে যে যুদ্ধ হয় তা আহাবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এই যুদ্ধে ভয় পেয়ে যিহোশাফট জেরুশালেমে ফিরে আসেন ও আল্লাহ্‌র কাছেও ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর পুত্র যিহোরাম একজন দুষ্ট বাদশাহ্‌ ছিলেন ও তাঁর পুত্র অহসিয়ও একজন দুষ্ট বাদশাহ্‌ ছিলেন এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। অহসিয় ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যোরামের সঙ্গে একত্রিত হয় অরামীয়দের সঙ্গে রামোৎ-গিলিয়োদে যুদ্ধ করার জন্য। এই যুদ্ধে ইসরাইল ও এহুদার দুই জন বাদশাহ্‌ই মৃত্যুবরণ করেন (১৮:২৮-২২:৯)।

৮. জেরুশালেম: এরপর এহুদার পরবর্তী ইতিহাস যা ২ খান্দাননামায় লেখা হয় তা জেরুশালেম কেন্দ্রিক। এহুদার কয়েকজন বাদশাহ্‌ আবার তাদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন করেন। আবার কয়েকজন এই মূর্তিপূজা দূর করে এবাদতখানা পরিস্কার করেন ও তাদের মধ্যে ধর্ম-সংস্কার নিয়ে আসেন। যোশিয় ছিলেন তেমন একজন বাদশাহ্‌ যিনি সর্বান্তকরণে মূসার শরীয়ত অনুসারে জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু তবুও কয়েকজন দুষ্ট বাদশাহ্‌র কারণে এহুদার উপর মাবুদের যে রাগ ছিল সেজন্য তিনি শেষ পর্যন্ত এহুদাকে ব্যাবিলনের বন্দিদশায় পাঠান। ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ দেশ দখল করে এবাদতখানা পুড়িয়ে দেন। তিনি জেরুশালেমের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন এবং লোকদেরকে বন্দি করে তাঁর নিজের দেশ ব্যাবিলনে নিয়ে যান।

জ্ঞানের জন্য বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মুনাজাত

১ ১ সেই সময় দাউদের পুত্র সোলায়মান
নিজের রাজ্যে নিজেকে শক্তিশালী করলেন
এবং তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর সহবর্তী থেকে
তাঁকে অতিশয় মহান করলেন। ২ পরে
সোলায়মান সমস্ত ইসরাইলের অর্থাৎ সহস্রপতি,
শতপতি, বিচারকর্তা ও সমস্ত ইসরাইলের
যাবতীয় নেতৃবর্গের কুলপতিদের সঙ্গে কথা
বললেন। ৩ তাতে সোলায়মান ও তাঁর সঙ্গে সমস্ত
সমাজ গিবিয়োনস্থ উচ্চস্থলীতে গেলেন; কেননা
মাবুদের গোলাম মূসা মরুভূমিতে যা নির্মাণ
করেছিলেন, খোদায়ী সেই জমায়েত-তাঁবু সেই
স্থানে ছিল। ৪ কিন্তু আল্লাহ্‌র সিন্দুক দাউদ
কিরিয়ৎ-যিয়ারীম থেকে, দাউদ তার জন্য যে
স্থান প্রস্তুত করেছিলেন সেই স্থানে এনেছিলেন,
কেননা তিনি তার জন্য জেরুশালেমে একটি তাঁবু
স্থাপন করেছিলেন। ৫ আর হূরের পৌত্র ঊরির
পুত্র বৎসলেল যে ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌ তৈরি
করেছিলেন তা মাবুদের শরীয়ত-তাঁবুর সম্মুখে
ছিল; আর সোলায়মান ও সমাজের সমস্ত লোক
সেই স্থানে এবাদত করলেন। ৬ তখন
সোলায়মান ঐ স্থানে জমায়েত-তাঁবুর সমীপস্থ
ব্রোঞ্জের কোরবানগাহে মাবুদের সম্মুখে কোরবানী
দিলেন, এক হাজার পোড়ানো-কোরবানী
দিলেন।
৭ সেই রাত্রে আল্লাহ্‌ সোলায়মানকে দর্শন দিয়ে
বললেন, যাচ্ঞা কর, আমি তোমাকে কি দেব?
৮ তখন সোলায়মান আল্লাহ্‌কে বললেন, তুমি
আমার পিতা দাউদের প্রতি মহা অটল মহব্বত
প্রকাশ করেছ, আর তাঁর পদে আমাকে বাদশাহ্‌
করেছ। ৯ এখন, হে মাবুদ আল্লাহ্‌, তুমি আমার
পিতা দাউদের কাছে যে কথা বলেছ, তা কার্যকর
হোক; কেননা তুমিই দুনিয়ার ধূলিকণার মত
বহুসংখ্যক একটি জাতির উপরে আমাকে

[১:১] ১বাদশা ২:১২, ২৬; ২খান্দান ১২:১।
[১:২] ১খান্দান ৯:১।
[১:৩] ইউসা ৯:৩।
[১:৪] ১খান্দান ১৫:২৫।
[১:৫] হিজ ৩৮:২।
[১:৭] ২খান্দান ৭:১২।
[১:৮] ১খান্দান ২৩:১।
[১:৯] ২শামু ৭:২৫; ১বাদশা ৮:২৫।
[১:১০] শুমারী ২৭:১৭; ২শামু ৫:২; মেসাল ৮:১৫-১৬।
[১:১১] দ্বি:বি ১৭:১৭।
[১:১২] ১খান্দান ২৯:২৫; ২খান্দান ৯:২২; নহি ১৩:২৬।
[১:১৪] ১শামু ৮:১১; ১বাদশা ৯:১৯।
[১:১৫] ১বাদশা ৯:২৮; ইশা ৬০:৫।
[১:১৭] সোলায় ১:৯।

বাদশাহ্‌ করেছ। ১০ আমি যেন এই লোকদের
সাক্ষাতে বাইরে যেতে ও ভিতরে আসতে পারি,
সেজন্য এখন আমাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দাও; কারণ
তোমার এমন মহা লোকবৃন্দের বিচার করা কার
সাধ্য? ১১ তখন আল্লাহ্‌ সোলায়মানকে বললেন,
এ-ই তোমার মনে উদয় হয়েছে; তুমি ঐশ্বর্য,
সম্পত্তি, গৌরব কিংবা দুশমনদের প্রাণ যাচ্ঞা
কর নি, দীর্ঘায়ুও যাচ্ঞা কর নি; কিন্তু আমি
আমার যে লোকদের উপরে তোমাকে বাদশাহ্‌
করেছি, তুমি তাদের বিচার করতে নিজের জন্য
বুদ্ধি ও জ্ঞান যাচ্ঞা করেছ। ১২ বুদ্ধি ও জ্ঞান
তোমাকে দেওয়া হল; এছাড়া, তোমার আগে
কোন বাদশাহ্‌র যে রকম হয় নি এবং তোমার
পরেও যে রকম হবে না, সেই রকম ঐশ্বর্য
সম্পত্তি ও গৌরব আমি তোমাকে দেব। ১৩ পরে
সোলায়মান গিবিয়োনের উচ্চস্থলী থেকে,
জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখ থেকে জেরুশালেমে
আসলেন, আর ইসরাইলে রাজত্ব করতে
থাকলেন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের রথ ও ঘোড়া

১৪ আর সোলায়মান অনেক রথ ও
ঘোড়সওয়ার সংগ্রহ করলেন; তাঁর এক হাজার
চার শত রথ ও বারো হাজার ঘোড়সওয়ার ছিল;
আর সেসব তিনি রথ-নগরগুলোতে এবং
জেরুশালেমে বাদশাহ্‌র কাছে রাখতেন।
১৫ বাদশাহ্‌ জেরুশালেমে রূপা ও সোনাকে
পাথরের মত এবং এরস কাঠকে নিম্নভূমিস্থ ডুমুর
গাছের মত প্রচুর করলেন। ১৬ আর
সোলায়মানের সমস্ত ঘোড়া মিসর থেকে আনা
হত, বাদশাহ্‌র বণিকেরা দল হিসেবে মূল্য দিয়ে
পালে পালে ঘোড়া পেত। ১৭ আর মিসর থেকে
ক্রয় করে আনা এক এক রথের মূল্য ছয় শত
শেকল রূপা ও এক এক ঘোড়ার মূল্য এক শত
পঞ্চাশ শেকল ছিল। এভাবে ওদের দ্বারা সমস্ত

১:১ নিজেকে শক্তিশালী করলেন। ১২:১৩; ১৩:৭-৮; ২১; ১৫:৮; ১৬:৯; ১৭:১; ২১:৪; ২৩:১; ২৫:১১; ২৭:৬; ৩২:৫; ১ খান্দান ১১:১০; ১৯:১৩ দেখুন। এই সকল স্থানে এবং ২১:৪ আয়াতে শত্রুদের সরিয়ে দেওয়া এবং সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেখুন ১ বাদশাহ্‌নামা ২; বিশেষ করে ৪৬ আয়াত)।

১:৫ বৎসলেল। খান্দাননামায় এবাদতখানার গৃহের বিষয়ে দেখুন। এটি বৎসলেল দ্বারা কোরবানগাহ্‌ নির্মাণের জন্য যে তার প্রজ্ঞা দেবার বিষয়ের সঙ্গে (হিজরত ৩১:১-১১; ৩৮:১-২) রাজ্য শাসনের জন্য সোলায়মানের প্রজ্ঞা লাভের বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে। এই বিবরণে বোঝা যায় যে, সোলায়মান এবাদতখানা নির্মাণ কাজে মূলত তিনি তার প্রজ্ঞার দানকে উৎসর্গ করেছিলেন; ঠিক বৎসলেলের মত যিনি সুনিপূণ কারিগর রূপে আল্লাহ্‌র দেওয়া দানকে জমায়েত তাঁবুর নির্মাণ কার্যে ব্যবহার করেছিলেন।

১:৯ ধূলিকণার মত বহু সংখ্যক। ইব্রাহিমকে করা প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা সাধন, (পয়দায়েশ ১৩:১৬; ২২ :১৭;১ খান্দাননামা ২৭:২৩ এর উপর নোট দেখুন। তুলনা করুন পয়দা ২৮:১৪ আয়াত।

১:১৪–১৭ খান্দানামার লেখক ১ বাদশাহ্‌ নাম ৩:১৬–৪:৩৪ এর মধ্যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তিনি ১ বাদশাহ্‌নামা ১০:২৬–২৯ আয়াতে সোলায়মানের সম্পদের বিবরণ উল্লেখ করেন; এই বিষয়ের অংশ ২ খান্দাননামা ৯:২৫–২৮ আয়াতে পুর্নবার উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে সোলায়মানকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তা তিনি এবাদতখানা নির্মাণে ব্যবহার করেছেন ঠিক একই রকম ভাবে বৎসলেলও আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞান এবাদতখানার জিনিষ নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। সম্পদের সবিশেষ বর্ণনা কথার যে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করেছে (আয়াত ৩৮:১-১২)।

১:১৫ ডুমুর গাছ। দেখুন আমোস ৭:১৪ আয়াত।

১:১৬–১৭ ক্রয় করে আনা। ১ বাদশাহ্‌ ১০:২৯ আয়াতের নেট দেখুন।

হিট্টিয় বাদশাহ্ ও অরামীয় বাদশাহ্‌র জন্যও ঘোড়া আনা হত।

এবাদতখানা নির্মাণের আয়োজন

২ [1] পরে সোলায়মান মাবুদের নামের উদ্দেশে
একটি গৃহ ও তাঁর রাজ্যের জন্য একটি বাড়ি
নির্মাণ করতে স্থির করলেন; [2] আর সোলায়মান
ভার বইতে সত্তর হাজার লোক, পর্বতে কাঠ
কাটতে আশী হাজার লোক ও তাদের নেতা
হিসেবে তিন হাজার ছয় শত লোক নিযুক্ত
করলেন।

টায়ারের বাদশাহ্ হূরমের সঙ্গে বন্ধুত্ব

[3] আর সোলায়মান টায়ারের বাদশাহ্ হূরমের
কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, আপনি আমার
পিতা দাউদের প্রতি যেরকম ব্যবহার করেছিলেন
ও তাঁর বাসগৃহ নির্মাণ করার জন্য তাঁর কাছে
যেমন এরস কাঠ পাঠিয়েছিলেন, তেমনি আমার
জন্যও করুন। [4] দেখুন, আমি আমার আল্লাহ্
মাবুদের নামের উদ্দেশে একটি গৃহ নির্মাণ করতে
উদ্যত হয়েছি; তাঁর সম্মুখে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালাবার
জন্য, নিত্য দর্শন-রুটির জন্য এবং প্রতি প্রাতে ও
সন্ধ্যাবেলা, বিশ্রামবারে, অমাবস্যায় ও আমাদের
আল্লাহ্ মাবুদের সকল ঈদে পোড়ানো-কোরবানী
জন্য তা পবিত্র করবো। এসব কাজ ইসরাইলের
নিত্য কর্তব্য। [5] আর আমি যে গৃহ নির্মাণ করবো
তা মহৎ হবে, কেননা আমাদের আল্লাহ্ সকল
দেবতা থেকে মহান। [6] কিন্তু তাঁর জন্য গৃহ
নির্মাণ করতে কে সমর্থ? কেননা বেহেশত এবং
বেহেশতের বেহেশতও তাঁকে ধারণ করতে পারে
না; তবে আমি কে যে, তাঁর উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ
করি? কেবল তাঁর সম্মুখে ধূপ জ্বালাবার স্থান
নির্মাণ করতে পারি। [7] অতএব আমার পিতা
দাউদ কর্তৃক নিযুক্ত যে জ্ঞানবান লোকেরা এহুদা
ও জেরুশালেমে আমার কাছে আছে, তাদের
সঙ্গে সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, লোহা এবং বেগুনে,
রক্ত ও নীল রংয়ের সুতার কাজ করণে ও সব
রকম খোদাই করবার কাজে নিপুণ এক জনকে
পাঠাবেন। [8] আর লেবানন থেকে এরস কাঠ,
দেবদারু কাঠ ও আল্‌গুম কাঠ আমার এখানে
পাঠাবেন; কেননা আমি জানি, আপনার
গোলামেরা লেবাননে কাঠ কাটতে নিপুণ; আর
দেখুন, আমার গোলামেরাও আপনার
গোলামদের সঙ্গে থাকবে। [9] আমার জন্য প্রচুর
কাঠ প্রস্তুত করতে হবে, কেননা আমি যে গৃহ
নির্মাণ করবো তা মহৎ ও আশ্চর্য হবে। [10] আর
দেখুন, আমি আপনার গোলামদেরকে, যে
কাঠুরিয়ারা গাছ কাটবে, তাদেরকে বিশ হাজার
কোর্ মাড়াই করা গম, বিশ হাজার কোর্ যব,
বিশ হাজার বাৎ আঙ্গুর-রস ও বিশ হাজার বাৎ
তেল দেব।
[11] পরে টায়ারের বাদশাহ্ হূরম সোলায়মানের
কাছে এই উত্তর লিখে পাঠালেন, মাবুদ তাঁর
নিজের লোকদেরকে মহব্বত করেন, এজন্য
তাদের উপরে আপনাকে বাদশাহ্ করেছেন।
[12] হূরম আরও বললেন, মাবুদ ধন্য হোন,
ইসরাইলের আল্লাহ্, বেহেশত ও দুনিয়ার
নির্মাণকর্তা, যিনি বাদশাহ্ দাউদকে সুক্ষ্মদর্শী ও
বুদ্ধিমান একটি বিজ্ঞ পুত্র দিয়েছেন, সেই পুত্র
মাবুদের জন্য একটি গৃহ ও নিজের রাজ্যের জন্য
একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন।
[13] এখন আমি হূরম-আবি নামক এক জন

[২:১] দ্বিঃবি ১২:৫।
[২:২] ২খান্দান ১০:৪।
[২:৩] ২শামু ৫:১১।
[২:৪] হিজ ২৯:৪২; ২খান্দান ১৩:১১; ২৯:২৮।
[২:৫] হিজ ১২:১২; ১খান্দান ১৬:২৫।
[২:৬] ১বাদশা ৮:২৭; ইয়ার ২৩:২৪।
[২:৭] হিজ ৩৫:৩১; ১খান্দান ২২:১৬।
[২:১০] উজা ৩:৭।
[২:১১] ১বাদশা ১০:৯; ২খান্দান ৯:৮।
[২:১২] নহি ৯:৬; জবুর ৮:৩; ৩৩:৬; ৯৬:৫; ১০২:২৫; ১৪৬:৬।
[২:১৩] ১বাদশা ৭:১৩।

১:১৭ হিট্টিয়। পয়দা ১০:১৫ আয়াতের উপর নোট দেখুন। **অরামীয়।** দেখুন ১ খান্দান ১৮:৫; দ্বিতীয় বিবরণ ২৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১ অট্টালিকা। যদিও খান্দাননামার লেখক প্রায়ই সোলায়মানের নির্মাণের বিষয় উল্লেখ করেছেন (৭:১১;৮:১; ৯:১১); তিনি এর নির্মাণ কার্যের বিশদ বর্ণনা দেননি। দেখুন ১ বাদশাহ্‌নামা ৭:১-১২।

২:২ ১৭-১৮ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২:৩-১০ টায়ারের হীরমের সোলায়মানের যোগাযোগের মধ্য দিয়ে খান্দাননামার লেখকের ধর্মতাত্ত্বিক মনোযোগের প্রকাশ পেয়েছে। বাদশাহ্‌র বিবরণে দেখা যায় যে, এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল হীরমের মাধ্যমে (১ বাদশাহ্‌নামা ৫:১)। খান্দানামার লেখক এই বিষয়টি বাদ দিয়েছেন। (এবং ১ বাদশাহ্‌নামা ৫:৩-৫ আয়াতের বিষয়ও বাদ দিয়েছেন) কিন্তু তিনি তার নিজের বিষয়বস্তু যুক্ত করেছেন, এবাদতখানার এবাদতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো তিনি উল্লেখ করেছেন।

২:৪ ১ খান্দানামা ২৩:২৮-৩২ এবং নোট দেখুন।

২:৭ ভূমিকা দেখুন। খান্দানামায় এবাদতখানার গৃহের একজন সুনিপুন কারিগরের জন্য জেরুশালেমের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাকে পাওয়ার বিষয়টি বাদশাহ্‌নামায় বর্ণিত আছে (১ বাদশাহ্‌নামা ৭:১৩); তার একই কার্য সম্মাদনের জন্য অহলীয়াব এবং হূরুম-আবি নামে দুজনের মধ্যে প্রারম্ভিক যোগাযোগের খান্দাননামায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু ১৩-১৪ আয়াতে হূরম-আবির দক্ষতার তালিকা বর্ণনা করা হয়েছে যা বৎসলেল এবং অহলীয়াবের ছিল (বাদশাহ্‌নামায় কেবল ব্রোঞ্জের কাজ করার দক্ষতার বিষয় উল্লেখ রয়েছে)।

২:১০ এখানে ১ বাদশাহ্‌নামা ৫:১১ আয়াতে বর্ণিত পারিশ্রমিকের থেকে ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়; বাদশাহ্‌নামায় বর্ণিত আছে যে হীরমের রাজ বাড়িতে বাৎসরিক ভিত্তিতে খাদ্য যোগান দিতেন, এই স্থলে খান্দানামায় বর্ণিত আছে যে, "যে কাঠুরিয়ার গাছ কাটবে" তাদের একটি পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যও এক রকম ছিল না; বাদশাহ্‌নামায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, যে তেল সরবারহ করা হত তা ছিল বিশুদ্ধ মানের তেল।

২:১১-১৬ ১ বাদশাহ্‌নামা ৫:৭-৯; ৭:১৩-১৪ এবং নোট দেখুন।

২:১৩ হূরুম-আবি। ৭ আয়াতের নোট দেখুন। বাদশাহ্‌নামায় উল্লেখ রয়েছে যে হূরুম-আবি ছিল নাপ্তলি বংশীয় একজন বিধবার পুত্র (১ বাদশাহ্ ৭:১৪); হূরুম-আবিকে দান বংশীয় হিসাবে উল্লেখ করার দ্বারা খান্দানামা হূরুম-আবি এবং অহলীয়াবের মধ্যে সমন্বয়কে আরো জোরালো করেছে। এই বিবরণগুলো অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ পরস্পর বিরোধী নয়। (১)

BACIB International Bible CHURCH

জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোককে পাঠালাম। ১৪ সে
দান-বংশীয়া এক জন স্ত্রীর পুত্র, তার পিতা
টায়ারের লোক; সে সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, লোহা,
পাথর ও কাঠ এবং বেগুনে, নীল, মসীনা সুতার
ও লাল রংয়ের সুতার কাজ করতে সিদ্ধহস্ত। আর
সে সব রকম খোদাই কাজ করতে ও সব রকম
কল্পনার কাজ প্রস্তুত করতে সিদ্ধহস্ত। তাকে
আপনার কার্যনিপুণ লোকদের সঙ্গে এবং আপনার
পিতা আমার মালিক দাউদের কার্যনিপুণ
লোকদের সঙ্গে স্থান দেওয়া যাক। ১৫ অতএব
আমার প্রভু যে গম, যব, তেল ও আঙ্গুর-রসের
কথা বলেছেন, তা আপনার গোলামদের কাছে
পাঠিয়ে দেবেন। ১৬ আর আপনার যত কাঠের
প্রয়োজন হবে, আমরা লেবাননে তত কাঠ কাটব
এবং ভেলা বেঁধে সমুদ্রপথে যাফোতে আপনার
জন্য পৌঁছে দেব; পরে আপনি তা জেরুশালেমে
নিয়ে যাবেন।
১৭ আর সোলায়মান তাঁর পিতা দাউদের
গণনার পরে ইসরাইল দেশের সমস্ত প্রবাসী
লোক গণনা করালেন, তাতে এক লক্ষ তিপ্পান্ন
হাজার ছয় শত লোক পাওয়া গেল। ১৮ তাদের
মধ্যে তিনি ভার বইতে সত্তর হাজার লোক,
পর্বতে কাঠ কাটতে আশি হাজার লোক ও
লোকদেরকে কাজ করাবার জন্য তিন হাজার ছয়
শত নেতা নিযুক্ত করলেন।

এবাদতখানা নির্মাণ

৩ ১ পরে সোলায়মান জেরুশালেমে মোরিয়া
পর্বতে মাবুদের গৃহ নির্মাণ করতে আরম্ভ
করলেন। মাবুদ সেই স্থানে তাঁর পিতা দাউদকে
দর্শন দিয়েছিলেন এবং দাউদ সেই স্থান নির্ধারণ
করেছিলেন; তা যিবূষীয় অরৌণার খামার।
২ তিনি তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরের দ্বিতীয়
মাসের দ্বিতীয় দিনে নির্মাণ কাজ আরম্ভ
করলেন। ৩ সোলায়মান আল্লাহ্‌র এবাদতখানা
নির্মাণ করতে যে মূল উপদেশ পেয়েছিলেন,
সেই অনুসারে হাতের প্রাচীন পরিমাপ অনুসারে
গৃহের লম্বা ষাট হাত ও চওড়া বিশ হাত করা
হল। ৪ আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের
প্রস্থানুসারে বিশ হাত লম্বা ও এক শত বিশ হাত
উঁচু হল; আর তিনি ভিতরে তা খাঁটি সোনা দিয়ে
মুড়িয়ে দিলেন। ৫ তিনি প্রধান কক্ষের দেয়াল
দেবদারু কাঠ দিয়ে ঢেকে দিলেন ও উত্তম সোনা
দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন ও তার উপরে খেজুর গাছ
ও শিকলের আকৃতি করলেন। ৬ আর শোভার
জন্য গৃহটি মূল্যবান পাথর দিয়ে অলঙ্কৃত
করলেন; ঐ সোনা ছিল পর্বয়িম দেশ থেকে
আনা সোনা। ৭ আর তিনি গৃহ, গৃহের কড়িকাঠ,
চৌকাঠ, দেয়াল ও দরজা সোনা দিয়ে মুড়িয়ে
দিলেন এবং দেয়ালের উপরে কারুবীর আকৃতি
করে খোদাই করলেন।
৮ আর তিনি মহা পবিত্র স্থানটি নির্মাণ
করলেন। সেটি লম্বায় গৃহের চওড়া অনুসারে
বিশ হাত চওড়া ও বিশ হাত লম্বা; এবং তিনি
ছয় শত তালন্ত উত্তম সোনা দিয়ে তা মুড়িয়ে
দিলেন। ৯ প্রেকের পরিমাণ পঞ্চাশ শেকল
সোনা। তিনি উপরিস্থ কুঠরীগুলোও সোনা দিয়ে

[২:১৪] হিজ ৩১:৬।
[২:১৫] উজা ৩:৭।
[২:১৬] ইউসা ১৯:৪৬; ইউ ১:৩।
[২:১৭] ১খান্দান ২২:২।
[২:১৮] ১খান্দান ২২:২; ২খান্দান ৮:৮।
[৩:১] প্রেরিত ৭:৪৭।
[৩:২] উজা ৫:১১।
[৩:৩] ইহি ৪১:২।
[৩:৫] ইহি ৪০:১৬।
[৩:৭] পয়দা ৩:২৪; ইহি ৪১:১৮।
[৩:৮] হিজ ২৬:৩৩।
[৩:৯] হিজ ২৬:৩২।

মায়ের পূর্বপুরুষ সম্ভবত দানীয়, যদিও তিনি নাপ্তালি অঞ্চলে বাস করতেন; অথবা (২) সম্ভবত হুরুম-আবির মা-বাবা দান এবং নাপ্তালি বংশের ছিল, তাই যে কোন বংশে তার জন্ম হয়েছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। দানিয়রা অতীতে ফৈনিকীয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল (কাজীগণ ১৮:৭)।

২:১৭-১৮ ১ বাদশাহ্‌নামা ৫:১৩-১৮ এবং নোট দেখুন। খান্দানামায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এই অন্য জাতির মজুরেরা ইহুদী জাতির মধ্যে বসবাস করত; এরা ইহুদী জাতি থেকে আসেনি। এটি বাদশাহ্‌নামার সমরূপ অংশ নয়, যদিও ১ বাদশাহ্‌নামা ৯:২০-২২ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, ভিন্ন জাতির মজুরদের ব্যবহার করা হয়েছিল (৮:৮)।

২:১৮ ৩,৬০০ নেতা। ২ আয়াত দেখুন। ১ বাদশানামা ৫:১৬ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর সংখ্যা হল ৩৩০০; যা হোক; কোন কোন হস্ত লিখিত সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদেও উল্লেখ রয়েছে যে, এর সংখ্যা হল ৩৬০০। খান্দানামার লেখক হয়তো এই বিষয়টি ঐতিহ্যবাহী হিব্রু মূল গ্রন্থের বাদশাহ্ নামার ভিন্ন কিতাব থেকে লিখেছেন (কিন্তু ১বাদশাহ্‌নামা ৫:১৬ আয়াতের উপর টিকা দেখুন)।

৩:১ মোরিয়া পর্বত। পুরাতন নিয়মের একটি মাত্র স্থান রয়েছে যেখানে সিয়ন (zion) পর্বতকে মোরিয়া পর্বত হিসাবে চিহ্নিত করেছে, এই স্থানে ইব্রাহিম ইসহাককে কোরবানী দেওয়ার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন (পয়দায়েশ ২২:২, ১৪ আয়াত দেখুন)। এখানে দাউদের মাধ্যমে কোরবানগাহ্ নির্মিত হয়েছিল। ১ খান্দানামা ২১:১৮-২২:৫ আয়াত দেখুন।

৩:২ চতুর্থ বছরের দ্বিতীয় মাস। খ্রীষ্টপূর্ব ৯৬৬ অব্দের বসন্তকাল (১ বাদশাহ্‌নামা ৬:১ নোট দেখুন।

৩:৩ হাতের প্রাচীন পরিমাপ অনুসারে। সাধারণ এক হাত পরিমাপের চেয়ে তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা, যা ছিল ১৮ ইঞ্চি লম্বা (ইহিস্কেল ৪০:৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩:৪ আচ্ছাদন। যা "আবৃত্ত" করা হয়েছে, এটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, সমগ্র অভ্যান্তরীণ ভাগ স্বর্ণের পাতা দ্বারা আবৃত্ত ছিল না, কিন্তু এর আকৃতি (খেজুর গাছ, শিকল) স্বর্ণের পাতা দ্বারা আবৃত্ত ছিল (আয়াত ৫)।

৩:৬ পর্বয়িম। হয় নাম করা স্বর্ণের উৎস (সম্ভবত দক্ষিণ পূর্ব আরব) অথবা বিশেষ মানের বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

৩:৭ কারুবী। দেখুন আয়াত ১০-১৪; এবং পয়দায়েশ ৩:২৪ এবং ইহিস্কেল ১:৫ আয়াতের উপর নোট দেখুন।

৩:৮ লম্বায় ২০ হাত এবং চওড়ায় ২০ হাত। এটির উচ্চতাও ২০ হাত (১ বাদশাহ্‌নামা ৬:২০), মহা পবিত্র স্থানের পরিমাপের দিক থেকে এটি ছিল হস্তের যথার্থ মাপ। শরীয়ত তাঁবুর উচ্চতা ছিল বিশ হাত। নতুন জেরুশালেমে কোন এবাদতখানা নেই (প্রকাশিত কালাম ২১:২২); সমগ্র নগরটি চৌকোনা মাপের (প্রকাশিত কালাম ২১:১৬), কারণ সমগ্র নগর "মহা পবিত্র স্থান" হিসাবে গন্য হবে।

৩:৯ স্বর্ণের প্রেরক। ব্যপার হল, স্বর্ণ নরম দ্রব্য হলে এটি তৈরি করা অসম্ভব ছিল, এই পদার্থ দিয়ে প্রেক তৈরি করা যেত না।

BACIB
International Bible
CHURCH

মুড়িয়ে দিলেন।
১০ অতি পবিত্র গৃহের মধ্যে তিনি খোদাই কাজ
দ্বারা দু'টি কারুবী নির্মাণ করলেন; আর তা সোনা
দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হল। ১১ এই কারুবী দু'টি
পাখা বিশ হাত লম্বা, একটির পাঁচ হাত লম্বা
একটি পাখা গৃহের দেয়াল স্পর্শ করলো এবং
পাঁচ হাত লম্বা অন্য পাখা দ্বিতীয় কারুবীর পাখা
স্পর্শ করলো। ১২ সেই কারুবীর পাঁচ হাত লম্বা
প্রথম পাখা গৃহের দেয়াল স্পর্শ করলো এবং পাঁচ
হাত লম্বা দ্বিতীয় পাখা ঐ কারুবীর পাখা স্পর্শ
করলো। ১৩ সেই কারুবী দু'টির চারটি পাখার
মেলে দেওয়ার মাপ বিশ হাত, তারা পায়ের
উপর দাঁড়ানো ছিল এবং তাদের মুখ গৃহের দিকে
ছিল।
১৪ আর তিনি নীল, বেগুনে ও লাল রংয়ের
এবং মসীনা সুতা দিয়ে তৈরি পর্দা প্রস্তুত করলেন
ও তাতে কারুবীর আকৃতি করলেন। ১৫ আর
তিনি গৃহের সম্মুখে পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু দুইটি স্তম্ভ
করলেন, এক একটি স্তম্ভের উপরে যে মাথলা তা
পাঁচ হাত উঁচু হল। ১৬ আর তিনি গৃহের অভ্যন্তরে
শিকল করে সেই স্তম্ভের মাথায় দিলেন এবং এক
শত ডালিমের আকৃতি করে ঐ শিকলের উপরে
রাখলেন। ১৭ সেই দু'টি স্তম্ভ তিনি বায়তুল-
মোকাদ্দসের সম্মুখে স্থাপন করলেন, একটা ডানে
ও অন্যটা বামে রাখলেন এবং যেটি ডানে, সেটির
নাম যাখীন (তিনি স্থির করবেন) ও যেটি বামে,

[৩:১০] হিজ ২৫:১৮।
[৩:১৩] হিজ ২৫:১৮।
[৩:১৪] হিজ ২৬:৩১, ৩৩।
[৩:১৫] ১বাদশা ৭:১৫; প্রকা ৩:১২।
[৩:১৬] ১বাদশা ৭:১৭।
[৪:১] হিজ ২০:২৪; ৪০:৬; ১বাদশা ৮:৬৪।
[৪:২] প্রকা ৪:৬; ১৫:২।
[৪:৪] শুমারী ২:৩-২৫; ইহি ৪৮:৩০-৩৪; প্রকা ২১:১৩।
[৪:৬] নহি ১৩:৫, ৯; ইহি ৪০:৩৮।

সেটির নাম বোয়স (এতেই বল) রাখলেন।

এবাদতখানার সাজ ও আসবাবপত্র

৪ ১ আর তিনি ব্রোঞ্জের একটি কোরবানগাহ্
তৈরি করলেন, তার লম্বা বিশ হাত চওড়া
বিশ হাত ও উচ্চতা দশ হস্ত।
২ আর তিনি ছাঁচে ঢালা গোলাকার সমুদ্রপাত্র
তৈরি করলেন; সেটির এক কানা থেকে অন্য
কাণা পর্যন্ত দশ হাত ও তার উচ্চতা পাঁচ হাত
এবং তাঁর পরিধি ত্রিশ হাত ছিল। ৩ তার
চারদিকে তার নিচে সমুদ্রপাত্র বেষ্টনকারী
বলদের আকৃতি ছিল, প্রতি হাত পরিমাণ
জায়গার মধ্যে দশ দশটি আকৃতি ছিল; পাত্র
ঢালবার সময়ে সেই গরুর আকৃতির দুই শ্রেণী
ছাঁচে ঢালা গিয়েছিল। ৪ ঐ পাত্র বারোটি গরুর
উপরে স্থাপিত ছিল, তাদের তিনটি উত্তরমুখ,
তিনটি পশ্চিমমুখ, তিনটি দক্ষিণমুখ ও তিনটি
পূর্বমুখ ছিল এবং সমুদ্রপাত্র তাদের উপরে
রইলো; তাদের সকলের পশ্চাদ্ভাগ ভিতরে
থাকলো। ৫ ঐ পাত্র চার আঙ্গুল পুরু ও তার
কানা পাত্রের কানার মত, শোষণ ফুলের আকার
ছিল, তাতে তিন হাজার বাৎ পানি ধরতো।
৬ আর তিনি দশটি ধোবার পাত্র তৈরি করলেন
এবং ধোবার জন্য তার পাঁচটা ডানে ও পাঁচটা
বামে স্থাপন করলেন; তার মধ্যে তারা পোড়ানো-
কোরবানীর সামগ্রী ধুয়ে নিত, কিন্তু সমুদ্রপাত্র
ইমামদের হাত-পা ধোবার জন্য ছিল।

সম্ভবত এই স্বল্প পরিমাণ (মাত্র ১১/৪ পাউন্ড) স্বর্ণের পাত বা স্বর্ণে পেটান স্বর্ণ প্রেকের মাথায় গিলটিতে ব্যবহার কারা হয়েছিল।

৩:১০-১৩ ১বাদশাহ্‌নামা ৬:২৩-২৭ এবং নোট দেখুন।

৩:১৪ পর্দা। এই পর্দা শরীয়ত তাঁবুকে দুটি ভাগে আলাদা করেছিল (হিজরত ২৬:৩১)। কাঠের দরজাও এক প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত পর্যন্ত করা হয়েছিল (৪:২২, ১ বাদশাহ্‌নামা ৬:৩১-৩২, মথি ২৭:৫১; ইবরাণী ৯:৮)।

৩:১৫ পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু দুই স্তম্ভ করলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ১৮ হাত পরিমাপের ছিল এবং দুটো মিলে ৩৬ হাত। দেখুন ১ বাদশাহ্‌নামা ৭:১৫; ২ বাদশাহ্‌নামা ২৫:১৭ আয়াতে একত্রে মিলে (together) শব্দটি ব্যবহার করেছে (এই অংশের টিকা দেখুন); ইয়ারমিয়া ৫২:২১ (যদিও সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে ইয়ারমিয়া ৫২:২১ আয়াতে রয়েছে)। অন্যভাবে বলতে গেলে হয়তো এই ৩৫ সংখ্যাটি লিপি নকলকারীর ভুলের ফল ছিল।

৩:১৭ স্তম্ভ। এই প্রকার স্তম্ভ পবিত্র নগরীর অনেক মন্দিরের বেলায় খনন করে পাওয়া গেছে। দেখুন প্রকাশিত কালাম ৩:১২ আয়াত। এই দুটোর নাম ছিল যাখীন ও বোয়াস।

৪:১ ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্। এখানে এবাদতখানার যে প্রধান কোরবানগাহের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে তা বাদশাহ্‌নামায় উল্লেখ নেই (১ বাদশাহ্‌নামা ৭:২২-২৩), যদি বাদশাহ্‌নামার অন্য কয়েকটি স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে (১বাদশাহ্‌নামা ৮:৬৪; ৯:২৫; ২ বাদশাহ্‌নামা ১৬:১৪)। সোলায়মানের এবাদতখানার প্রধান কোরবানগাহ, সিড়ি সহ একই রকম কোরবানগাহের মিল ছিল, যা ইহিস্কেল ৪৩:১৩-১৭ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪:২ ছাঁচে ঢালা সমুদ্রপাত্র। পানির বিশাল পাত্র বা জলধারা যা হাত-পা ধোবার ব্রোঞ্জের পাত্র হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল (হিজরত ৩০-১৮); এটি ইমামদের তাদের আনুষ্ঠানিক ধোয়ার কাজের জন্য ব্যবহৃত হত (আয়াত ৬ এবং হিজরত ৩০:২১)। ইঞ্জিল শরীফের মত অনুযায়ী, এই সব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হল মসীহের দ্বারা পরিস্কৃত হওয়ার ব্যবস্থার ভবিষ্যতের ইঙ্গিতস্বরূপ (তীত ৩:৫; ইবরাণী ৯:১১-১৪)। ইহিস্কেলের এবাদতখানায়, সমুদ্র যা এবাদতখানার সামনে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে (আয়াত ১০) তা জীবনদানকারী নদী হিসাবে এবাদতখানার দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে (ইহিস্কল ৪৭:১-১২, যোয়েল ৩:১৮; জাকারিয়া ১৪:৮; ইউহোন্না ৪:৯-১৫; প্রকাশিত কালাম ২২:১-২)।

৪:৩ বলদ। ১ বাদশাহ্‌নামা ৭:২৪ আয়াতে রয়েছে "বার্তাকী"। হিব্রুতে এই দুটি শব্দের খুব মিল রয়েছে। তাই এই পার্থক্য সম্ভবত লিপি নকলকারীর ভুলের কারণে হয়েছে।

৪:৪ বারটি বলদ। সম্ভবত এটি ছিল ১২ বংশের প্রতীক, যা মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রার সময় তাঁবু স্থাপনের সময় প্রত্যেক পাশে তিন জন করে অবস্থান করার মত। (নহুম ২; তুলনা ইহিস্কেল ৪৮:৩০-৩৫)।

৪:৫ তিন হাজার বাৎ। ১ বাদশাহ্‌নামায় উল্লেখ রয়েছে ২০০০ বাৎ।

৪:৬ দশটি ধোবার পাত্র। দেখুন ১ বাদশাহ্‌নামা ৭:৩৮-৩৯।

৭ আর তিনি বিধি মতে সোনার দশটি প্রদীপ-
আসন তৈরি করে বায়তুল মোকাদ্দসে স্থাপন
করলেন, তার পাঁচটি দক্ষিণ দিকে ও পাঁচটি উত্তর
দিকে রাখলেন। ৮ আর তিনি দশখানি টেবিলও
তৈরি করলেন, তাঁর পাঁচখানি ডানে ও পাঁচখানি
বামে বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে রাখলেন। আর
তিনি এক শত সোনার বাটিও তৈরি করলেন।
৯ আর তিনি ইমামদের প্রাঙ্গণ, বড় প্রাঙ্গণ ও
প্রাঙ্গণের সমস্ত দরজা নির্মাণ করলেন ও তার
কবাটগুলো ব্রোঞ্জ দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন। ১০ আর
সমুদ্রপাত্র দক্ষিণ পাশে পূর্ব দিকে দক্ষিণ দিকের
সম্মুখে স্থাপন করলেন।
১১ আর হূরম পাত্র, হাতা ও সমস্ত বাটি তৈরি
করলো। এভাবে হূরম বাদশাহ্ সোলায়মানের
জন্য আল্লাহ্‌র গৃহের যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা
সমাপ্ত করলো। ১২ অর্থাৎ দুই স্তম্ভ ও সেই দুই
স্তম্ভের উপরিস্থ গোলাকার ও মাথলা এবং সেই
স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছাদন
করার দুই জালকার্য, ১৩ এবং দুই জালকার্যের
জন্য চারশত ডালিমের আকার, অর্থাৎ স্তম্ভের
উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছাদন করার
এক এক জালকার্যের জন্য দুই শ্রেণী ডালিমের
আকার করলো। ১৪ আর সে সমস্ত পীঠ নির্মাণ
করলো এবং সেই পীঠের উপরে সমস্ত ধোবার
পাত্র তৈরি করলো; ১৫ একটি সমুদ্রপাত্র ও তার
নিচে বারোটি গরু; ১৬ এবং পাত্র, হাতা ও তিন
কাঁটাযুক্ত শূল এবং অন্য সমস্ত পাত্র হূরম-আবি
বাদশাহ্ সোলায়মানের জন্য মাবুদের গৃহের জন্য
উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করলো। ১৭ বাদশাহ্
জর্ডানের অঞ্চলে সুক্কোৎ ও সরেদার মধ্যস্থিত
কাদা মাটিতে তা ঢালাই করলেন। ১৮ আর
সোলায়মান এই যেসব পাত্র নির্মাণ করলেন, তা
প্রচুর, কেননা ব্রোঞ্জের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব
হয়নি।
১৯ সোলায়মান আল্লাহ্‌র গৃহস্থিত সমস্ত পাত্র
এবং সোনার ধূপগাহ্ ও দর্শন-রুটি রাখার
টেবিল, ২০ এবং গৃহের অভ্যন্তরের সম্মুখে
বিধিমতে জ্বালাবার জন্য খাঁটি সোনার সমস্ত
বাতিদান, ২১ এবং ফুল, প্রদীপ ও সমস্ত চিমটা
সোনা দিয়ে তৈরি করলেন, সেই সোনা বিশুদ্ধ;
২২ আর কর্তরী, বাটি, চামচ ও অঙ্গারপাত্র খাঁটি
সোনা দিয়ে এবং গৃহের দরজা, মহা-পবিত্র
স্থানের ভিতরের দরজা ও গৃহের অর্থাৎ বায়তুল-
মোকাদ্দসের সমস্ত দরজা সোনা দিয়ে তৈরি
করলেন।

৫ ১ এভাবে মাবুদের গৃহের জন্য
সোলায়মানের কৃত সমস্ত কাজ সম্পন্ন
হল। আর সোলায়মান তাঁর পিতা দাউদের
পবিত্রীকৃত সমস্ত দ্রব্য অর্থাৎ রূপা, সোনা ও
সমস্ত পাত্র আনিয়ে আল্লাহ্‌র গৃহস্থিত ভাণ্ডারে
রাখলেন।

শরীয়ত-সিন্দুক এবাদতখানায় নিয়ে আসা

২ পরে সোলায়মান দাউদ নগর অর্থাৎ সিয়োন
থেকে মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক উঠিয়ে আনবার
জন্য ইসরাইলের প্রাচীনবর্গ ও সমস্ত গোষ্ঠী-
পতিকে, অর্থাৎ বনি-ইসরাইলদের পিতৃকুলের
নেতৃবর্গকে জেরুশালেমে একত্র করলেন।
৩ তাতে সপ্তম মাসে ঈদের সময়ে ইসরাইলের
সমস্ত লোক বাদশাহ্‌র কাছে একত্র হল। ৪ পরে
ইসরাইলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ উপস্থিত হলে
লেবীয়েরা সিন্দুকটি উঠাল। ৫ আর তারা সিন্দুক,
জমায়েত-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যস্থিত সমস্ত পবিত্র
পাত্র উঠিয়ে আনলো; লেবীয় ইমামেরা এসব

[৪:৭] হিজ ২৫:৩১।
[৪:৮] হিজ ২৫:২৩।
[৪:৯] ১বাদশা ৬:৩৬; ২খান্দান ৩৩:৫।
[৪:১১] ১বাদশা ৭:১৪।
[৪:১৪] ১বাদশা ৭:২৭-৩০।
[৪:১৬] ১বাদশা ৭:১৩।
[৪:১৭] পয়দা ৩৩:১৭।
[৪:১৮] ১বাদশা ৭:২৩।
[৪:১৯] হিজ ২৫:২৩, ৩০।
[৪:২০] হিজ ২৫:৩১।
[৪:২২] শুমারী ৭:১৪।
[৫:১] ১বাদশা ৬:১৪।
[৫:২] শুমারী ৩:৩১; ১খান্দান ১৫:২৫।
[৫:৩] ১খান্দান ৯:১।
[৫:৫] শুমারী ৩:৩১; ১খান্দান ১৫:২।

৪:৭ সোনার দশটি প্রদীপ-আসন। শরীয়ত-তাঁবুতে যেমন একটি ছিল সেই স্থলে এখানে দশটি (হিজরত ২৫:৩১-৪০)। দেখুন ১ খান্দাননামা ২৮:১৫। হিজরত ২৫:৩১-৪০ আয়াতে বর্ণনার মত এই প্রদীপগুলোর আসন একই রকম হওয়ার আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু জাকারিয়া ৪:২-৬ আয়াতে বর্ণিত প্রদীপ-আসনের অনুরূপ ছিল।

৪:৮ দশখানি টেবিল। শরীয়ত-তাঁবুতে যেমন একটি ছিল তার পরিবর্তে (হিজরত ২৫:২৩-৩০; ৪০:৪; লেবীয় ২৪:৫-৯; ইশাইয়া ২১:১-৬; ইহিষ্কেল ৪১:২২; ইবরানী ৯:২; তুলনা ২ খান্দাননামা ১৩:১১; ২৯:১৮।

৪:১১-১৬ ১ বাদশাহ্‌নামা ৭:৪০-৪৫ দেখুন।

৪:১১ বাটি। হিজরত ২৭:৩; ১ বাদশাহ্‌নামা ৭:৪০ টিকা দেখুন।

৪:১৭-২২ ১ বাদশাহ্‌নামা ৭:৪৬-৫০ এবং নোট দেখুন।

৪:১৭ মাটি। জর্ডানের সমভূমি কাদামাটি ব্রোঞ্জের ঢালাই কাজের জন্য ব্যবহৃত হত।

সুক্কোৎ ও সবেদা। ১ বাদশাহ্‌নামা ৭:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১ তার পিতা দাউদের পবিত্রীকৃত দ্রব্য সমূহ। ১ খান্দাননামা ১৮:১-২০; ২২:২-১৬; ২৯:২-৫; এছাড়াও ১ খান্দাননামা ২৬:২৬ এবং টীকা।

৫:২-১৪ ১ বাদশাহ্‌নামা ৮:১-১১ এবং নোট দেখুন।

৫:২ সিন্দুক। যখন তিনি এটি জেরুশালেমে এসেছিলেন এর ৪০ বছর আগে তিনি সিন্দুকের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করেছিলেন।

৫:৩ সপ্তম মাসের ঈদ। জমায়েত-তাঁবুর উৎসব। এই মাসটি এর কেনানীয় নাম থেকে মনোনীত করা হয়েছে, এথানীম, যা ১ বাদশাহ্‌নামা ৮:২ আয়াতে উল্লেখ আছে; এর হিব্রু নাম হল Tishri। ১ বাদশাহ্‌নামা ৬:৩৮ অনুযায়ী এবাদতখানা নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল সোলায়মানের রাজত্বের ১১ বছরের অষ্টম মাসে, এটি ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৯৫৯ অব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। এই উৎসর্গের অনুষ্ঠান সম্ভবত কার্য সম্পাদন হওয়ার ১১ মাস পরে হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌নামা ৮:২ আয়াতের উপর নোট দেখুন)।

৫:৫ জমায়েতের তাঁবুর ... উঠিয়ে আনলো। জমায়েত-তাঁবু গিবিয়োনে ছিল (১:১৩ দেখুন এছাড়া ১ খান্দাননামা ১৬:৩৯ আয়াতের উপর নোট দেখুন)।

উঠিয়ে আনলো। ৬ আর বাদশাহ্‌ সোলায়মান
এবং তাঁর কাছে সমাগত সমস্ত ইসরাইলদের মধ্য
সিন্দুকের সম্মুখে থেকে অনেক ভেড়া ও গরু
কোরবানী করলেন, সেসব এত বেশি ছিল, যে
তা গণনা করা গেল না। ৭ পরে ইমামেরা
মাবুদের নিয়ম সিন্দুক নিয়ে গিয়ে স্বস্থানে, গৃহের
অন্তর্গৃহে, মহা-পবিত্র স্থানে, দুই কারুবীর পাখার
নিচে স্থাপন করলো। ৮ কারুবী দু'টি সিন্দুকের
স্থানের উপরে পাখা মেলে রইলো, আর উপরে
কারুবীরা সিন্দুক ও তার দু'টি বহন-দণ্ড আচ্ছাদন
করে রইলো। ৯ সেই দুই বহন-দণ্ড এমন লম্বা
ছিল যে, তার অগ্রভাগ সিন্দুকের আগে অন্তর্গৃহের
সম্মুখ থেকে দেখা যেত, তবুও তা বাইরে থেকে
দেখা যেত না; আজ পর্যন্ত তা সেই স্থানে আছে।
১০ সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল
সেই দু'খানা পাথর-ফলক ছিল, যা মূসা হোরেবে
তার মধ্যে রেখেছিলেন; সেই সময়ে মিসর থেকে
বনি-ইসরাইলদের বের হয়ে আসার পর, মাবুদ
তাদের সঙ্গে নিয়ম করেছিলেন।
১১ বাস্তবিক ইমামেরা পবিত্র স্থান থেকে বের
হল, সেখানে উপস্থিত ইমামেরা সকলেই
নিজেদের পবিত্র করেছিল, তাদেরকে নিজ নিজ
পালা রক্ষা করতে হল না; ১২ এবং গায়ক
লেবীয়েরা সকলে আসফ, হেমন, যিদূথূন ও
তাঁদের পুত্ররা ও ভাইয়েরা, মসীনার কাপড় পরে
এবং করতাল, নেবল ও বীণা সহকারে
কোরবানগাহ্‌র পূর্ব প্রান্তে দণ্ডায়মান রইলো এবং
তূরীবাদক এক শত বিশ জন ইমাম তাদের সঙ্গে
ছিল। ১৩ সেই তূরীবাদক ও গায়কেরা সকলে
একরবে মাবুদের প্রশংসা ও প্রশংসা-গজল করার
জন্য এক ব্যক্তির মত উপস্থিত ছিল; এবং যখন
তারা তূরী ও করতালাদি বাদ্যের সঙ্গে মহাশব্দ
করে "তিনি মঙ্গলময়, হ্যাঁ, তাঁর অটল মহব্বত
অনন্তকালস্থায়ী," এই কথা বলে মাবুদের প্রশংসা
করলো, সেই সময় গৃহ, মাবুদের গৃহ মেঘে
পরিপূর্ণ হল। ১৪ সেই মেঘের দরুন ইমামেরা
পরিচর্যা করার জন্য দাঁড়াতে পারল না; কেননা
আল্লাহ্‌র গৃহ মাবুদের প্রতাপে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

[৫:৭] প্রকা ১১:১৯।
[৫:৮] পয়দা ৩:২৪।
[৫:১০] ইব ৯:৪।
[৫:১১] ১খান্দান ২৪:১।
[৫:১২] ১বাদশা ১০:১২; ১খান্দান ৯:৩৩; ২৫:১; জবুর ৬৮:২৫।
[৫:১৩] ১খান্দান ১৬:৩৪,৪১; ২খান্দান ৭:৩; ২০:২১; উজা ৩:১১; জবুর ১০০:৫; ১০৬:১; ১০৭:১; ১১৮:১; ১৩৬:১; ইয়ার ৩৩:১১।
[৫:১৪] হিজ ৪০:৩৫; প্রকা ১৫:৮।
[৬:১] হিজ ১৯:৯।
[৬:২] উজা ৬:১২; ৭:১৫; জবুর ১৩৫:২১।
[৬:৬] দ্বি:বি ১২:৫; ইশা ১৪:১।
[৬:৭] ১শামু ১০:৭; ১খান্দান ১৭:২; প্রেরিত ৭:৪৬।
[৬:১১] দ্বি:বি ১০:২; জবুর ২৫:১০; ৫০:৫।

এবাদতখানার উৎসর্গীকরণ

৬ ১ তখন সোলায়মান বললেন, মাবুদ
বলেছেন যে, তিনি ঘোর অন্ধকারে বাস
করবেন। ২ কিন্তু আমি তোমার জন্য একটি
বসতিগৃহ নির্মাণ করালাম; এটি চিরকাল তোমার
নিবাস-স্থান।
৩ পরে বাদশাহ্‌ মুখ ফিরিয়ে সমস্ত ইসরাইল-
সমাজকে দোয়া করলেন; আর সমস্ত ইসরাইল-
সমাজ দণ্ডায়মান হল। ৪ আর তিনি বললেন,
মাবুদ ধন্য হোন, ইসরাইলের আল্লাহ্‌; তিনি
আমার পিতা দাউদের কাছে নিজের মুখে এই
কথা বলেছিলেন এবং নিজের হাত দিয়ে তা
সফল করেছেন, ৫ যথা, যেদিন আমার
লোকদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে
এনেছি, সেদিন থেকে আমি আমার নাম স্থাপন
ও গৃহ নির্মাণ করার জন্য ইসরাইলের সমস্ত
বংশের মধ্যে কোন নগর মনোনীত করি নি;
এবং আমার লোক ইসরাইলের নেতা হবার জন্য
কোন মানুষকে মনোনীত করি নি। ৬ কিন্তু
আমার নাম স্থাপনের জন্য আমি জেরুশালেমকে
মনোনীত করেছি ও আমার লোক ইসরাইলের
নেতা হবার জন্য দাউদকে মনোনীত করেছি।
৭ আর ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের নামের
উদ্দেশে একটি গৃহ নির্মাণ করতে আমার পিতা
দাউদের মনোবাসনা ছিল। ৮ কিন্তু মাবুদ আমার
পিতা দাউদকে বললেন, আমার নামের উদ্দেশে
একটি গৃহ নির্মাণ করতে তোমার মনোবাসনা
হয়েছে; তোমার এরকম মনোবাসনা করা ভালই
বটে। ৯ তবুও তুমি সেই গৃহ নির্মাণ করবে না,
কিন্তু তোমার বংশ থেকে উৎপন্ন পুত্রই আমার
নামের উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করবে। ১০ মাবুদ এই
যে কথা বলেছিলেন, তা সফল করলেন; মাবুদের
ওয়াদা অনুসারে আমি আমার পিতা দাউদের
পদে অধিষ্ঠিত ও ইসরাইলের সিংহাসনে উপবিষ্ট
হয়ে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের নামের উদ্দেশে
এই গৃহ নির্মাণ করেছি। ১১ আর মাবুদ বনি-
ইসরাইলদের সঙ্গে যে নিয়ম করেছিলেন, তার
আধার সিন্দুক এর মধ্যে রাখলাম।

৫:৬ জেরুশালেমে দাউদের সিন্দুক আনায়নের বর্ণনা রয়েছে (১ খান্দাননামা ১৫:২৬; ১৬:১-৩)।

৫:৯ আজ পর্যন্ত তা সেই স্থানেই আছে। ১ বাদশাহ্‌নামা ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন, এছাড়াও দেখুন ৮:৮; ১০:১৯; ২০:২৬; ২১:১০; ৩৫:২৫; ১ খান্দাননামা ৪:৪১; ৪৩; ৫:২৬; ১৩:১১; ১৭:৫।

৫:১০ দুটি ফলক। হিজরত ৩১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। এছাড়াও দেখুন হিজরত ৩২:১৫-১৬। পূর্বে শরীয়ত সিন্দুকের মধ্যে মান্না ছিল (হিজরত ১৬:৩২-৩৪); এবং হারুনের লাঠি (শুমারী ১৭:১০-১১; ইবরানী ৯:৪)। ধারাণা করা হয় এই দুটি দ্রব্য হারিয়ে গেছে, সম্ভবত যখন শরীয়ত সিন্দুক ফিলিস্তিনীদের হস্তগত হয়েছিল তখন তা হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়।

৫:১২ মসীনার কাপড়। দেখুন ১ খান্দাননামা ১৫:২৭ এবং নোট।

৫:১৪ মেঘ ... মাবুদের প্রতাপ। তুলনা করুন ৭:১-৩। প্রতাপের মেঘ আল্লাহ্‌র উপস্থিতিকে প্রকাশ করে। এটি ইসরাইল জাতিকে মিসর থেকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলবার জন্য পথ দেখিয়েছিল এবং জমায়েত তাঁবুর উপর উপস্থিত অবস্থিতি করছিল। দেখুন হিজরত ১৩:২১-২২ এবং ১৩:২১ আয়াতের নোট; ৪০:৩৪-৩৮ এবং ৪০:৩৪ আয়াতের নোট; ৪০:৩৪-৩৮ এবং ৪০:৩৪ আয়াতের নোট; তুলনা করুন, ইহিস্কল ৩৪:১-৫; হগয় ২:৯; জাকারিয়া ১:১৬; ২:১০; ৮:৩)।

৬:১-১১ ১ বাদশাহ্‌নামা ৮:১২-২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:৮-৯ ১ খান্দাননামা ২৮:২-৩ আয়াতে উল্লেখিত দাউদের ভাষণ তুলনা করুন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মুনাজাত

১২ পরে তিনি সমস্ত ইসরাইল-সমাজের
সাক্ষাতে মাবুদের কোরবানগাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে
দু'হাত তুললেন; ১৩ কেননা সোলায়মান পাঁচ হাত
লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া ও তিন হাত উঁচু ব্রোঞ্জের
একটি মঞ্চ নির্মাণ করে প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে
রেখেছিলেন; তিনি তার উপরে দাঁড়ালেন, পরে
সমস্ত ইসরাইল-সমাজের সম্মুখে হাঁটু পেতে
বেহেশতের দিকে দু'হাত তুললেন– ১৪ আর তিনি
বললেন, হে মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌,
বেহেশতে বা দুনিয়াতে তোমার মত আর আল্লাহ্‌
নেই? সর্বান্তঃকরণে যারা তোমার সাক্ষাতে চলে,
তোমার সেই গোলামদের পক্ষে তুমি নিয়ম পালন
ও অটল মহব্বত প্রকাশ করে থাক; ১৫ তুমি
তোমার গোলাম আমার পিতা দাউদের কাছে যা
ওয়াদা করেছিলে, তা পালন করেছ, যা নিজের
মুখে বলেছিলে, তা তুমি সিদ্ধ করেছ, যেমন আজ
দেখা যাচ্ছে। ১৬ এখন, হে মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌, তুমি তোমার গোলাম আমার পিতা
দাউদের কাছে যা ওয়াদা করেছিলে তা রক্ষা
কর। তুমি বলেছিলে, আমার দৃষ্টিতে ইসরাইলের
সিংহাসনে বসতে তোমার (বংশে) লোকের
অভাব হবে না, কেবল যদি আমার সাক্ষাতে তুমি
যেমন চলেছ, তোমার সন্তানেরা আমার সাক্ষাতে
তেমনি চলবার জন্য যার যার পথে সাবধান
থাকে। ১৭ এখন, হে মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌,
তোমার গোলাম দাউদের কাছে যে কথা তুমি
বলেছিলে, তা দৃঢ় হোক।
১৮ কিন্তু আল্লাহ্‌ কি সত্য সত্যিই দুনিয়াতে
মানুষের সঙ্গে বাস করবেন? দেখ, বেহেশত ও
বেহেশতের বেহেশত তোমাকে ধারণ করতে
পারে না, তবে আমার নির্মিত এই গৃহ কি
পারবে? ১৯ তবুও হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্‌, তুমি
তোমার গোলামের মুনাজাতে ও বিনতিতে
মনোযোগ দাও, তোমার গোলাম তোমার কাছে
যে কাতরোক্তি ও মুনাজাত করছে, তা শোন।
২০ যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলেছ যে, তোমার
নাম সেই স্থানে রাখবে, সেই স্থানের অর্থাৎ এই
গৃহের প্রতি তোমার চোখ দিনরাত উন্মীলিত
থাকুক এবং এই স্থানের জন্য তোমার গোলাম যে
মুনাজাত করে, তা শুনো। ২১ আর তোমার
গোলাম ও তোমার লোক ইসরাইল যখন এই
স্থানের উদ্দেশে মুনাজাত করবে, তখন তাদের
সকল বিনতিতে কান দিও; তোমার নিবাস স্থান
থেকে, বেহেশত থেকে তা শুনো ও মাফ করো।
২২ কেউ তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে গুনাহ্‌
করলে যদি তাকে শপথ করাবার জন্য কোন
কসম নিশ্চিত হয়, আর সে এসে এই বাড়িতে
তোমার কোরবানগাহ্‌র সম্মুখে সেই কসম খায়,
২৩ তবে তুমি বেহেশত থেকে তা শুনো এবং
তোমার গোলামদের বিচার নিষ্পত্তি করো;
দোষীকে দোষী করে তার কাজের ফল তার
মাথায় বর্তিও এবং ধার্মিককে ধার্মিক করে তার
ধার্মিকতা অনুযায়ী ফল দিও।
২৪ তোমার লোক ইসরাইল তোমার বিরুদ্ধে
গুনাহ্‌ করার দরুন দুশমনের সম্মুখে আহত হবার
পর যদি পুনর্বার ফিরে এবং এই বাড়িতে
তোমার নামের প্রশংসা-গজল করে তোমার
কাছে মুনাজাত ও ফরিয়াদ করে; ২৫ তবে তুমি
বেহেশত থেকে তা শুনো এবং তোমার লোক
ইসরাইলের গুনাহ্‌ মাফ করো, আর তাদেরকে ও
তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে এই যে দেশ দিয়েছ,
সেখানে পুনর্বার তাদেরকে এনো।
২৬ তোমার বিরুদ্ধে তাদের গুনাহ্‌র দরুন যদি
আসমান রুদ্ধ হয়, বৃষ্টি না হয়, আর লোকেরা
যদি এই স্থানের জন্য মুনাজাত করে, তোমার
নামের প্রশংসা-গজল করে এবং তোমা থেকে
দুঃখ পাওয়াতে নিজের নিজের গুনাহ্‌ থেকে
ফিরে আসে, ২৭ তবে তুমি বেহেশতে তা শুনো
এবং তোমার গোলামদের ও তোমার লোক
ইসরাইলের গুনাহ্‌ মাফ করো ও তাদের গন্তব্য
সৎপথ তাদেরকে দেখিয়ে দিও এবং তুমি
তোমার লোকদেরকে যে দেশ অধিকার হিসেবে
দিয়েছ, তোমার সেই দেশে বৃষ্টি পাঠিয়ে দিও।
২৮ দেশে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, মহামারী হয়,
শস্যের শোষ বা ম্লানি বা পঙ্গপাল কিংবা কীট
হয়, যদি তাদের দুশমনেরা তাদের দেশে নগরে
নগরে তাদেরকে অবরোধ করে, যদি কোন
বিপদ বা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; ২৯ তা হলে
কোন ব্যক্তি বা তোমার লোক সমস্ত ইসরাইল,

[৬:১৩] নহি ৮:৪।
[৬:১৪] হিজ ৮:১০; ১৫:১১।
[৬:১৫] ১খান্দান ২২:১০।
[৬:১৬] ২শামু ৭:১৩, ১৫; ২খান্দান ২৩:৩।
[৬:১৮] জবুর ১১:৪; ইশা ৪০:২২; ৬৬:১।
[৬:২০] হিজ ৩:১৬; জবুর ৩৪:১৫।
[৬:২১] জবুর ৫১:১; ইশা ৩৩:২৪; ৪০:২; ৪৩:২৫; ৪৪:২২; ৫৫:৭; মীখা ৭:১৮।
[৬:২২] হিজ ২২:১১।
[৬:২৩] ইশা ৩:১১; ৬৫:৬; মথি ১৬:২৭।
[৬:২৪] লেবীয় ২৬:১৭।
[৬:২৬] লেবীয় ২৬:১৯; দ্বি:বি ১১:১৭; ২৮:২৪; ২শামু ১:২১।
[৬:২৭] ২খান্দান ৭:১৪।
[৬:২৮] ২খান্দান ২০:৯।

৬:১২-২১ ১ বাদশানামা ৮:২২-৩০ আয়াতের উপর নোট দেখুন।

৬:১২ কোরবানগাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে। ১ বাদশাহ্‌নামা ৮ অধ্যায়ে এটি নেই। কেউ কেউ মনে করেন যে, খান্দাননামার লেখক এটি পরিস্কার করতে চেয়েছিলেন যে, সোলায়মান কোরবানগাহের সামনে দাঁড়িয়ে ইমামদের পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করতে চান নি। অপর দিকে, হতে পারে যে লিপি নকলকারীর ভুলের কারণে এই আয়াতটি বাদশাহ্‌নামা থেকে বাদ পড়েছে।

৬:১৪ তুমি নিয়ম পালন ও অটল মহব্বত প্রকাশ করে থাক। দেখুন ১ বাদশাহ্‌নামা ৮:২৩ আয়াত ও নোট।

৬:১৮ ২:৬ আয়াত দেখুন।

৬:২২-৩৯ ১ বাদশাহ্‌নামা ৮:৩১-৪৬ আয়াতের উপর নোট দেখুন।

৬:২২-২৩ দেখুন হিজরত ২২:১০-১১; লেবীয় ৬:৩-৫ আয়াত।

৬:২৪-২৫ দেখুন লেবীয় ২৬:১৭, ২৩; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:২৫, ৩৬-৩৭, ৪৮-৫৭, ৬৪; ইউসা ৭:১১-১২।

৬:২৬-২৭ দেখুন লেবীয় ২৬:১৯; দ্বি: বি: ১১:১০-১৫; ২৮:১৮; ২২-২৪।

৬:২৮-৩১ দেখুন লেবীয় ২৬:১৬; ২০; ২৫-২৬; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:২০-২২; ২৭-২৮; ৩৫, ৪২।

যারা প্রত্যেকে যার যার যন্ত্রণা ও মনের কষ্ট জানে এবং এই গৃহের দিকে দু'হাত তুলে কোন মুনাজাত বা ফরিয়াদ করে; ৩০ তবে তুমি তোমার নিবাসস্থান বেহেশত থেকে তা শুনো এবং মাফ করো এবং প্রত্যেক জনকে নিজ নিজ পথ অনুযায়ী সমস্ত কাজের প্রতিফল দিও– তুমি তো তাদের অন্তঃকরণ জান; কেননা একমাত্র তুমিই বনি-আদমদের অন্তঃকরণ জান– ৩১ যেন আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে তুমি যে দেশ দিয়েছ, এই দেশে তারা যত দিন জীবিত থাকে, তোমার পথে চলবার জন্য তোমাকে ভয় করে।

৩২ এছাড়া, তোমার লোক ইসরাইল জাতির নয়, এমন কোন বিদেশী লোক যখন তোমার মহানাম, তোমার শক্তিশালী হাত ও তোমার বাড়িয়ে দেওয়া বাহুর উদ্দেশে দূর দেশ থেকে আসবে, যখন তারা এসে এই গৃহের জন্য মুনাজাত করবে, ৩৩ তখন তুমি বেহেশত থেকে, তোমার নিবাস-স্থান থেকে তা শুনো; এবং সেই বিদেশী লোক তোমার কাছে যা কিছু মুনাজাত করবে, সেই অনুসারে করো; যেন তোমার লোক ইসরাইলের মত দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার নাম জানতে পারে ও তোমাকে ভয় করে এবং তারা যেন জানতে পায় যে, আমার নির্মিত এই গৃহের উপরে তোমারই নাম কীর্তিত।

৩৪ তুমি তোমার লোকদেরকে কোন পথে প্রেরণ করলে, যদি তারা তাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বের হয় এবং তোমার মনোনীত এই নগর ও তোমার নামের জন্য আমার নির্মিত গৃহের উদ্দেশে তোমার কাছে মুনাজাত করে; ৩৫ তবে তুমি বেহেশত থেকে তাদের মুনাজাত ও ফরিয়াদ শুনো এবং তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো।

৩৬ তারা যদি তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্ করে – কেননা গুনাহ্ না করে, এমন কোন মানুষ নেই – এবং তুমি যদি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দুশমনের হাতে তাদেরকে তুলে দাও ও দুশমনেরা তাদেরকে বন্দী করে দূরস্থ কিংবা নিকটস্থ কোন দেশে নিয়ে যায়; ৩৭ তবুও যে দেশে তাদের বন্দী হিসেবে নেওয়া হয়েছে, সেই দেশে যদি মনে মনে বিবেচনা করে ও ফেরে, তাদের বন্দীত্বের দেশে তোমার কাছে ফরিয়াদ করে যদি বলে, আমরা গুনাহ্ করেছি, অপরাধী হয়েছি ও দুষ্টামি করেছি; ৩৮ এবং যে দেশে বন্দীরূপে নীত হয়েছে, সেই বন্দীত্বের দেশে যদি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তোমার কাছে ফিরে আসে এবং তুমি তাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে দেশ দিয়েছ, তাদের সেই দেশের উদ্দেশে, তোমার মনোনীত নগর ও তোমার নামের জন্য আমার নির্মিত গৃহের জন্য যদি মুনাজাত করে; ৩৯ তবে তুমি বেহেশত থেকে, তোমার বাসস্থান থেকে তাদের মুনাজাত ও ফরিয়াদ শুনো এবং তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো; আর তোমার যে লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছে, তাদেরকে মাফ করো। ৪০ এখন, হে আমার আল্লাহ্, আরজ করি, এই স্থানে যে মুনাজাত হবে, তার প্রতি যেন তোমার চোখ ও কান খোলা থাকে। ৪১ হে মাবুদ আল্লাহ্, এখন তুমি উঠে, তুমি ও তোমার শক্তির সিন্দুক সহ তোমার বিশ্রাম-স্থানে গমন কর। হে মাবুদ আল্লাহ্, তোমার ইমামেরা উদ্ধারের পোশাক পরুক ও তোমার সাধুরা মঙ্গলে আনন্দ করুক। ৪২ হে মাবুদ আল্লাহ্, তুমি তোমার অভিষিক্ত লোকের মুখ ফিরিয়ে দিও না তোমার গোলাম দাউদের প্রতি কৃত অটল মহব্বত স্মরণ কর।

এবাদতখানা উদ্বোধন

৭ ১ সোলায়মান মুনাজাত শেষ করার পর আসমান থেকে আগুন নেমে পোড়ানো-কোরবানী ও অন্যান্য সমস্ত কোরবানী গ্রাস

[৬:৩০] ১শামু ২:৩; জবুর ৭:৯; ৪৪:২১; মেসাল ১৬:২; ১৭:৩।
[৬:৩১] দ্বি:বি ৬:১৩; জবুর ৩৪:৭, ৯; ১০৩:১১, ১৩; মেসাল ৮:১৩।
[৬:৩২] ২খান্দান ৯:৬।
[৬:৩৩] হিজ ১২:৪৩।
[৬:৩৪] ১খান্দান ৫:২০।
[৬:৩৬] ১বাদশা ৮:৪৬; আইউ ১১:১২; ১৫:১৪; জবুর ১৪৩:২; হেদা ৭:২০; ইয়ার ৯:৫; ১৩:২৩; ১৭:৯; রোমীয় ৩:৯; ইফি ২:৩।
[৬:৩৭] ১বাদশা ৮:৪৮; ২খান্দান ৭:১৪; ইশা ৫৮:৩; ইয়ার ২৪:৭; ২৯:১৩।
[৬:৩৯] ২খান্দান ৩০:৯।
[৬:৪০] ১বাদশা ৮:২৯, ৫২; ২খান্দান ৭:১৫; নহি ১:৬, ১১; ইশা ৩৭:১৭।
[৬:৪১] জবুর ৩:৭; ৭:৬; ৫৯:৪; ইশা ৩৩:১০।
[৬:৪২] জবুর ২:২।
[৭:১] হিজ ১৯:১৮;

৬:৩২-৩৩ নবী একথাও মনে করেন যে, ইসরায়েল জাতি ভিন্ন বিদেশী লোকেরাও মাবুদের এবাদতের জন্য জেরুশালেমে আসবে (ইশাইয়া ২:৩; ৫৬:৬-৮; মিকাহ্ ৪:২, জাকারিয়া ৮:২০-২৩; ১৪:৯-১৫; ১৮:৩১; ২০:১-২৯; ২৫:৫-১৩; ৩২:২০-২২।

৬:৩৪-৩৫ দেখুন লেবীয় ২৬:৭-৮; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৬-৭। যুদ্ধের সময় মুনাজাতে আল্লাহ্ যে উত্তর দিয়ে থাকেন তার প্রমাণের জন্য খান্দাননামার লেখক বার বার বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন ১৩; ১৪:৯-১৫; ১৮:৩১; ২০:১-২৯; ২৫:৫-১৩; ৩২:২০-২২)।

৬:৩৬ কেননা গুনাহ্ না করে, এমন কোন মানুষ নেই। দেখুন ইয়ারমিয়া ১৩:২৩, রোমীয় ৩:২৩।

বন্দী করে দূরস্থ কিংবা নিকটস্থ কোন দেশে নিয়ে যায়। দেখুন ৩৬:১৫-২০; লেবীয় ২৬:৩৩; ৪৪-৪৫; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৪৯-৫২; ২ বাদশাহ্‌নামা ১৭:৭-২০; ২৫:১-২১।

৬:৪০-৪২ খান্দাননামার লেখক বাদশাহ্‌নামায় সোলায়মানের মুনাজাতের সমাপ্তিতে জবুর শরীফ ১৩২:৮-১০ আয়াতে সংযোজিত করেছেন। এটি একটি প্রসংশা-গজল, যা এবাদতখানায় শরীয়ত সিন্দুক আনায়ন সম্পর্কিত, খান্দাননামা (৫:২-১৪) অংশের বিষয়। বাদশাহ্‌নামা কিতাবের লেখক যেখানে সোলায়মানের মুনাজাত শেষ করেছেন মূসার মাধ্যমে মিশর দেশ থেকে বের করে আনার বিষয় দিয়ে, সেখানে খান্দাননামায় সোলায়মানের মুনাজাত শেষ করেছেন দাউদের কাছে করা অটল মহব্বতের বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখার আবেদন জানিয়ে।

৭:১-৩ এই অংশটি ১ বাদশাহ্‌নামা ৮ অধ্যায়ে নেই। বেহেশত থেকে আগুন নেমে এসে পোড়ান কোরবানী এবং অন্যান্য সমস্ত কোরবানী গ্রাস করার বিষয়টি জমায়েত তাঁবুর সমস্ত কোরবানী আল্লাহ্ কতৃক আগুন দ্বারা কবুল করার একই রকম চিহ্ন বহন করে লেবীয় ৯:২৩-২৪, এবং যিবূষীয় অরৌণার শষ্য মাড়াই করার মেঝের উপর দাউদের কোরবানী আগুন দ্বারা গ্রাহ্য হওয়ার চিহ্ন বহন করে। ১ খান্দাননামা ২১:২৬; তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌নামা ১৮:৩৮ আয়াতে সঙ্গে। ইসরাইল সমাজের প্রতি সোলায়মানে দোয়ার বিষয়টি (১ বাদশাহ্‌নামা ৮:৫৫-৬১)

করলো এবং মাবুদের প্রতাপে গৃহ পরিপূর্ণ হল।
২ আর ইমামেরা মাবুদের গৃহে প্রবেশ করতে
পারল না, কারণ মাবুদের প্রতাপে মাবুদের গৃহ
পরিপূর্ণ হয়েছিল। ৩ যখন আগুন নামলো এবং
মাবুদের মহিমা গৃহের উপরে বিরাজমান হল,
তখন বনি-ইসরাইল সকলে তা দেখতে পেল,
আর তারা নত হয়ে পাথরে-বাঁধানো ভূমিতে
উবুড় হয়ে সেজ্‌দা করলো এবং মাবুদের প্রশংসা-
গজল করে বললো তিনি মঙ্গলময়, হ্যাঁ, তাঁর
অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী।
৪ পরে বাদশাহ্‌ ও সমস্ত লোক মাবুদের সম্মুখে
কোরবানী করলেন। ৫ বাদশাহ্‌ সোলায়মান বাইশ
হাজার গরু ও এক লক্ষ বিশ হাজার ভেড়া
কোরবানী করলেন। এভাবে বাদশাহ্‌ ও সমস্ত
লোক আল্লাহ্‌র গৃহ প্রতিষ্ঠা করলেন। ৬ আর
ইমামেরা স্ব স্ব পদ অনুসারে দণ্ডায়মান ছিল; এবং
লেবীয়েরাও মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী
পরিবেশনের জন্য বাদ্যযন্ত্রসহ দাঁড়িয়ে ছিল—
যখন দাউদ তাদের দ্বারা প্রশংসা করতেন তখন
তিনি এই বাদ্যযন্ত্রগুলো তৈরি করিয়েছিলেন যেন
‘মাবুদের অটল মহব্বত অনন্তকাল স্থায়ী’ বলে
তাঁর প্রশংসা-গজল করা হয়— আর তাদের
সম্মুখে ইমামেরা তূরী বাজাচ্ছে এবং সমস্ত
ইসরাইল দণ্ডায়মান ছিল।
৭ আর সোলায়মান মাবুদের গৃহের সম্মুখস্থ
প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্র করলেন, কেননা তিনি
সেই স্থানে সমস্ত পোড়ানো-কোরবানী এবং
মঙ্গল-কোরবানীর চর্বি উৎসর্গ করলেন, কারণ
পোড়ানো-কোরবানী, শস্য-উৎসর্গ এবং সেই চর্বি
গ্রহণের পক্ষে সোলায়মানের তৈরি ব্রোঞ্জের
কোরবানগাহ্‌ ক্ষুদ্র ছিল।
৮ এভাবে সেই সময়ে সোলায়মান ও তাঁর
সঙ্গে সমস্ত ইসরাইল, হমাতের প্রবেশ-স্থান
থেকে মিসরের স্রোত পর্যন্ত (দেশবাসী) অতি
মহাসমাজ, সাত দিন উৎসব করলেন। ৯ পরে
তাঁরা অষ্টম দিনে উৎসব-সভা করলেন, ফলত
তাঁরা সাত দিন কোরবানগাহ্‌র প্রতিষ্ঠা ও সাত
দিন উৎসব পালন করলেন। ১০ সোলায়মান
সপ্তম মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে লোকদেরকে স্ব স্ব
তাঁবুতে বিদায় করলেন। মাবুদ দাউদ,
সোলায়মান ও তাঁর লোক ইসরাইলের যেসব
মঙ্গল করেছিলেন, তার দরুন তারা আনন্দিত ও
হৃষ্টচিত্ত হয়েছিল।
১১ এভাবে সোলায়মান মাবুদের গৃহ ও
রাজপ্রাসাদের নির্মাণ সমাপ্ত করলেন; মাবুদের
গৃহে ও নিজের বাড়িতে যা করতে সোলায়মানের
মনোবাঞ্ছা হয়েছিল, সেসব তিনি সহিসালামতে
সাধন করলেন।

সোলায়মানের মুনাজাত ও আল্লাহ্‌র উত্তর

১২ পরে মাবুদ রাতে সোলায়মানকে দর্শন
দিয়ে বললেন, আমি তোমার মুনাজাত শুনেছি ও
কোরবানী-গৃহ বলে এই স্থান আমার জন্য
মনোনীত করেছি। ১৩ আমি যদি আসমান রুদ্ধ
করি, আর বৃষ্টি না হয়, কিংবা দেশ বিনষ্ট করতে
পঙ্গপালদেরকে হুকুম করি, অথবা আমার
লোকদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করি, ১৪ আমার
লোকেরা, যাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত
হয়েছে, তারা যদি নম্র হয়ে মুনাজাত করে ও
আমার মুখের খোঁজ করে এবং তাদের কুপথ
থেকে ফিরে, তবে আমি বেহেশত থেকে তা
শুনব, তাদের গুনাহ্‌ মাফ ও তাদের দেশ সুস্থ
করবো। ১৫ এই স্থানে যে মুনাজাত হবে, তার
প্রতি এখন আমার চোখ ও কান খোলা থাকবে।

লেবীয় ৯:২৪; ১বাদশা ১৮:৩৮।
[৭:২] ১বাদশা ৮:১১।
[৭:৩] ১খান্দান ১৬:৩৪; ২খান্দান ৫:১৩; উজা ৩:১১।
[৭:৬] ১খান্দান ১৫:১৬।
[৭:৬] ১খান্দান ১৫:২৪।
[৭:৭] হিজ ২৯:১৩।
[৭:৮] ২খান্দান ৩০:২৬; নহি ৮:১৭।
[৭:৯] ২খান্দান ৩০:২৩।
[৭:১১] ১খান্দান ২৮:২০।
[৭:১২] ২খান্দান ১:৭।
[৭:১২] দ্বি:বি ১২:১১।
[৭:১৩] দ্বি:বি ১১:১৭; আমোস ৪:৭।
[৭:১৪] হিজ ১৫:২৬; ২খান্দান ৩০:২০; জবুর ৬০:২; ইশা ৩০:২৬; ৫৩:৫; ৫৭:১৮; ইয়ার ৩৩:৬; মালা ৪:২।
[৭:১৫] ১বাদশা ৮:২৯; ২খান্দান ৬:৪০; নহি ১:৬।

খান্দাননামার লেখক বাদ দিয়েছেন, যদিও ১-৩ আয়াতে একবার মাত্র বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

৭:১ মাবুদের প্রতাপে। মাবুদের প্রতাপের বিষয়ে দেখুন ৫:১৪ এবং নোট।

৭:৩ তিনি মঙ্গলময়, ... অনন্তকালস্থায়ী। দেখুন আয়াত ৬;৫:১৩।

৭:৬ এই আয়াত খান্দাননামাকে অনুপম করেছে এবং লেবীয়দের প্রতি লেখকের সমস্ত মনোযোগ প্রতিফলিত হয়েছে বিশেষ করে যারা কাওয়ালী বা গান গাইত তাদের প্রতি (তুলনা করুন ২৯:২৬-২৭); ১ খান্দাননামা ৬:৩১-৪৮ আয়াতের উপর নোট দেখুন।

সমস্ত ইসরাইল। ১ খান্দাননামার ভূমিকায় উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু দেখুন।

৭:৮ উৎসব। এবাদতখানার উৎসব হয়েছিল হমাতের প্রবেশ স্থান থেকে মিসরের শ্রোত পর্যন্ত। এটি কেবল মাত্র দাউদ ও সোলায়মানের মধ্য দিয়ে পিতৃপুরুষদের কাছে করা প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা নয় (১:৯, ১ খান্দাননামা ২৭:২৩-২৪ এবং নোট) কিন্তু প্রতিজ্ঞাত দেশের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা (পয়দায়েশ ১৫:১৮-২১)

হমাতের প্রবেশ স্থান। ইহিস্কেল ৪৭:১৫ আয়াতের উপর নোট দেখুন।

মিসরের স্রোত। ইহিস্কেল ৪৭:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৯ অষ্টম দিন। জমায়েত-তাঁবুর উৎসবের চূড়ান্ত দিন (৫:৩ আয়াত এবং নোট দেখুন; লেবীয় ২৩:৩৬; শুমারী ২৯:৩৫)

সাত দিন ... সাত দিন। প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান চলছিল মাসের অষ্টম দিন থেকে চন্দোতম দিন পর্যন্ত এবং জমায়েত তাঁবুর উৎসব চলছিল পনেরতম দিন থেকে বাইশতম দিন পর্যন্ত। মহা কাফ্‌ফারার দিন ছিল ৭ম মাসের ১০ম দিন লেবীয় ১৬; তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌নামা ৮:৬৫-৬৬)।

৭:১২ দর্শন দিয়ে। আল্লাহ্‌ দ্বিতীয় বারের মত সোলায়মানকে দর্শন দিলেন, প্রথম দর্শন ছিল গিবিয়োনে (১:৩-১৩; ১ বাদশাহ্‌নামা ৯:২)।

তোমার মুনাজাত। দেখুন ৬:১৪-৪২।

৭:১৩-১৫ খান্দাননামার অনুপম আয়াত। এই আয়াতসমূহে তাৎক্ষণিক উত্তর প্রাপ্তির উপর লেখকের জোর দেওয়ার বিষয় উল্লেখ রয়েছে (১ খান্দাননামার ভূমিকা দেখুন। উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু)।

৭:১৪ উদাহরণস্বরূপ দেখুন ১২:৬-৭, ১২ আয়াত।

১৬ কেননা এই গৃহে যেন আমার নাম চিরকালের
জন্য থাকে, এজন্য আমি এখন এটি মনোনীত ও
পবিত্র করলাম এবং এই স্থানে সব সময় আমার
চোখ ও আমার অন্তর থাকবে। ১৭ আর তোমার
পিতা দাউদ যেমন চলতো, তেমনি তুমিও যদি
আমার সাক্ষাতে চল, আমি তোমাকে যে সমস্ত
হুকুম দিয়েছি, যদি তদনুযায়ী কাজ কর এবং
আমার বিধি ও সমস্ত অনুশাসন পালন কর;
১৮ তবে ইসরাইলের উপরে কর্তৃত্ব করতে তোমার
বংশে লোকের অভাব হবে না; এই বলে আমি
তোমার পিতা দাউদের সঙ্গে যে নিয়ম
করেছিলাম, সেই অনুসারে তোমার রাজ-
সিংহাসন স্থির করবো। ১৯ কিন্তু যদি তোমরা
আমার কাছ থেকে ফিরে যাও ও তোমাদের
সম্মুখে স্থাপিত আমার বিধি ও সমস্ত হুকুম
পরিত্যাগ কর, আর গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা
ও তাদের কাছে সেজ্‌দা কর, ২০ তবে আমি
ইসরাইলদেরকে আমার যে দেশ দিয়েছি, তা
থেকে তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করবো এবং
আমার নামের জন্য এই যে গৃহ পবিত্র করলাম,
এটি আমার দৃষ্টিপথ থেকে দূর করবো এবং সমস্ত
জাতির মধ্যে এটিকে প্রবাদের ও উপহাসের পাত্র
করবো। ২১ আর এই গৃহ উঁচু হলেও যে কেউ
এর কাছ দিয়ে গমন করবে, সে চমকে উঠবে ও
জিজ্ঞাসা করবে, এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি
মাবুদ এমন কেন করেছেন? ২২ আর লোকে
বলবে, এর কারণ এই, যিনি এই লোকদের
পূর্বপুরুষদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে
এনেছিলেন ওরা ওদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌
সেই মাবুদকে ত্যাগ করেছে এবং অন্য
দেবতাদেরকে অবলম্বন করে তাদের কাছে
ভূমিতে সেজদা করেছে ও তাদের সেবা করেছে,
এজন্য তিনি তাদের উপরে এসব অমঙ্গল
উপস্থিত করলেন।

[৭:১৬] দ্বি:বি ১২:৫; ২খান্দান ৩৩:৭।
[৭:১৭] ১বাদশা ৯:৪।
[৭:১৮] ২শামু ৭:১৩; ১খান্দান ১৭:১২; ২খান্দান ১৩:৫; ২৩:৩।
[৭:১৯] ১খান্দান ২৮:৯; ২খান্দান ১২:১; ২৪:১৮; ইয়ার ৯:১৩; ১১:৮।
[৭:২০] ১বাদশা ১৪:১৫; ইয়ার ১২:১৪; ১৬:১৩; ৫০:১১।
[৭:২১] ইয়ার ১৯:৮।
[৭:২২] ইয়ার ১৬:১১।
[৮:১] ২শামু ৭:২।
[৮:৪] ২শামু ৮:৯।
[৮:৫] ইউসা ১০:১০।
[৮:৬] ইউসা ১৯:৪৪।
[৮:৭] পয়দা ১০:১৬; ১৫:১৮-২১; উজা ৯:১।
[৮:৮] ২খান্দান ২:১৮।
[৮:১১] ১বাদশা ৩:১।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের অন্যান্য কাজ

৮ ১ মাবুদের এবাদতখানা ও নিজের
রাজপ্রাসাদ, এই দু'টি গৃহ নির্মাণ করতে
সোলায়মানের বিশ বছর লাগল। ২ এর পরে,
হূরম সোলায়মানকে যে সমস্ত নগর দিয়েছিলেন,
সোলায়মানকে সেগুলো পুনর্নির্মাণ করে সেই
স্থানে বনি-ইসরাইলদেরকে বাস করালেন।
৩ পরে সোলায়মান হমাৎ-সোবাতে গিয়ে তা
বশীভূত করলেন। ৪ আর তিনি মরুভূমিতে
তদ্‌মোর নগর নির্মাণ করলেন এবং হমাতে
সমস্ত ভাণ্ডার নগর নির্মাণ করলেন। ৫ আর তিনি
উপরিস্থ বৈৎ-হোরোণ ও নিচস্থ বৈৎ-হোরোণ এই
দুই প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রাচীর, দ্বার ও অর্গল
দ্বারা দৃঢ় করলেন। ৬ আর বালৎ এবং
সোলায়মানের সমস্ত ভাণ্ডার-নগর এবং তাঁর
রথগুলো ও ঘোড়সওয়ারদের সমস্ত নগর, আর
জেরুশালেমে, লেবাননে ও তাঁর দেশগুলোর
সর্বত্র যা কিছু নির্মাণ করার সোলায়মানের বাসনা
ছিল, তিনি সেসব নির্মাণ করলেন। ৭ হিট্টিয়,
আমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় যেসব
লোক অবশিষ্ট ছিল, যারা ইসরাইল নয়,
যাদেরকে বনি-ইসরাইল নিঃশেষে বিনষ্ট করে
নি, ৮ দেশে অবশিষ্ট সেই লোকদের
সন্তানদেরকে সোলায়মান তাঁর কর্মাধীন গোলাম
করে সংগ্রহ করলেন; তারা আজ পর্যন্ত তা-ই
করছে। ৯ কিন্তু সোলায়মান তাঁর কাজের জন্য
বনি-ইসরাইলদের মধ্যে কাউকেও গোলাম
করলেন না; তারা যোদ্ধা, তাঁর প্রধান সেনানী
এবং তাঁর রথগুলোর ও ঘোড়সওয়ারদের নেতা
হল। ১০ আর তাদের মধ্যে বাদশাহ্‌
সোলায়মানের নিযুক্ত দুই শত পঞ্চাশ জন প্রধান
নেতা লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করতো।
১১ পরে সোলায়মান ফেরাউনের কন্যার জন্য
যে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন, সেই বাড়িতে দাউদ-
নগর থেকে তাঁকে আনালেন; কারণ তিনি

৭:১৭-১৮ ১ বাদশাহ্‌নামা ৯:৪-৫ দেখুন। এই কথাগুলো এমন যা আদি ইসরাইলদের মসীহ্‌ সম্পর্কিত প্রত্যাশাকে জোড়ালো করেছে।

৭:১৯-২২ দেখুন ১ বাদশাহ্‌নামা ৯:৬-৯ আয়াত।

৮:১-২ ১ বাদশাহ্‌নামা ৯:১০-১৪ আয়োতে উল্লেখ আছে যে নগরগুলো সোলায়মান কতৃক হূরমকে দেওয়া হয়েছিল, অপর দিকে খান্দাননামায় বিপরীত সত্য উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত সোলায়মানকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরার অংশ হিসাবে খান্দাননামার লেখক হূরমের অগ্রহণযোগ্য নগর প্রাপ্তির ঘটনাটি উল্লেখ করেন নি (১ বাদশাহ্‌নামা ৯:১১-১৩); তিনি কেবল ঘটনার পরিশিষ্ট উল্লেখ করেছেন, নগরগুলো সোলায়মানের ফেরত পাওয়া এবং পরবর্তিতে নগরগুলো পুনর্নির্মাণ কার্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এই নগরগুলো হূরমের প্রতি ঋণী হিসাবে টাকার পরিবর্তে এক ধরনে সেবামূলক কাজ হয়েছিল, সন্তুষ্ট হয়ে নগরগুলো দেওয়া হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌নামা ৯:১১ আয়াতের টিকা দেখুন)। খান্দাননামার লেখক গেষরে সোলায়মানকে দেওয়া ফেরাউনের দানের বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নি (১ বাদশাহ্‌নামা ৯:১৬)।

৮:৩-৪ খান্দাননামার লেখক অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে উত্তরাঞ্চলে সামরিক অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, যা বাদশাহ্‌নামায় উল্লেখ নেই। দাউদ ও উত্তরাঞ্চলে সোবার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়েছেন (১ খান্দাননামা ১৮:৩-৯; ১৯:৬; ২ শামুয়েল ৮:৩-১২; ১০:৬-৮, তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌নামা ১১:২৩-২৪)।

৮:৫ উপরিস্থ বৈৎ-হোরোণ ও নিচস্থ বৈৎ-হোরোণ। দুই বৈৎ-হোরোণ উপকূল থেকে জেরুশালেমের ঠিক উত্তর অঞ্চলের দিক আসার জন্য উপযুক্ত রাস্তায় অবস্থিত ছিল।

৮:৭ যারা ইসরাইল নয়। দেখুন ২:১৭; ১ খান্দাননামা ২২:২; ১ বাদশাহ্‌নামা ৯:২১।

৮:৮ আজ পর্যন্ত। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

বললেন, আমার স্ত্রী ইসরাইলের বাদশাহ্‌ দাউদের বাড়িতে বাস করবেন না, কেননা যেসব স্থানে মাবুদের সিন্দুক এসেছে, সেসব স্থান পবিত্র।

[১২] আর সোলায়মান বারান্দার সম্মুখে মাবুদের যে কোরবানগাহ্‌ তৈরি করেছিলেন, তার উপরে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী করতে লাগলেন। [১৩] তিনি মূসার হুকুম মতে বিশ্রামবার, অমাবস্যা ও বছরের মধ্যে নিরূপিত তিন উৎসবে, অর্থাৎ খামিহীন রুটির উৎসবে, সাত সপ্তাহের উৎসব ও কুটিরের উৎসব প্রতিদিনের বিধান অনুসারে উৎসর্গ ও কারবানী করতেন। [১৪] আর তিনি তাঁর পিতা দাউদের নিরূপণানুসারে ইমামদের সেবাকর্মের জন্য তাদের পালা নির্ধারণ করলেন। তিনি প্রতিদিনের বিধান অনুসারে প্রশংসা ও ইমামদের সম্মুখে পরিচর্যা করতে লেবীয়দেরকে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত করলেন। আর তিনি পালা অনুসারে প্রতিদ্বারে দ্বারপালদেরকেও নিযুক্ত করলেন; কেননা আল্লাহ্‌র লোক দাউদ সেরকম হুকুম করেছিলেন। [১৫] আর বাদশাহ্‌ ইমামদের ও লেবীয়দেরকে ভাণ্ডার প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে যে হুকুম দিতেন, তার অন্যথা তারা করতো না।

[১৬] মাবুদের গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিন থেকে তার সমাপ্তি পর্যন্ত সোলায়মানের সমস্ত কাজ নিয়মিতভাবে চললো– মাবুদের গৃহ সমাপ্ত হল।

[১৭] সেই সময় সোলায়মান ইদোম দেশের সমুদ্রতীরস্থ ইৎসিয়োন-গেবরে ও এলতে গেলেন। [১৮] আর হূরম তাঁর গোলামদের দ্বারা তাঁর কাছে কয়েকটি জাহাজ ও সামুদ্রিক কাজে বিজ্ঞ গোলামদেরকে প্রেরণ করলেন; তারা সোলায়মানের গোলামদের সঙ্গে ওফীরে গিয়ে সেখান থেকে চার শত পঞ্চাশ তালন্ত সোনা বাদশাহ্‌ সোলায়মানের জন্য নিয়ে আসল।

[৮:১২] ১বাদশা ৮:৬৪; ২খান্দান ১৫:৮।
[৮:১৩] হিজ ২৯:৩৮।
[৮:১৪] ১খান্দান ২৩:৬; নহি ১২:৪৫।
[৮:১৮] ২খান্দান ৯:৯।
[৯:১] পয়দা ১০:৭; ইহি ২৩:৪২; মথি ১২:৪২; লূক ১১:৩১।
[৯:৩] ১বাদশা ৫:১২।
[৯:৬] ২খান্দান ৬:৩২।
[৯:৮] ১বাদশা ২:১২; ১খান্দান ১৭:১৪; ২খান্দান ১৩:৮।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের কাছে সাবা দেশের রাণী

৯ [১] আর সাবার রাণী সোলায়মানের কীর্তি শুনে কঠিন কঠিন প্রশ্ন দ্বারা সোলায়মানের পরীক্ষা করার জন্য বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্যসহ এবং সুগন্ধি দ্রব্য, প্রচুর সোনা ও মণিবাহক সমস্ত উট সঙ্গে নিয়ে জেরুশালেমে আসলেন। তিনি সোলায়মানের কাছে এসে তাঁর নিজের মনে যা ছিল তাঁকে সমস্তই বললেন। [২] আর সোলায়মান তাঁর সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন, সোলায়মানের বোধের অগম্য কিছুই ছিল না, তিনি তাঁকে সকলই বললেন। [৩] এভাবে সাবার রাণী সোলায়মানের জ্ঞান ও তাঁর নির্মিত বাড়ি দেখলেন। [৪] তিনি তাঁর টেবিলের খাদ্যদ্রব্য ও তাঁর কর্মকর্তাদের উপবেশন ও দণ্ডায়মান পরিচারকদের শ্রেণী ও তাদের পরিচ্ছদ এবং তাঁর পানপাত্র-বাহকদের ও তাদের পরিচ্ছদ এবং মাবুদের গৃহে উঠবার জন্য তাঁর নির্মিত সিঁড়ি, এই সমস্ত দেখে হতভম্ভ হয়ে গেলেন।

[৫] আর তিনি বাদশাহ্‌কে বললেন, আমি আমার দেশে থেকে আপনার কথা ও জ্ঞানের বিষয় যে কথা শুনেছিলাম তা সত্যি। [৬] কিন্তু আমি যতক্ষণ এসে স্বচক্ষে না দেখলাম, ততক্ষণ লোকদের সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নি; আর দেখুন, আপনার জ্ঞান ও মহত্ত্বের অর্ধেকও আমাকে বলা হয় নি; আমি যে খ্যাতি শুনেছিলাম তা থেকেও আপনার গুণ অনেক বেশি। [৭] ধন্য আপনার লোকেরা এবং ধন্য আপনার এই গোলামেরা, যারা নিয়ত আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আপনার জ্ঞানের উক্তি শোনে। [৮] আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ ধন্য হোন, যিনি আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদের হয়ে রাজত্ব করতে তাঁর সিংহাসনে আপনাকে বসাবার জন্য আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। ইসরাইলদেরকে চিরস্থায়ী করতে চান বলে আপনার আল্লাহ্‌ তাদেরকে মহব্বত করেন,

৮:১১ পবিত্র। ১ বাদশাহ্‌নামা ৯:২৪ এবং খান্দাননামায় ফেরাউনের কন্যাকে বিশেষভাবে নির্মিত গৃহে আনার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু খান্দাননামায় এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল মাত্র এবাদতখানার জন্য নয় কিন্তু দাউদের গৃহও পবিত্র হিসাবে গণ্য করা হত, কারণ সেখানে শরীয়ত সিন্দুক ছিল (লেবীয় ১১:৪৪ এর নোট দেখুন)।

৮:১২-১৬ খান্দাননামার লেখক সোলায়মান কতৃক সমস্ত এবাদতের বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। ১ বাদশাহ্‌নামা ৯:২৫ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বছরের মধ্যে মাত্র তিনবার পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী করা হত, যে ক্ষেত্রে খান্দানামার লেখক মুসার হুকুমমতে বিশ্রামবার, অমাবস্যার উৎসব পালনের বিষয়গুলো যুক্ত করেছেন (লেবীয় ২৩:১-৩৭, শুমারী ২৮-২৯)।

৮:১৭-১৮ ১ বাদশাহ্‌নামা ৯:২৬-২৮ দেখুন। সোলায়মান এবং হূরমের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আরবের উপদ্বীপে লাভজনক ব্যবসার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সোলায়মান এই সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয়ের মধ্যে ছিলেন মধ্যবর্তী ব্যক্তি।

৮:১৭ ইৎসিয়োন-গেবরে ও এলৎ। দ্বিতীয় বিবরণ ২:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:১৮ কয়েকটি জাহাজ ... প্রেরণ করলেন। হূরম তার কাছে কয়েকটি জাহজ পাঠালেন। মনে করা হয় যে জাহাজগুলো ফৈনিকীয়াতে তৈরি করা হত এবং জাহাজগুলো এসে ইৎসিয়োনে-গেবর জড়ো হত (৯:১১ আয়াত দেখুন)।

৯:১ সাবা। ১ বাদশাহ্‌ ১০:১ আয়াত এবং নোট দেখুন। এছাড়া আইউব ১:১৫; ৬:১৯; জবুর ৭২:১০, ১৫; ইশা ৬০:৬; ইয়ার ৬:২০; ইহি ২৭:২২; ৩৮:১৩; যোয়েল ৩:৮।

৯:৮ তাঁর সিংহাসনে। সাবার রাণীর সোলায়মান বাদশাহ্‌র কাছে আগমনের যে বিবরণ ১ বাদশাহ্‌নামা (১০:৯) উল্লেখ রয়েছে, এখানে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতার বিষয় উল্লেখ করা

এজন্য ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতা প্রচলিত করতে
আপনাকে তাদের উপরে বাদশাহ্‌ করেছেন।
৯ পরে তিনি বাদশাহ্‌কে এক শত বিশ তালন্ত
সোনা ও প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন
দিলেন। সাবার রাণী বাদশাহ্‌ সোলায়মানকে যে
সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন, সেই রকম সুগন্ধি দ্রব্য আর
এহুদা দেশে দেখা যায় নি।
১০ আর হূরম ও সোলায়মানের যে গোলামেরা
ওফীর থেকে সোনা নিয়ে আসত, তারা চন্দন
কাঠ ও মণিও নিয়ে আসত। ১১ সেই চন্দন কাঠ
দ্বারা বাদশাহ্‌ মাবুদের গৃহ ও রাজপ্রাসাদের জন্য
সিঁড়ি, গায়কদের জন্য বীণা এবং নেবল প্রস্তুত
করালেন। আগে এহুদা দেশে কেউ কখনও
সেরকম দেখে নি।
১২ আর বাদশাহ্‌ সোলায়মান সাবার রাণীর
বাসনানুসারে তাঁর যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য দিলেন,
তা ছাড়া তিনি তাঁর কাছে তাঁর আনা দ্রব্যের
প্রতিদানও দিলেন; পরে রাণী ও তাঁর গোলামেরা
স্বদেশে ফিরে গেলেন।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের ঐশ্বর্য

১৩ এক বছরের মধ্যে সোলায়মানের কাছে ছয়
শত ছেষট্টি তালন্ত পরিমিত সোনা আসত।
১৪ এছাড়া বণিক ও ব্যবসায়ীরাও সোনা নিয়ে
আসত; এবং আরবীয় সমস্ত বাদশাহ্‌ ও দেশের
শাসনকর্তারা সোলায়মানের কাছে সোনা ও রূপা
নিয়ে আসতেন। ১৫ তাতে বাদশাহ্‌ সোলায়মান
পিটানো সোনার দুই শত বড় ঢাল প্রস্তুত
করলেন; তার প্রত্যেক ঢালে ছয় শত শেকল
পরিমিত পিটানো সোনা ছিল। ১৬ আর তিনি
পিটানো সোনা দিয়ে তিন শত ঢাল প্রস্তুত
করলেন; তার প্রত্যেক ঢালে তিন শত শেকল
পরিমিত সোনা ছিল। পরে বাদশাহ্‌ লেবাননের
অরণ্যস্থ বাড়িতে সেগুলো রাখলেন। ১৭ আর
বাদশাহ্‌ হাতির দাঁতের একটি বড় সিংহাসন
নির্মাণ করে খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে নিলেন।
১৮ ঐ সিংহাসনে ছয়টি সিঁড়ি, আর সোনার একটি
পাদপীঠ সিংহাসনের সঙ্গে লাগানো ছিল এবং
আসনের উভয় পাশে হাতা ছিল, সেই হাতার
কাছে দুই সিংহমূর্তি দণ্ডায়মান ছিল, ১৯ আর সেই
ছয়টি সিঁড়ির উপরে দুই পাশে বারোটি সিংহমূর্তি
দণ্ডায়মান ছিল; এরকম সিংহাসন আর কোন
রাজ্যে প্রস্তুত হয় নি। ২০ বাদশাহ্‌ সোলায়মানের

[৯:৯] ২খান্দান ৮:১৮।
[৯:১০] ২খান্দান ৮:১৮।
[৯:১৪] ২খান্দান ১৭:১১; ইশা ২১:১৩; ইয়ার ২৫:২৪; ইহি ২৭:২১; ৩০:৫।
[৯:১৬] ২খান্দান ১২:৯।
[৯:১৭] ১বাদশা ২২:৩৯।
[৯:২২] ১বাদশা ৩:১৩; ২খান্দান ১:১২।
[৯:২৩] ১বাদশা ৪:৩৪।
[৯:২৪] ২খান্দান ৩২:২৩; জবুর ৪৫:১২; ৬৮:২৯; ৭২:১০; ইশা ১৮:৭।
[৯:২৫] ১শামু ৮:১১।
[৯:২৬] ১বাদশা ৪:২১।
[৯:২৯] ২শামু ৭:২।
[৯:৩১] ১বাদশা ২:১০।

সমস্ত পানপাত্র ছিল সোনার তৈরি ও লেবাননের
অরণ্যস্থ বাড়ির যাবতীয় পাত্র ছিল খাঁটি সোনার;
সোলায়মানের অধিকার রূপা কিছুরই মধ্যে গণ্য
ছিল না। ২১ কেননা হূরমের গোলামদের সঙ্গে
বাদশাহ্‌র কতকগুলো জাহাজ তর্শীশে যেত;
সেই তর্শীশের সমস্ত জাহাজ তিন বছরান্তে এক
বার সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, বানর ও ময়ূর
নিয়ে ফিরে আসত।
২২ এভাবে ঐশ্বর্যে ও জ্ঞানে বাদশাহ্‌
সোলায়মান দুনিয়ার সকল বাদশাহ্‌র মধ্যে প্রধান
হলেন। ২৩ আর আল্লাহ্‌ সোলায়মানের চিত্তে যে
জ্ঞান দিয়েছিলেন, তাঁর সেই জ্ঞানের উক্তি
শুনবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত বাদশাহ্‌ তাঁর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করতেন। ২৪ আর প্রত্যেকে
তাদের উপঢৌকন, রূপার পাত্র, সোনার পাত্র,
কাপড়-চোপড়, অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য, ঘোড়া ও
খচ্চর নিয়ে আসতেন; প্রতি বছর এরকম হত।
২৫ আর ঘোড়া ও রথগুলোর জন্য সোলায়মানের
চার হাজার ঘর ও বারো হাজার ঘোড়সওয়ার
ছিল; তিনি তাদেরকে রথ-নগরগুলোতে এবং
জেরুশালেমে বাদশাহ্‌র কাছে রাখতেন। ২৬ আর
তিনি ফোরাত নদী থেকে ফিলিস্তিনীদের দেশ ও
মিসরের সীমা পর্যন্ত সমস্ত বাদশাহ্‌র উপরে
রাজত্ব করতেন। ২৭ বাদশাহ্‌ জেরুশালেমে
রূপাকে পাথরের মত ও এরস কাঠকে নিম্নভূমিস্থ
সুকোমোর কাঠের মত প্রচুর করলেন। ২৮ আর
লোকেরা মিসর থেকে ও সমস্ত দেশ থেকে
সোলায়মানের জন্য ঘোড়া নিয়ে আসত।

বাদশাহ্‌ সোলায়মানের মৃত্যু

২৯ সোলায়মানের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত
নাথন নবীর কিতাবে ও শীলোনীয় অহীয়ের
ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং নবাটের পুত্র ইয়ারাবিমের
বিষয়ে ইদ্দো দর্শকের যে দর্শন, তার মধ্যে কি
লেখা নেই? ৩০ সোলায়মান জেরুশালেমে চল্লিশ
বছর যাবৎ সমস্ত ইসরাইলের উপরে রাজত্ব
করলেন। ৩১ পরে সোলায়মান তাঁর পূর্ব-
পুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন ও তাঁর পিতা
দাউদের নগরে তাঁকে দাফন করা হল এবং তাঁর
পুত্র রহবিয়াম তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

বাদশাহ্‌ রহবিয়ামের বিরুদ্ধে ইসরাইলের বিদ্রোহ

১০ ১ রহবিয়াম শিখিমে গেলেন, কেননা
তাঁকে বাদশাহ্‌ করার জন্য সমস্ত

হয়েছে। রাণী যে কথা বলেছিলেন তাতে খান্দাননামার লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইসরাইলের সিংহাসন হল আল্লাহ্‌র সিংহাসন, যাঁর পক্ষে বাদশাহ্‌ শাসন করেছেন (১৩:১৮ আয়াত দেখুন, এছাড়া ১ খান্দাননামা ১৭:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:১৬, ২০ লেবাননের অরণ্যস্থ বাড়ি। জেরুশালেমে রাজকীয় প্রাসাদ (তুলনা করুন ১ বাদশানামা ৭:২ আয়াতের উপর নোট)।

৯:২৬ ৭:৮ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৯:২৭ ১:১৫ আয়াত দেখুন।

৯:২৮ খান্দাননামার লেখক সোলায়মানের স্ত্রীদের বিষয় এবং তাঁর রাজত্বের শেষভাগে বিদ্রোহের বিষয় বাদ দিয়েছেন (১ বাদশাহ্‌। ১১:১-৪০), উভয় বিষয় সোলায়মানকে তাঁর সুনাম এবং যথার্থ ভাবমূর্তি থেকে বিচ্যুত করেছিল।

ঘোড়া ... মিসর। ১:১৬-১৭ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৯:২৯-৩১ ১ বাদশাহ্‌ ১১:৪১-৪৩ আয়াত দেখুন।

১০:১ রহবিয়াম। রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৯৩০-৯১৩।

BACIB International Bible CHURCH

ইসরাইল শিখিমে উপস্থিত হয়েছিল। [2] আর যখন নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম এই বিষয় শুনলেন, (কারণ তিনি মিসরে ছিলেন, বাদশাহ্ সোলায়মানের সম্মুখ থেকে সেখানে পালিয়ে গিয়েছিলেন), তখন যাববিয়াম মিসর থেকে ফিরে আসলেন। [3] লোকেরা দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলো; আর ইয়ারাবিম ও সমস্ত ইসরাইল রহবিয়ামের কাছে এসে এই কথা বললেন, [4] আপনার পিতা আমাদের উপর দুঃসহ যোঁয়াল চাপিয়ে দিয়েছেন, অতএব আপনার পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন গোলামীর কাজ ও ভারী যোঁয়াল চাপিয়েছেন, আপনি তা লঘু করুন; তা করলে আমরা আপনার গোলামী করবো। [5] তিনি তাদের বললেন, তিনদিন পর আবার আমার কাছে এসো; তাতে লোকেরা চলে গেল।

[6] পরে বাদশাহ্ রহবিয়াম, তাঁর পিতা সোলায়মানের জীবনকালে যে বৃদ্ধ লোকেরা তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, বললেন, আমি ঐ লোকদের কি জবাব দেব? তোমরা কি পরামর্শ দাও? [7] তাঁরা তাঁকে বললেন, যদি আপনি ঐ লোকদের উপর সদয় হয়ে ওদের প্রতি সন্তুষ্ট করেন এবং ওদেরকে ভাল কথা বলেন, তবে ওরা সব সময় আপনার সেবক হয়ে থাকবে। [8] কিন্তু তিনি ঐ বৃদ্ধদের দেওয়া মন্ত্রণা ত্যাগ করে, তাঁর বয়স্য যে যুবকেরা তাঁর সম্মুখে দাঁড়াত, তাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। [9] তিনি তাদের বললেন, ঐ লোকেরা বলছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে যে যোঁয়াল চাপিয়েছেন তা লঘু করুন; এখন আমরা ওদেরকে কি উত্তর দেব? তোমরা কি মন্ত্রণা দাও? [10] তাঁর বয়সী যুবকেরা জবাব দিল, যে লোকেরা আপনাকে বলছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে ভারী যোঁয়াল চাপিয়েছেন, আপনি আমাদের পক্ষে তা লঘু করুন, তাদেরকে এই কথা বলুন, আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুল আমার পিতার কোমর থেকেও মোটা; [11] এখন, আমার পিতা তোমাদের উপরে ভারী যোঁয়াল চাপিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের যোঁয়াল আরও ভারী করবো; আমার পিতা তোমাদেরকে কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বৃশ্চিক দ্বারা দেব। [12] পরে 'তৃতীয় দিনে আমার কাছে ফিরে এসো,' বাদশাহ্‌র উক্ত এই কথানুসারে ইয়ারাবিম এবং সমস্ত লোক তৃতীয় দিনে রহবিয়ামের কাছে উপস্থিত হলেন।

[13] আর বাদশাহ্ তাদেরকে কঠিন জবাব দিলেন; ফলে বাদশাহ্ রহবিয়াম বৃদ্ধদের পরামর্শ ত্যাগ করলেন, [14] এবং সেই যুবকদের মন্ত্রণানুযায়ী কথা তাদেরকে বললেন; তিনি বললেন, আমার পিতা তোমাদের যোঁয়াল ভারী করেছিলেন, কিন্তু আমি তা আরও ভারী করবো; আমার পিতা তোমাদেরকে কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বৃশ্চিক দ্বারা দেব। [15] এভাবে বাদশাহ্ লোকদের কথায় কান দিলেন না, কেননা শীলোনীয় অহিয়ের দ্বারা মাবুদের নবাটের পুত্র ইয়ারাবিমকে যে কথা বলেছিলেন, তা অটল রাখার জন্য আল্লাহ্ থেকে এই ঘটনা হল।

[16] যখন সমস্ত ইসরাইল দেখলো, বাদশাহ্ তাদের কথায় কান দিলেন না, তখন লোকেরা বাদশাহ্‌কে এই উত্তর দিল, দাউদে আমাদের কি অংশ? ইয়াসির পুত্রে আমাদের কোন অধিকার নেই; হে ইসরাইল, প্রত্যেকে যার যার তাঁবুতে যাও; দাউদ! এখন তুমি তোমার নিজের কুল দেখ। পরে সমস্ত ইসরাইল যার যার তাঁবুতে চলে গেল। [17] তবুও যে বনি-ইসরাইলরা এহুদার নগরগুলোতে বাস করতো, রহবিয়াম তাদের উপরে রাজত্ব করলেন। [18] পরে বাদশাহ্ রহবিয়াম তাঁর কর্মাধীন গোলামদের নেতা হদোরামকে পাঠালেন; কিন্তু ইসরাইলের লোকেরা তাকে পাথর মারল, তাতে সে ইন্তেকাল করলো। আর বাদশাহ্ রহবিয়াম জেরুশালেমে পালাবার জন্য শীঘ্র গিয়ে রথে উঠলেন। [19] এভাবে ইসরাইল দাউদকুলের বিদ্রোহী হল; আজ পর্যন্ত সেই ভাবেই রয়েছে।

এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীনের সৈন্য সমাবেশ

১১ [1] জেরুশালেমে উপস্থিত হওয়ার পর রহবিয়াম এহুদা ও বিন্-ইয়ামীনের কুল অর্থাৎ এক লক্ষ আশি হাজার মনোনীত যোদ্ধাকে ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এবং রহবিয়ামের বশে রাজ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য একত্র করলেন। [2] কিন্তু আল্লাহ্‌র লোক শমরিয়ের কাছে মাবুদের এই কালাম নাজেল হল, [3] তুমি সোলায়মানের পুত্র এহুদার বাদশাহ্

[১০:২] ২খান্দান ৯:২৯।
[১০:৩] ১খান্দান ৯:১।
[১০:৪] ২খান্দান ২:২।
[১০:৬] আইউ ৮:৮-৯; ১২:১২; ১৫:১০; ৩২:৭।
[১০:৭] মেসাল ১৫:১।
[১০:৮] মেসাল ১৩:২০।
[১০:১৫] ২খান্দান ১১:৪; ২৫:১৬-২০।
[১০:১৬] ১খান্দান ৯:১।
[১০:১৮] ২শামু ২০:২৪; ১বাদশা ৫:১৪।
[১১:১] ১বাদশা ১২:২১।
[১১:২] ১বাদশা ১২:২২; ২খান্দান ১২:৫-৭,১৫।

১০:২ ইয়ারাবিম। রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৯৩০-৯০৯। এটি খান্দাননামায় তার দ্বিতীয় উল্লেখ (৯:২৯ আয়াত দেখুন)। খান্দাননামার লেখকের মনে হয়েছে যে, পাঠকদের বাদশাহ্‌নামা ১১:২৬-৪০ আয়াত সম্পর্কে ভাল ধারণা রয়েছে।

১০-১৫ অহিয়। খান্দাননামার লেখক মনে করেন যে, পাঠকদের ১ বাদশাহ্ ১১:২৯-৩০ আয়াতের সঙ্গে সুপরিচিত রয়েছে।

১০-১৮ অদোনীরাম ... গোলামদের নেতা ছিলেন। সোলায়মানের অধীনেও একই দায়িত্ব পালন করতেন। (১ বাদশাহ্ ৪:৬ আয়াত এবং নোট দেখুন; ৫:১৪)।

১০:১৯ আজ পর্যন্ত সেই ভাবেই রয়েছে। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১-২৩ ১-৪ আয়াতের সঙ্গে ১ বাদশাহ্ ১২:২১-২৪ আয়াতের মিল রয়েছে। ৫-২৩ আয়াতে খান্দাননামার যথেষ্ট পরিমানে গুরুত্ব এনে দিয়েছে। খান্দাননামায় রহবিয়ামের বিবরণে তাৎক্ষণিক প্রতিদানের চমৎকার উদাহরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে (১ খান্দাননামা ভূমিকা দেখুন। উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু)। ১১ অধ্যায় আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি বাধ্যতার

রহবিয়াম এবং এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন নিবাসী
সমস্ত ইসরাইলকে বল, মাবুদ এই কথা বলেন,
৪ তোমরা যাত্রা করো না, তোমাদের ভাইদের
সঙ্গে যুদ্ধ করো না; প্রত্যেকে নিজস্ব বাড়িতে
ফিরে যাও, কেননা এই ঘটনা আমা থেকে হল।
অতএব তারা মাবুদের কালাম মেনে ইয়ারাবিমের
বিরুদ্ধে যাত্রা না করে ফিরে গেল।
৫ পরে রহবিয়াম জেরুশালেমে বাস করে দেশ
রক্ষার জন্য এহুদা দেশস্থ সমস্ত নগর নির্মাণ
করলেন। ৬ কারণ বেথেলহেম, ঐটম, তকোয়,
৭ বৈৎ-সুর, সোখো, অদুল্লম, ৮ গাৎ, মারেশা,
সীফ, ৯ অদোরয়িম, লাখীশ, অসেকা, ১০ সরা,
অয়ালোন ও হেবরন, ১১ এই যেসব প্রাচীরবেষ্টিত
নগর এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন দেশে আছে, তিনি
এসব নির্মাণ করলেন। আর তিনি দুর্গগুলো দৃঢ়
করে তার মধ্যে সেনাপতিদেরকে রাখলেন এবং
খাদ্য দ্রব্য, তেল ও আঙ্গুর-রসের ভাণ্ডার
করলেন। ১২ আর প্রত্যেক নগরে ঢাল ও বর্শা
রাখলেন ও সমস্ত নগর অতিশয় দৃঢ় করলেন।
আর এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন তাঁর অধীনে ছিল।

বাদশাহ্‌ রহবিয়ামের পক্ষে ইমাম ও লেবীয়রা

১৩ সমস্ত ইসরাইলের মধ্যে যে ইমাম ও
লেবীয়রা ছিল, তারা যার যার সমস্ত অঞ্চল থেকে
তাঁর কাছে উপস্থিত হল। ১৪ অর্থাৎ লেবীয়েরা
নিজ নিজ চারণ-ভূমি, ভূমি ও স্ব স্ব অধিকার
ত্যাগ করে এহুদা ও জেরুশালেমে আসল,
কেননা ইয়ারাবিম ও তাঁর পুত্ররা মাবুদের
উদ্দেশে ইমামের কাজ করতে না দিয়ে তাদেরকে
অগ্রাহ্য করেছিলেন। ১৫ আর তিনি
উচ্চস্থলীগুলোর, ছাগল-ভূতদের ও তাঁর নির্মিত
বাছুর দু'টির জন্য তিনি ইমামদের নিযুক্ত
করেছিলেন। ১৬ ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্যে
যেসব লোক ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের সন্ধানে
নিবিষ্টমনা ছিল, তারা লেবীয়দের সঙ্গে তাদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী
করতে জেরুশালেমে এল। ১৭ তারা তিন বছর
পর্যন্ত এহুদার রাজ্য দৃঢ় ও সোলায়মানের পুত্র
রহবিয়ামকে শক্তিশালী করলো; কেননা তিন
বছর পর্যন্ত তারা দাউদ ও সোলায়মানের পথে
চলেছিল।

বাদশাহ্‌ রহবিয়ামের বিয়ে

১৮ আর রহবিয়াম দাউদের পুত্র যিরীমোতের
কন্যা মহলৎকে বিয়ে করলেন; [এঁর মা]
অবীহয়িল ইয়াসিরের পৌত্রী ইলীয়াবের কন্যা।
১৯ সেই স্ত্রী তাঁর জন্য কয়েকটি পুত্র অর্থাৎ
যিশূয়, শমরিয় ও সহমকে প্রসব করলেন।
২০ তারপর তিনি অবশালোমের কন্যা মাখাকে
বিয়ে করলেন; এই স্ত্রী তাঁর জন্য অবিয়, অত্তয়,
সীষ ও শলোমীৎকে প্রসব করলেন। ২১ রহবিয়াম
তাঁর সকল পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে

[১১:৪] ২খান্দান ২৮:৮-১১।
[১১:১০] ইউসা ১০:২০; ২খান্দান ১২:৪; ১৭:২, ১৯; ২১:৩।
[১১:১৪] শুমারী ৩৫:২-৫।
[১১:১৫] ১বাদশা ১২:২৮; ২খান্দান ১৩:৮।
[১১:১৬] ২খান্দান ১৫:৯।
[১১:১৭] ২খান্দান ১২:১।
[১১:২০] ১বাদশা ১৫:২।
[১১:২১] দ্বিঃবি ১৭:১৭।

জন্য পুরস্কারের বিষয় উল্লেখ রয়েছে (১-৪ আয়াত)। রহবিয়াম সৌভাগ্য এবং ক্ষমতা উপভোগ করেছেন (৫:১২ আয়াত), জনগনের সমর্থন (১৩-১৭ আয়াত)। ১২ অধ্যায়ের রহবিয়ামের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অবাধ্যতার জন্য শাস্তি নেমে এসেছিল।

১১:২ শমরিয়। নবীদের দ্বারা শাসনের (ঐশতান্ত্রিক) অভিভাবক হিসাবে নবীদের কাজ খান্দাননামায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এহুদিয়ার অধিকাংশ বাদশাহ্‌র নবীদের কাছ থেকে পরামর্শ ও উপদেশ পাওয়ার বিষয় খান্দাননামায় উল্লেখ রয়েছে (১ খান্দাননামা ভূমিকা দেখুন। উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু)।

১১:৩ এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন নিবাসী সমস্ত ইসরাইল। ১ বাদশাহ্‌ ১২:১৩ আয়াতে বাক্যের যে ধারা দেখতে পাওয়া যায় এই আয়াতে তার ভিন্নতা রয়েছে, খান্দাননামায় যে বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে সেই অনুযায়ী দেখা যায় যে, খান্দাননামার লেখক "সমস্ত ইসরাইল" শব্দটির উপর মনোযোগ দিয়েছেন।

১১:৪ এই ঘটনা আমা থেকে হল। ১০:১৫ আয়াত দেখুন।

১১:৫-১০ এই নগরগুলোর বিষয় বাদশাহ্‌নামায় পাওয়া যায় না। রহবিয়াম পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের সীমানা দৃঢ় ও সুরক্ষিত করেছিলেন, কিন্তু উত্তর দিকে তা করেন নি, সম্ভবত তিনি আশা করেছিলেন যে, এই দিকটি তার রাজ্যের মিত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে, একইভাবে মিসরের আক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত থাকবে।

১১:১৩-১৭ খান্দাননামার লেখক ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩৩ আয়াতের সঙ্গে পাঠকদের সুপরিচিত করানোর উপর জোর দিয়েছেন। এই বিষয়টি খান্দাননামার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এবাদতখানা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে লেখকের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে এবং তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, এহুদার রাজ্য ছিল সমস্ত ইস্রাইলের অবশিষ্টাংশ।

১১:১৪ নিজ নিজ চারণ-ভূমি, ভূমি ও স্ব স্ব অধিকার। ১ খান্দান ৬:৫৪-৮০ আয়াত দেখুন; লেবীয় ২৬; ৩২-৩৪, শুমারী ৩৫:১-৫; এছাড়া ১ খান্দাননামার ভূমিকা দেখুন। উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু।

১১:১৫ তাঁর নির্মিত বাছুর দু'টির জন্য। বাদশাহ্‌নামায় কেবল মাত্র সোনার বাছুরের কথা উল্লেখ রয়েছে। ছাগল-দেবতাদের উদ্দেশ্য কোরবানী করার জন্য লেবীয় ১৭:৭ আয়াত দেখুন।

১১:১৭ দাউদ ও সোলায়মানের পথে। সোলায়মানকে আদর্শ রূপে তুলে ধরাই হল খান্দাননামার বৈশিষ্ট্য; যা ১ বাদশাহ্‌ ১১:১-১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

১১:১৮-২২ রহবিয়ামের বাধ্যতার জন্য তার উপর আল্লাহ্‌র দোয়ার বিষয়টি দেখাবার চেষ্টার অংশ হিসাবে খান্দাননামার লেখক এখানে রহবিয়ামের পরিবারের আকারের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন (১১:১-২৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এটি সমস্ত কিতাবের খান্দানের অনুক্রমের বিষয় ছিল না। কিন্তু তার রাজত্ব কালের সমস্ত ঘটনার বিবরণের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। আল্লাহ্‌র দোয়ার চিহ্ন হিসাবে খান্দাননামার লেখক এখানে রহবিয়ামের অনেক সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করেছেন (১৩:২১ আয়াত দেখুন; এছাড়া ২১:২; ১ খান্দান ২৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:২০ অবশলোমের কন্যা মাখা। ১ বাদশাহ্‌নামা ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন। সে সম্ভবত অবশালমের নাতনী ছিল, যে অবশালমের কন্যা তামরের গর্ভে জন্মেছিল (২ শামুয়েল ১৪:২৭; ১৮:১৮), যে উরীয়েলকে বিয়ে করেছিল (২

রহবিয়াম

রহবিয়াম বাদশাহ্ সোলায়মানের পুত্র, অম্মোনীয় নয়মার গর্ভজাত (১ বাদশাহ্ ১৪:২১,১৩; ১১:৪৩; ২ খান্দান ১২:১৩)। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি ৪১ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন (২ খান্দান ১৩:৭)। তিনি ছিলেন কম বয়সী ও দুর্বল চিত্তের মানুষ এবং তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল কম, আর তিনি তেমন পরিশ্রমী ছিলেন না; এ সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি শাসন কার্য চালিয়ে গেছেন। তাঁর আমলে ইসরাইল ও এহুদা প্রদেশের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ লেগে থাকতো, অর্থাৎ রহবিয়াম এবং ইয়ারাবিমের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলতো (১ বাদশাহ্ ১৪:৩০)। রহবিয়াম ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠলেও একসময় তিনি আল্লাহ্‌র শরীয়ত পরিত্যাগ করেন। তাই তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বছরে আল্লাহ্ তাঁকে শাস্তি দিতে বাদশাহ্ শীশককে পাঠান। শীশক প্রাসাদের ধন দৌলত লুট করে নিয়ে যান (১ বাদশাহ্ ১০:১৬,১৭)। রহবিয়াম মোট ১৭ বছর রাজত্ব করেন। নবী শময়িয় তাঁর দুষ্কর্ম সম্পর্কে বলেছেন, “তাঁর হৃদয় ধর্মপরায়ণ ছিল না”। বহুবিবাহ ছিল তাঁর জীবনের আরেকটি কলঙ্ক (২ খান্দান ১১:২৩)। দাউদের নাতনী মহলৎ, মাখা এবং ইয়াসির কন্যা অবীহিয়েল ছাড়াও তাঁর ১৮ জন স্ত্রী এবং ৬০ জন উপপত্নী ছিল। তিনি তাঁর প্রিয় স্ত্রীর মাখার গর্ভজাত পুত্র অবিয়কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- অবিভক্ত রাজ্যের চতুর্থ বাদশাহ্ ও শেষ বাদশাহ্, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর রাজত্ব শেষ হয়।
- তাঁর রাজ্যকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন এবং কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হন।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- জ্ঞানহীন উপদেশে কান দিয়ে নিজের রাজ্যকে দ্বিখন্ডিত করেন।
- পিতা সোলায়মানের মতই তিনি বিদেশী মেয়েদেরকে বিয়ে করে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেন।
- আল্লাহ্‌র এবাদতকে পেছনে ফেলে মূর্তিপূজার বিস্তৃতি ঘটান।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- চিন্তা-ভাবনা না করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাতে জীবনের মূল্যবান কিছুর বিনিময়ে মূল্যহীন জিনিষকে বেশী দাম দেওয়া হয়।
- আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তা প্রকৃত বা আসল যাই হোক না কেন, আমাদের সারা জীবন ধরেই এর পরিণতি বহন করতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেমে
- **কাজ:** প্রথমে সমগ্র ইসরাইল দেশের বাদশাহ্, পরবর্তীতে এহুদার বাদশাহ্
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: সোলায়মান, মাতা: নয়মা, পুত্র: অবিয়, স্ত্রী: মাখা
- **সমসাময়িক:** ইয়ারবিয়াম, শিশক, শিমিয়

মূল আয়াত: “পরে যখন রহবিয়ামের রাজ্য দৃঢ় হল এবং তিনি শক্তিমান হয়ে উঠলেন, তখন তিনি ও তাঁর সঙ্গে সমস্ত ইসরাইল মাবুদের শরীয়ত পরিত্যাগ করলেন” (২ খান্দান ১২:১)।

রহবিয়ামের কাহিনী ১ বাদশাহ্‌নামা ১১:৪৩-১৪:৩১ এবং ২ খান্দাননামা ৯:৩১-১৩:৭ আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া, মথি ১:৭ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ আছে।

অবোশালোমের কন্যা মাখাকে সবচেয়ে বেশি
মহব্বত করতেন; তিনি আঠারো পত্নী ও ষাট
উপপত্নী গ্রহণ করলেন এবং আটাশ পুত্র ও ষাট
কন্যার জন্ম দিলেন। ২২ পরে রহবিয়াম মাখার
গর্ভজাত অবিয়কে ভাইদের মধ্যে প্রধান করলেন,
কারণ তাঁকেই বাদশাহ্ করতে তাঁর মনোবাসনা
ছিল। ২৩ আর তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে
চললেন, এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন দেশের সমস্ত
প্রাচীর বেষ্টিত প্রতি নগরে তাঁর পুত্রদেরকে নিযুক্ত
ও তাদেরকে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী দিলেন এবং
[তাদের জন্য] অনেক কন্যার চেষ্টা করলেন।

বাদশাহ্ রহবিয়ামের অপরাধের জন্য শাস্তি

১২ ১ পরে যখন রহবিয়ামের রাজ্য দৃঢ় হল
এবং তিনি শক্তিমান হয়ে উঠলেন, তখন
তিনি ও তাঁর সঙ্গে সমস্ত ইসরাইল মাবুদের
শরীয়ত পরিত্যাগ করলেন। ২ আর রহবিয়াম
বাদশাহ্‌র পঞ্চম বছরে মিসরের বাদশাহ্ শীশক
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে আসলেন, কারণ লোকেরা
মাবুদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল। ৩ সেই
বাদশাহ্‌র সঙ্গে বারো শত রথ ও ছয় হাজার
ঘোড়সওয়ার ছিল; এবং মিসর থেকে তার সঙ্গে
আগত অসংখ্য লিবীয়, সুক্কীয় ও ইথিওপীয় লোক
ছিল। ৪ আর তিনি এহুদার প্রাচীর বেষ্টিত সকল
নগর অধিকার করে জেরুশালেম পর্যন্ত
আসলেন।
৫ তখন শমরিয় নবী রহবিয়ামের কাছে এবং
এহুদার যে নেতৃবর্গ শীশকের ভয়ে জেরুশালেমে
একত্র হয়েছিল তাঁদের কাছে এসে বললেন,
মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে
দিয়েছে, এজন্য আমিও তোমাদেরকে শীশকের
হাতে ছেড়ে দিলাম। ৬ তাতে ইসরাইলের নেতৃ
বর্গ ও বাদশাহ্ নিজেদের অবনত করলেন,
বললেন, মাবুদ ধর্মময়। ৭ যখন মাবুদ দেখলেন
যে, তারা নিজেদের অবনত করেছে, তখন
শমরিয়ের কাছে মাবুদের এই কালাম নাজেল
হল, তারা নিজেদের অবনত করেছে, আমি
তাদেরকে বিনষ্ট করবো না; অল্পকালের মধ্যে
তাদের উদ্ধার লাভ করতে দেব; শীশকের হাত
দিয়ে জেরুশালেমের উপরে আমার গজব পড়বে
না। ৮ কিন্তু তারা ওর গোলাম হবে, তাতে
আমার গোলাম হওয়া কি এবং অন্যদেশীয়
রাজ্যের গোলাম হওয়া কি, তা তারা বুঝতে
পারবে।
৯ মিসরের বাদশাহ্ শীশক জেরুশালেমের
বিরুদ্ধে এসে মাবুদের গৃহের ধন ও
রাজপ্রাসাদের ধন নিয়ে গেলেন; তিনি সবই
নিয়ে গেলেন; সোলায়মানের তৈরি সোনার
ঢালগুলোও নিয়ে গেলেন। ১০ পরে বাদশাহ্
রহবিয়াম তার পরিবর্তে ব্রোঞ্জের ঢাল তৈরি
করিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বারপাল পদাতিকদের
সেনাপতিদের হাতে দিলেন। ১১ বাদশাহ্ যখন
মাবুদের গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন ঐ
পদাতিকরা এসে সেসব ঢাল ধরতো, পরে
পদাতিকদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেত।
১২ রহবিয়াম নিজেকে অবনত করাতে তাঁর উপর
থেকে মাবুদের ক্রোধ নিবৃত্ত হল, সর্বনাশ হল
না। আর এহুদার মধ্যেও কারো কারো সাধুভাব
ছিল।

বাদশাহ্ রহবিয়ামের মৃত্যু

১৩ বাদশাহ্ রহবিয়াম জেরুশালেমে নিজেকে

[১১:২২] দ্বি:বি ২১:১৫-১৭। [১১:২৩] ২খান্দান ২১:৩। [১২:১] ২খান্দান ১:১। [১২:২] ১বাদশা ১৪:২২-২৪; ১খান্দান ৫:২৫। [১২:৩] পয়দা ১০:৬; ২খান্দান ১৪:৯; ১৬:৮; ইশা ১৮:২; আমোস ৯:৭; নহূম ৩:৯। [১২:৪] ২খান্দান ১১:১০। [১২:৫] দ্বি:বি ২৮:১৫। [১২:৬] হিজ ৯:২৭; উজা ৯:১৫; জবুর ১১:৭; ১১৬:৫; দানি ৯:১৪। [১২:৭] দ্বি:বি ৯:১৯; জবুর ৬৯:২৪; ইয়ার ৭:২০; ৪২:১৮; ইহি ৫:১৩। [১২:৮] দ্বি:বি ২৮:৪৮। [১২:৯] ২খান্দান ৯:১৬। [১২:১২] ১বাদশা ১৪:১৩; ২খান্দান ১৯:৩। [১২:১৩] হিজ ২০:২৪; দ্বি:বি

খান্দাননামা ১৩:২)

১১:২১-২২ কেন বড় সন্তান রহবিয়ামের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত হয়নি তার ব্যাখ্যা এই আয়াত সমূহে দেওয়া আছে।

১১:২৩ তাঁর পুত্রদেরকে নিযুক্ত ও তাদেরকে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী দিলেন। তিনি তার পুত্র অবিয়কে উত্তরাধিকার হিসাবে মনোনীত করেছিলেন এবং তার ভাইদের বিরোধিতা থেকে রক্ষার জন্য তাদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ দিয়েছিলেন। সম্ভবত দাউদ যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন– অবশালোম এবং অদোনীয় রাজত্ব ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল– সেই সম্ভবনাকে তিনি এড়িয়ে চলেছিলেন।

১২:১ সমস্ত ইসরাইল। ২ খান্দাননামায় বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। (১) উভয় রাজ্যের ক্ষেত্রে (৯:৩০), (২) উত্তর রাজ্যের ক্ষেত্রে (১০:১৬; ১১:১৩) অথবা (৩) কেবল দক্ষিণ রাজ্যের ক্ষেত্রে যেমন এখানে রয়েছে, (১১:৩)।

মাবুদের শরীয়ত ত্যাগ। মাবুদের খোঁজ ও তাঁর সেবা করার বিপরীত (১৪ আয়াত); ৫ আয়াত দেখুন; এছাড়া ২৪:১৮, ২০, ২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:২ বাদশাহ্ শীশক। মিসরের ২২টি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৯৪৫-৯২৪ পর্যন্ত শাসন করেন। কিতাবে এই আক্রমনের বিষয়টি কেবল মাত্র জেরুশালেম বিচলিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু কারনাকে (থিব্‌স্) আমুনের মন্দিরের দেওয়ালে স্বয়ং শীশকের নাম খোদাই করা নির্দেশ করছে যে, তার সৈন্যরা মাগিদ্দোর মত দূরবর্তী উত্তর এলাকা পর্যন্ত (চিত্র দেখুন) পাঁচ বছর পর্যন্ত দখলে রেখেছিল, খ্রীষ্টপূর্ব ৯২৫ অব্দে। খান্দাননামার লেখক প্রায়ই সময়ানুক্রমে বিবরণ দিয়েছেন যা বাদশাহ্‌নামাতে নেই। (উদাহরণস্বরূপ, ১১:১৭; ১৫:১০; ১৯; ১৬:১, ১২-১৩; ১৭:৭; ২১:২০; ২৪:১৫, ১৭, ২৩; ২৬:১৬; ২৭:৫, ৮; ২৯:৩; ৩৪:৩; ৩৬:২১)। এই বিবরণগুলো বাদশাহ্‌গণ এককভাবে রাজত্বকালে তাদের বাধ্যতার জন্য দোয়া এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তির বিষয়টি জোরালো ভাবে উপস্থাপন করেছে। এই ঘটনার আবর্ত রহবিয়ামের ক্ষেত্রে খুবই পরিস্কার। তিন বছর বাধ্য ছিলেন এবং দোয়া লাভ করেছিলেন (১১:১৭), মনে করা হয় যে চতুর্থ বছরে তিনি মাবুদের শরীয়ত ত্যাগ করেছিলেন (১২:১) আর এর ফলে পঞ্চম বছরে দণ্ড নেমে এসেছিল (এই আয়াত)।

১২:৩ সুক্কীয়। লিবিয়ায় জন্মগ্রহণকারী সৈন্য যারা টাকার বিনিময়ে সৈন্য হিসাবে কাজ করেছিল, যারা মিসরীয় ভাষা জানত।

১২:৫ ১-১৪ আয়াতের উপর নোট দেখুন; আয়াত ১।

১২:৬-৭ ১২ আয়াত দেখুন। খান্দাননামার লেখকের চিন্তায় আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার বিষয়টি ছিল, ৭:১৪ আয়াত।

বলবান করে রাজত্ব করলেন; ফলত রহবিয়াম
একচল্লিশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ
করলেন এবং মাবুদ তাঁর নাম স্থাপন করার জন্য
ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্য থেকে যে নগর
মনোনীত করেছিলেন, সেই জেরুশালেমে তিনি
সতের বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মায়ের নাম
নয়মা, তিনি অম্মোনীয়া।
[১৪] রহবিয়াম মাবুদের খোঁজ করার জন্য তাঁর
অন্তঃকরণ সুস্থির করেন নি বলে যা মন্দ তা-ই
করতেন। [১৫] রহবিয়ামের আদ্যোপান্ত কাজের
বৃত্তান্ত শময়িয় নবীর ও ইদ্দো দর্শকের
খান্দাননামা-কিতাবে কি লেখা নেই? রহবিয়াম ও
ইয়ারাবিমের মধ্যে নিয়ত যুদ্ধ হত। [১৬] পরে
রহবিয়াম তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন
এবং দাউদ নগরে তাঁকে দাফন করা হল, আর
তাঁর পুত্র অবিয় তাঁর পদে বাদশাহ্ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্ অবিয়

১৩ [১] বাদশাহ্ ইয়ারাবিমের অষ্টাদশ বছরে
অবিয় এহুদার উপরে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করলেন। [২] তিনি তিন বছর জেরুশালেমে
রাজত্ব করলেন; তার মায়ের নাম মীখায়া, তিনি
গিবিয়া-নিবাসী ঊরীয়েলের কন্যা।
[৩] অবিয়ের ও ইয়ারাবিমের মধ্যে যুদ্ধ হত।
অবিয় চার লক্ষ বাছাইকৃত যুদ্ধবীরের সঙ্গে যুদ্ধে
গমন করলেন এবং ইয়ারাবিম আট লক্ষ বাছাইকৃ
ত বলবান বীরের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা
করলেন। [৪] আর অবিয় পর্বতময় আফরাহীম
প্রদেশের সমারয়িম পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে
বললেন, হে ইয়ারাবিম, তুমি ও সমস্ত ইসরাইল
আমার কথা শোন। [৫] ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ
ইসরাইলের বাদশাহী-পদ চিরকালের জন্য
দাউদকে দিয়েছেন; তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে
লবণ-নিয়ম দ্বারা দিয়েছেন, এই বিয়টি জানা কি
তোমার উচিত নয়? [৬] তবুও দাউদের পুত্র
সোলায়মানের গোলাম যে নবাটের পুত্র
ইয়ারাবিম, সেই ব্যক্তি তাঁর প্রভুর বিদ্রোহী হল।
[৭] আর পাষণ্ড অসার চিত্ত লোকেরা তার পক্ষে
একত্র হয়ে সোলায়মানের পুত্র রহবিয়ামের
বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের শক্তিশালী করলো। সেই
সময় রহবিয়াম ছিল যুবক ও তাঁর অন্তর ছিল
কোমল, তাদের সম্মুখে নিজেকে বলবান করতে
পারলেন না।
[৮] আর এখন তোমরাও দাউদের সন্তানদের
অধিকৃত যে মাবুদের রাজ্য, তার প্রতিকূলে
নিজেদের বলবান করার মানস করছো; তোমরা
বড় সৈন্যবাহিনী এবং সেই দুই সোনার বাছুর
তোমাদের সহবর্তী, যা ইয়ারাবিম তোমাদের
জন্য দেবতা হিসেবে নির্মাণ করেছে। [৯] তোমরা
কি মাবুদের ইমামদেরকে– হারুনের সন্তানদের
ও লেবীয়দেরকে দূর কর নি? আর অন্যদেশীয়
জাতিদের মত তোমাদের জন্য কি ইমামদের
নিযুক্ত কর নি? একটি ষাঁড় ও সাতটি ভেড়া সঙ্গে
নিয়ে যে কেউ অভিষিক্ত হবার জন্য উপস্থিত
হয়, সে ওদের ইমাম হতে পারে, যারা আল্লাহ্
নয়। [১০] কিন্তু আমরা সেরকম নই; মাবুদই
আমাদের আল্লাহ্; আমরা তাঁকে ত্যাগ করিনি;
এবং ইমামেরা– হারুন-সন্তানেরা– মাবুদের
পরিচর্যা করছে এবং লেবীয়েরা যার যার কাজে
নিযুক্ত রয়েছে। [১১] আর তারা মাবুদের উদ্দেশে
প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাবেলা পোড়ানো-
কোরবানী দেয় ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, আর
পবিত্র টেবিলের উপরে দর্শন-রুটি সাজিয়ে রাখে
এবং প্রতি সন্ধ্যাবেলা জ্বালবার জন্য
প্রদীপগুলোর সঙ্গে সোনার প্রদীপ-আসন প্রস্তুত
করে; বস্তুত আমরা আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের
রক্ষণীয় বস্তু রক্ষা করি; কিন্তু তোমরা তাঁকে
ত্যাগ করেছ। [১২] আর দেখ, আল্লাহ্ আমাদের
সহবর্তী, তিনি আমাদের অগ্রগামী; এবং তাঁর

১২:৫।
[১২:১৫] ২খান্দান ১১:২।
[১২:১৬] ১খান্দান ৩:১০।
[১৩:২] ২খান্দান ১৫:১৬।
[১৩:৪] ইউসা ১৮:২২।
[১৩:৫] ২শামু ৭:১৩; ১খান্দান ১৭:১২।
[১৩:৬] ১বাদশা ১১:২৬।
[১৩:৭] কাজী ৯:৪।
[১৩:৮] হিজ ৩২:৪; ২খান্দান ১১:১৫।
[১৩:৯] ইয়ার ২:১১; গালা ৪:৮।
[১৩:১১] হিজ ২৯:৩৯; ২খান্দান ২:৪।
[১৩:১২] আইউ ৯:৪; মেসাল ২১:৩০; ২৯:১।

১২:১৩ সতের বছর। ১০:১ আয়াতের উপর নোট দেখুন।

১২:১৫-১৬ ১ বাদশাহ্ ১৪:২৯-৩১ আয়াত দেখুন।

১৩:২ তিন বছর। খ্রীষ্টপূর্ব ৯১৩:৯১০।

মাখা। ১১:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৩ চার লক্ষ ... আট লক্ষ। ১ খান্দান ১২:৫ আয়াতের উল্লেখিত সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর (১ খান্দান ১২:৫ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়া শুমারীর ভূমিকা দেখুন। বিশেষ সমস্যা)।

১৩:৪ সমারয়িম পাহাড়। সমারয়িম নগর ছিল বিন্‌ইয়ামীন অঞ্চলের মধ্যে (ইউসা ১৮:২২)। মনে করা হয় যে, যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল ইসরাইল এবং বিন্‌ইয়ামীন অঞ্চলের সাধারণ সীমায়। ১২:১ আয়াতের নোট দেখুন; এখানে ১৫ আয়াতে উত্তর রাজ্যের বিষয় উল্লেখ আছে।

১৩:৫। ৭:১৭-১৮; ১ খান্দান ১৭:১৩-১৪ আয়াত দেখুন।

লবণ-নিয়ম। শুমারী ১৮:১৯; ২ বাদশাহ্ ২:২০ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৩:৬ ১০-১-১৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৩:৭ উত্তর রাজ্যের সকলেই তিরস্কৃত হয় নি, কেবল নেতৃত্ব উত্তর রাজ্যের কিছু ধূর্ত লোক যারা রহবিয়ামের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

পাষণ্ড। দ্বি:বি: ১৩:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

যুবক ও তাঁর অন্তর ছিল কোমল। তুলনা করুন ১ খান্দান ২২:৫; ২৯:১। রহবিয়াম ৪১ বছর বয়সে বিরোধিতার সময়ে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন (১২:১৩)।

১৩:৮ মাবুদের রাজ্য। দাউদের গৃহ আল্লাহ্‌র রাজ্য হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে (৯:৮ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৩:৯ ১ বাদশাহ্ ১২:২৫-৩৩ আয়াত দেখুন।

নিজেদের পবিত্র করলেন। তুলনা করুন হিজরত ২৯:১।

১৩:১০-১২ খান্দাননামার লেখক বৈধ ইমামের দ্বারা গ্রহণযোগ্য এবাদত এবং এবাদতের উপর আচার অনুষ্ঠানের উপর আলোকপাত করেছেন (তুলনা করুন ১ খান্দান ২৩:২৮-৩১)।

ইমামেরা তোমাদের বিরুদ্ধে রণবাদ্য বাজাবার
জন্য রণবাদ্যের তূরীসহ আমাদের সঙ্গী। হে
বনি-ইসরাইল, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের
আল্লাহ্ মাবুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না, করলে
কৃতকার্য হবে না।
১৩ পরে ইয়ারাবিম পেছন দিক থেকে তাদের
আক্রমণ করার জন্য গোপনে এক দল সৈন্য
প্রেরণ করলেন; তাতে তাঁর সৈন্যদল এহুদার
সম্মুখে ও সেই গুপ্ত দল তাদের পিছনে ছিল।
১৪ পরে এহুদার লোকেরা মুখ ফিরালো, আর
দেখ, তাদের আগে ও পিছনে যুদ্ধ; তখন তারা
মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানাল এবং ইমামেরা
তূরী বাজাল। ১৫ পরে এহুদার লোকেরা রণনাদ
করে উঠলো; তাতে এহুদার লোকদের
রণনাদকালে আল্লাহ্ অবিয়ের ও এহুদার সম্মুখে
ইয়ারাবিমকে ও সমস্ত ইসরাইলকে আঘাত
করলেন। ১৬ তখন বনি-ইসরাইল এহুদার সম্মুখ
থেকে পালিয়ে গেল এবং আল্লাহ্ ওদেরকে
এহুদার হাতে তুলে দিলেন। ১৭ আর অবিয় ও
তাঁর লোকেরা মহাবিক্রমে ওদেরকে সংহার
করলেন; বস্তুত ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত
লোক মারা পড়লো। ১৮ এভাবে সেই সময়ে বনি-
ইসরাইল নত হল ও এহুদার লোকেরা বলবান
হল, কেননা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্
মাবুদের উপরে নির্ভর করেছিল। ১৯ পরে অবিয়
ইয়ারাবিমের পিছনে পিছনে ধাবমান হয়ে তাঁর
কয়েকটি নগর, অর্থাৎ বেথেল ও তার সমস্ত
উপনগর, যিশানা ও তার সমস্ত উপনগর এবং
ইফ্রোণ ও তার সমস্ত উপনগর অধিকার
করলেন। ২০ অবিয়ের সময়ে ইয়ারাবিম আর
বলবান হন নি; পরে মাবুদ তাঁকে আঘাত করলে
তিনি ইন্তেকাল করলেন। ২১ কিন্তু অবিয় বলবান
হয়ে উঠলেন, আর তিনি চৌদ্দ জন স্ত্রী গ্রহণ
করলেন এবং বাইশ পুত্র ও ষোল কন্যার জন্ম
দিলেন। ২২ অবিয়ের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত,
সমস্ত কাজ ও কথা ইদ্দো নবীর ইতিহাস-গ্রন্থে
লেখা আছে।

[১৩:১৩] ইউসা ৮:৯; ২খান্দান ২০:২২।
[১৩:১৪] ১খান্দান ৫:২০; ২খান্দান ১৪:১১; ১৮:৩১।
[১৩:১৫] ১খান্দান ৯:১।
[১৩:১৬] ২খান্দান ১৬:৮।
[১৩:১৮] ২খান্দান ১৪:১১; ১৬:৭; জবুর ২২:৫।
[১৪:২] ২খান্দান ২১:১২।
[১৪:৩] কাজী ২:২।
[১৪:৪] ১খান্দান ১৬:১১।
[১৪:৫] ইশা ২৭:৯; ইহি ৬:৪।
[১৪:৬] ১খান্দান ২২:৯।
[১৪:৭] ১খান্দান ২২:৯।
[১৪:৮] ১খান্দান ২১:১।

এহুদার বাদশাহ্ আসা

১৪ ১ পরে অবিয় তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রাগত হলেন; এবং দাউদ নগরে
তাঁকে দাফন করা হল। আর তাঁর পুত্র আসা
তাঁর পদে বাদশাহ্ হলেন; তাঁর সময়ে দেশ দশ
বছর সুস্থির থাকলো। ২ আসা তাঁর আল্লাহ্
মাবুদের দৃষ্টিতে যা ভাল ও ন্যায্য, তা-ই
করতেন; ৩ তিনি বিজাতীয় কোরবান-গাহ্ ও
সমস্ত উচ্চস্থলী উঠিয়ে ফেললেন, সমস্ত স্তম্ভ চূর্ণ
বিচূর্ণ করলেন ও সমস্ত আশেরা-মূর্তি ধ্বংস
করলেন; ৪ আর তিনি এহুদার লোকদেরকে
তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ মাবুদের খোঁজ এবং
তাঁর শরীয়ত ও হুকুম পালন করতে হুকুম
করলেন। ৫ আর তিনি এহুদার সমস্ত নগরের
মধ্য থেকে উচ্চস্থলী ও সমস্ত সূর্য-মূর্তি উঠিয়ে
ফেললেন; আর তাঁর সম্মুখে রাজ্য সুস্থির হল।
৬ আর তিনি এহুদা দেশে প্রাচীরবেষ্টিত
কতগুলো নগর নির্মাণ করলেন, কেননা দেশ
সুস্থির ছিল এবং কয়েক বছর পর্যন্ত কেউ তাঁর
সঙ্গে যুদ্ধ করলো না, কারণ মাবুদ তাঁকে বিশ্রাম
দিয়েছিলেন। ৭ অতএব তিনি এহুদাকে বললেন,
এসো, আমরা এসব নগর গাঁথি এবং এগুলোর
চারদিকে প্রাচীর, উচ্চগৃহ, দ্বার ও অর্গল নির্মাণ
করি; দেশ তো আজও আমাদের সম্মুখে আছে;
কেননা আমরা আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের খোঁজ
করেছি, আমরা তাঁর খোঁজ করেছি, আর তিনি
সর্বক্ষেত্রে আমাদের বিশ্রাম দিয়েছেন। এভাবে
তারা নগরগুলো গেঁথে কুশলতার সঙ্গে সমাপ্ত
করলো। ৮ আসার ঢাল ও বর্শাধারী অনেক সৈন্য
ছিল, এহুদার তিন লক্ষ ও বিন্‌ইয়ামীনের ঢাল ও
ধনুর্ধারী দুই লক্ষ আশি হাজার; তারা সকলে

১৩:২১ ১১:১৮-২২ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৪:১ তাঁর সময়ে দেশ দশ বছর সুস্থির থাকলো। ধার্মিকের শাসনের ফলে শান্তি এবং সৌভাগ্য আর উন্নতি পর্যায়ক্রমে পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে যায়। আসার রাজত্বের প্রথম দশবছর (খ্রী:পূ: ৯১০-৯০০) সেরহ আক্রমন করার জন্য অগ্রসর হলেন (১৪:৯-১৫) এবং পরবর্তী আরো ২০ বছর শান্তির বছর ছিল, আসার রাজত্বের ১৫ বছর থেকে (১৫:১০) ৩৫ বছর পর্যন্ত (১৫:১৯) শান্তি ছিল। এই বিবরণের সঙ্গে আসা এবং ইসরাইলের বাদশাহ্ বাসার সমস্ত রাজত্ব কালে তাদের মধ্যে যুদ্ধ হত, এই বিবরণটি অসংগতি পূর্ণ (১ বাদশাহ্ ১৫:১৬ আয়াত এবং নোট দেখুন)। দুই রাজ্যের মধ্যে উত্তেজনার কারণে হয়তো তার রাজ্য সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন (১৪:৭-৮), যদিও আসার রাজত্বের ছত্রিশ বছর পর্যন্ত (১৬:১) প্রধান সামরিক অভিযানের আগে প্রকৃত কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি (১৫:৪ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৪:৩ বিজাতীয় কোরবানগাহ্। ১ বাদশাহ্ ১৪:২৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

আশেরা মূর্তি। হিজ ৩৪:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৪:৫ উচ্চস্থলী ও সমস্ত সূর্য-মূর্তি উঠিয়ে ফেললেন। ১ বাদশাহ্ ১৫:১৪ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, আসা সমস্ত উচ্চস্থলী দূর করেন নি। খান্দাননামার লেখক ১৫:১৭ আয়াতে উল্লেখিত তার নিজের সাক্ষের দ্বারা এই জটিলতা দূর করেছেন, এই আয়াতের সঙ্গে ১ বাদশাহ্ ১৫:১৪ আয়াতের মিল রয়েছে। আসা তার রাজত্বের প্রথম দিকে উচ্চস্থলী সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু বিজাতীয় এবাদত অত্যন্ত স্থিতিশীল ছিল, অবশেষে তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল (১৫:১৭)। যিহোশাফটের রাজতক্বকালে উচ্চস্থলী দূর হওয়া এবং দূর না হওয়ার উভয় বিবরণ হয়েছে (১৭:৬; ২০:৩৩)। তুলনা করুন দ্বি:বি: ১২:২-৩।

১৪:৭ সর্বক্ষেত্রে আমাদের বিশ্রাম দিয়েছেন। ২০:৩০ আয়াত এবং নোট দেখুন।

বলবান বীর ছিল।

ইথিওপিয়দের পরাজয়

৯ পরে ইথিওপিয়া দেশের সেরহ দশ লক্ষ
সৈন্য ও তিন শত রথ সঙ্গে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে
বের হলেন ও মারেশা পর্যন্ত আসলেন। ১০ তাতে
আসা তার বিরুদ্ধে বের হয়ে আসলেন। ওরা
মারেশার নিকটস্থ সফাথা উপত্যকায় সৈন্য
সমাবেশ করলো। ১১ তখন আসা তাঁর আল্লাহ্
মাবুদকে ডাকলেন, বললেন, হে মাবুদ, তুমি
ছাড়া এমন আর কেউ নেই, যে বলবানের ও
বলহীনের মধ্যে সাহায্য করে; হে মাবুদ,
আমাদের আল্লাহ্, আমাদের সাহায্য কর; কেননা
আমরা তোমার উপরে নির্ভর করি এবং তোমারই
নামে এই জন-সমারোহের বিরুদ্ধে এসেছি। হে
মাবুদ, তুমি আমাদের আল্লাহ্, তোমার বিরুদ্ধে
মানুষ শক্তিশালী না হোক। ১২ তখন মাবুদ
আসার ও এহুদার সম্মুখে ইথিওপীয়দেকে আঘাত
করলেন, তাতে ইথিওপীয়রা পালিয়ে গেল।
১৩ আর আসা ও তাঁর সঙ্গী লোকেরা গরার পর্যন্ত
তাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে চললেন, তাতে
এত কূশীয় মারা পড়লো যে, আর তারা সবল
হয়ে উঠতে পারল না; কারণ মাবুদ ও তাঁর
সৈন্যদের সম্মুখে তারা অবসন্ন হয়ে পড়লো; এবং
লোকেরা প্রচুর লুটদ্রব্য নিয়ে এল। ১৪ আর তারা
গরারের চারদিকে সমস্ত নগরকে আঘাত করলো,
কেননা মাবুদের ভয় ওদের উপরে পড়েছিল; আর
তারা সেসব নগরও লুট করলো, কেননা সেসব
নগরে প্রচুর লুটদ্রব্য ছিল। ১৫ আর তারা
পশুচারকদের তাঁবুগুলোও আঘাত করলো এবং
বিস্তর ভেড়া ও উট নিয়ে জেরুশালেমে ফিরে
এল।

১৫ ১ পরে আল্লাহ্‌র রূহ্ ওদেদের পুত্র
অসরিয়ের উপরে অবতীর্ণ হল, তাতে
তিনি আসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, ২ গিয়ে
তাঁকে বললেন, হে আসা এবং হে এহুদার ও
বিন্‌ইয়ামীনের লোকেরা, তোমরা আমার কথা
শোন। তোমরা যতদিন মাবুদের সঙ্গে থাকবে
ততদিন তিনিও তোমাদের সঙ্গে থাকবেন; আর
যদি তোমরা তার খোঁজ কর তবে তিনি
তোমাদেরকে তাঁর উদ্দেশ পেতে দেবেন; কিন্তু
যদি তাঁকে ত্যাগ কর তবে তিনি তোমাদেরকে
ত্যাগ করবেন। ৩ ইসরাইল বহুকাল সত্যময়
আল্লাহ্-বিহীন, শিক্ষাদায়ক ইমামবিহীন ও
শরীয়তবিহীন ছিল; ৪ কিন্তু সঙ্কটে যখন তারা
ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদের প্রতি ফিরে এসে
তাঁর খোঁজ করলো, তখন তিনি তাদেরকে তাঁর
উদ্দেশ পেতে দিলেন। ৫ সেই সময়ে কারো জন্য
কোথাও যাওয়া-আসা করা নিরাপদ ছিল না,
কারণ দেশ-নিবাসী সবাই খুব অশান্ত অবস্থায়
ছিল। ৬ তারা চূর্ণ হত, এক জাতি অন্য জাতিকে
ও এক নগর অন্য নগরকে আঘাত করতো;
কেননা আল্লাহ্ নানা রকম সঙ্কট দ্বারা তাদেরকে
বিপদগ্রস্ত করতেন। ৭ কিন্তু তোমরা বলবান হও,
তোমাদের হাত শিথিল না হোক, কেননা
তোমাদের কাজ পুরস্কৃত হবে।
৮ যখন আসা এসব কথা, অর্থাৎ ওদেদ নবীর
ভবিষ্যদ্বাণী শুনলেন, তখন তিনি সাহস পেয়ে
এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীনের সমস্ত দেশ থেকে এবং
তিনি পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশে যেসব নগর
অধিকার করেছিলেন, সেসব নগর থেকে ঘৃণার
বস্তুগুলো দূর করলেন এবং মাবুদের বারান্দার
সম্মুখস্থ মাবুদের কোরবানগাহ্ মেরামত
করলেন। ৯ পরে তিনি সমস্ত এহুদা ও
বিন্‌ইয়ামীন এবং তাদের মধ্যে প্রবাসী আ-
ফরাহীম, মানশা ও শিমিয়োন থেকে আগত
লোকদেরকে একত্র করলেন; কেননা তাঁর
আল্লাহ্ মাবুদ তাঁর সহবর্তী আছেন দেখে,
ইসরাইল থেকে অনেক লোক এসে তাঁর পক্ষ
গ্রহণ করেছিল। ১০ আসার রাজত্বের পঞ্চদশ
বছরের তৃতীয় মাসে লোকেরা জেরুশালেমে
একত্র হল। ১১ তারা যে সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন করে
এনেছিল সেই সমস্ত থেকে সেই দিন সাত শত
গরু ও সাত হাজার ভেড়া মাবুদের উদ্দেশে
কোরবানী করলো। ১২ আর তারা এই নিয়মে
আবদ্ধ হল যে, নিজ নিজ সমস্ত অন্তঃকরণ ও
সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্

[১৪:৯] পয়দা ১০:৮-৯; ২খান্দান ১১:৮; ২৪:২৪।
[১৪:১১] ১বাদশা ৮:৪৪; ২খান্দান ১৩:১৪; ২৫:৮।
[১৪:১২] ১বাদশা ৮:৪৫।
[১৪:১৩] ২শামু ২২:৩৮; নহি ৯:২৪; জবুর ৪৪:২।
[১৪:১৪] পয়দা ৩৫:৫; দ্বি:বি ২:২৫; ১১:২৫।
[১৫:১] শুমারী ১১:২৫, ২৬।
[১৫:২] ইয়াকুব ৪:৮।
[১৫:৩] লেবীয় ১০:১১।
[১৫:৪] দ্বি:বি ৪:২৯।
[১৫:৫] কাজী ৫:৬; ১৯:২০; জাকা ৮:১০।
[১৫:৬] ইশা ১৯:২; মথি ২৪:৭; মার্ক ১৩:৮; লূক ২১:১০।
[১৫:৭] ১শামু ২৪:১৯; জবুর ১৮:২০; মেসাল ১৪:১৪।
[১৫:৮] ১বাদশা ৮:৬৪; ২খান্দান ৮:১২।
[১৫:৯] ২খান্দান ১১:১৬-১৭।
[১৫:১০] লেবীয় ২৩:১৫-২১।
[১৫:১১] ২খান্দান ১৪:১৩।
[১৫:১২] ২বাদশা ১১:১৭।

১৪:৯ সেরহ। সম্ভবত তিনি ফেরাউন অসোরকোন ১ এর অধীনস্ত মিসরীয় সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। এই সামরিক অভিযান ৩০ বছর পূর্বে মিসরের বাদশাহ্ শীশকের দ্বারা সামরিক অভিযানের উদ্যোগের অনুরূপ ছিল (১২:১-১২), কিন্তু আসার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

কূশীয়। ১২-১৩ আয়াত দেখুন। কূশীয়রা ছিল লূবীয়র প্রতিবেশী। এই অঞ্চলটির সীমানার দক্ষিণ দিকে ছিল মিসর-আধুনিক, এটিকে ইথিওপীয়ার (আবিসিনীয়া) সঙ্গে মিলিয়ে ফেলার কোন কারণ নেই। ইশা ১৮:১ আয়াতেরও নোট দেখুন।

১৪:১০ সফাতা উপতক্যা। এহুদা এবং জেরুশালেমের পাহাড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তার প্রধান প্রবেশ পথ ছিল এটি।

মারেশা। পূর্বে রহবিয়ামের দ্বারা নগরটি সুরক্ষিত করা হয়েছিল (১১:৮) যাতে এই অঞ্চলে আসার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

১৪:১৩ গরার। পয়দা। ২০:১ আয়াত এবং নোট দেখুন।

প্রচুর লুটদ্রব্য। অনেক লুঠ করা দ্রব্য ছিল যা (১৪ আয়াত) এবাদত গৃহের ধনভাণ্ডারে রাখার পথ সৃষ্টি হয়েছিল (১৫:১৮; ১ খান্দান ১৮:১-২০:৮ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৪:১৪ মাবুদের ভয়। ১ খান্দান ১৪:১৭ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৫:৩ শিক্ষাদায়ক ইমামদের কাজ কেবল কোরবানগাহে প্রতিনিধিত্ব করা নয় কিন্তু শরীয়তের শিক্ষা দেওয়াও তাদের কাজ ছিল (১৭:৭-৯ আয়াত দেখুন; লেবীয় ১০:১১; দ্বি: বি: ১৭:৯-১১)।

মাবুদের খোঁজ করবে; [১৩] ছোট বা বড়, পুরুষ বা
স্ত্রী, যে কেউ ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদের খোঁজ
না করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। [১৪] তারা
উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনিপূর্বক তূরী ও শৃঙ্গ বাজিয়ে
মাবুদের সাক্ষাতে শপথ করলো। [১৫] এই শপথে
সমস্ত এহুদা আনন্দ করলো, কেননা তারা তাদের
সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে শপথ করেছিল; এবং
সম্পূর্ণ বাসনার সঙ্গে মাবুদের খোঁজ করাতে তিনি
তাদেরকে তাঁর উদ্দেশ পেতে দিলেন; আর তিনি
সমস্ত দিক থেকেই তাদেরকে বিশ্রাম দিলেন।
[১৬] আর বাদশাহ্ আসার মা মাখা আশেরার
একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি তৈরি করেছিলেন বলে আসা
তাঁকে মাতারাণীর পদ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং
আসা তাঁর সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি কেটে চূর্ণ করলেন
ও কিদ্রোণ স্রোতের ধারে তা পুড়িয়ে দিলেন।
[১৭] কিন্তু ইসরাইলের মধ্য থেকে সমস্ত উচ্চস্থলী
দূরীকৃত হল না; তবুও আসার অন্তঃকরণ
সারাজীবন একাগ্র ছিল। [১৮] আর তিনি তাঁর
পিতার পবিত্রীকৃত ও তাঁর নিজের পবিত্রীকৃত
রূপা, সোনা ও সমস্ত পাত্র আল্লাহ্‌র গৃহে
আনলেন। [১৯] আসার রাজত্বের পঁয়ত্রিশ বছর
পর্যন্ত আর যুদ্ধ হল না।

বাদশাহ্ আসার শেষ জীবন

১৬ [১] আসার রাজত্বের ছত্রিশ বছরে
ইসরাইলের বাদশাহ্ বাশা এহুদার
বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন এবং তিনি এহুদার
বাদশাহ্ আসার কাছে কাউকেও যাতায়াত করতে
না দেবার আশায় রামা নগর নির্মাণ করলেন।
[২] তখন আসা মাবুদের গৃহের ও রাজপ্রাসাদের
ভাণ্ডার থেকে রূপা ও সোনা বের করে দামেস্ক-
নিবাসী অরামের বাদশাহ্ বিন্‌হদদের কাছে এই
বলে পাঠিয়ে দিলেন, [৩] আমার ও আপনার সঙ্গে
চুক্তি আছে, যেমন আমার পিতা ও আপনার
পিতার সঙ্গে ছিল; দেখুন, আমি আপনার কাছে
রূপা ও সোনা পাঠালাম। আপনি গিয়ে,
ইসরাইলের বাদশাহ্ বাশার সঙ্গে আপনার যে
চুক্তি আছে, তা ভঙ্গ করুন; তা হলে সে আমার
কাছ থেকে প্রস্থান করবে। [৪] তখন বিন্‌হদদ
আসা বাদশাহ্‌র কথায় কান দিলেন; তিনি
ইসরাইলের নগরগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর
সেনাপতিদেরকে প্রেরণ করলেন এবং তারা
ইয়োন, দান, আবেল-ময়িম ও নপ্তালির সমস্ত
ভাণ্ডার-নগরকে আক্রমণ করলো। [৫] তখন বাশা
এই সংবাদ পেয়ে রামা নির্মাণ থেকে নিবৃত্ত
হলেন; তাঁর কাজ থেকে ক্ষান্ত হলেন। [৬] পরে
বাদশাহ্ আসা সমস্ত এহুদাকে সঙ্গে নিলেন,
রামায় বাশা যে পাথর ও কাঠ দিয়ে গেঁথেছিলেন
তারা সেসব নিয়ে গেল। পরে আসা সেগুলো
দিয়ে সেবা ও মিস্পা নগর নির্মাণ করলেন।
[৭] সেই সময় হনানি দর্শক এহুদার বাদশাহ্
আসার কাছে এসে বললেন, আপনি আপনার
আল্লাহ্ মাবুদের উপরে নির্ভর না করে অরাম-
রাজ্যের উপরে নির্ভর করলেন, এজন্য অরাম-
রাজ্যের সৈন্য আপনার হাত এড়িয়ে গেল।
[৮] ইথিওপীয় ও লিবীয়দের কি মহা সৈন্য এবং
রথ ও ঘোড়সওয়ারের আধিক্য ছিল না? তবুও
আপনি মাবুদের উপরে নির্ভর করাতে তিনি
তাদেরকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
[৯] কেননা মাবুদের প্রতি যাদের অন্তঃকরণ
একাগ্র, তাদের পক্ষে নিজেকে বলবান দেখাবার
জন্য তাঁর চোখ দুনিয়ার সর্বত্র ভ্রমণ করে। এই
বিষয়ে আপনি অজ্ঞানের কাজ করেছেন, কেননা
এর পরে পুনঃপুনঃ আপনার বিপক্ষে যুদ্ধ
উপস্থিত হবে। [১০] তখন আসা ঐ দর্শকের প্রতি
অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কারাগারে আটক করে
রাখলেন; কেননা ঐ কথার দরুন তিনি তাঁর

[১৫:১৩] হিজ ২২:২০; দ্বি:বি ১৩:৯-১৬।
[১৫:১৫] দ্বি:বি ৪:২৯।
[১৫:১৬] ২খান্দান ১৩:২।
[১৫:১৮] ২খান্দান ১৪:১৩।
[১৬:১] ২বাদশা ৯:৯; ইয়ার ৪১:৯।
[১৬:২] ২খান্দান ১৯:১-২০:৩৭; ২২:১-৯।
[১৬:৩] ২খান্দান ২০:৩৫; ২৫:৭।
[১৬:৪] ২বাদশা ১৫:২৯।
[১৬:৬] ইয়ার ৪১:৯।
[১৬:৭] ১বাদশা ১৬:১।
[১৬:৮] পয়দা ১০:৬, ৮-৯; ২খান্দান ১২:৩।
[১৬:৯] আইউ ২৪:২৩; জবুর ৩৩:১৩-১৫; মেসাল ১৫:৩; ইয়ার ১৬:১৭; জাকা ৩:৯; ৪:১০।
[১৬:১০] ১বাদশা ২২:২৭।

১৫:১৩ মাবুদের খোঁজ না করবে। মাবুদের পথে না চলে যদি কেউ অন্য দেবতার দিক ফিরে, তবে তার প্রাণদণ্ড হবে। এই প্রাণদণ্ড হবে শরীয়তের মৌলিক নীতির ভিত্তিতে (হিজরত ২২:২০; দ্বি:বি: ১৩:৬-৯)।

১৫:১৫ বিশ্রাম। ২০:৩০ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৫:১৬ আশেরা। হিজরত ৩৪:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন; এর চিত্রও দেখুন।

কিদ্রোন স্রোত। জেরুশালেমের ঠিক উত্তরে (ইশা। ২২:৭ আয়াত এবং নোট দেখুন, আর ম্যাপ দেখুন, এছাড়া ১ বাদশাহ্ ১৫:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৫:১৭ উচ্চস্থলী দূরীভূত হলো না। ১৪:৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৬:১ আসার রাজত্বের ছত্রিশ বছরে বাশা। বাদশাহ্ হিসাবে বাশা ২৪ বছর রাজত্ব করেন। এরপর বাশার পুত্র এলা আসার রাজত্বের ২৬ বছরে রাজত্ব করতে আরম্ভ করল (১ বাদশাহ্ ১৫:৩৩; ১৬:৮), এটা স্পষ্ট যে, বাশা আসার ছত্রিশ বছর রাজত্ব পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন না, পরবর্তী কালে ঘটনাক্রমে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এখানে যে ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে কোন তারিখ নেই (১ বাদশাহ্ ১৫:১৭)। হয়তো খান্দাননামার এখানে এবং ১৫:১৯ আয়াতের তারিখ লিপি নকলকারীর ভ্রান্তির ফল ছিল। (সম্ভবত প্রকৃত তারিখ ২৫ এবং ২৬)।

১৬:২-৯ বিদেশী সৈন্য ভাড়া করে আসা বিদেশীদের সঙ্গে যুক্ত হলেন, আর এতে তিনি দেখিয়েছেন যে আল্লাহ্‌র প্রতি তার নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। অপর নিন্দনীয় উদাহরণ হল, যিহোশাফটের রাজত্বকালে তিনি বিদেশীদের সঙ্গে (২০:৩৫-৩৭), অহসিয়ের (২২:১-৯) এবং আহসের (২৮:১৬-২১) চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। উত্তর থেকে বিন্‌হদদকে ভাড়া করার ফলে, আসা দুটি সম্মুখ-যুদ্ধের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন, বাশার জন্য যুদ্ধ এবং প্রত্যাহার করার জন্য তাকে বল প্রয়োগ করা।

১৬:৩ চুক্তি ... আমার পিতা ও আপনার পিতা। ১ বাদশাহ্ ১৫:১৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৬:৯ মাবুদের চোখ দুনিয়ার সর্বত্র ভ্রমন করে। এছাড়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে জাকারিয়া ৪:১০ আয়াত।

আসা

আসা নামের অর্থ, চিকিৎসক বা ডাক্তার। অবিয়ার পুত্র এবং রহবিয়ামের নাতি, বাদশাহ্ সোলায়মানের বংশের তৃতীয় বাদশাহ্। তিনি সত্যিকারভাবে মাবুদের সেবা করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি দেশ থেকে পূর্বপুরুষদের নির্মিত মূর্তিগুলো আংশিকভাবে দূর করেন (১ বাদশাহ্ ১৫:৮-১৪)। কূশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব আর তাই তাঁর যে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রয়োজন তা স্বীকার করেছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্যে জয় লাভ করলে পর, আল্লাহ্ তাঁর কাছে শান্তির প্রতিজ্ঞা করেন এবং এই শান্তি বজায় থাকবে যদি তিনি ও তাঁর লোকেরা আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়ে জীবন-যাপন করেন। মাবুদ তাঁকে ও তাঁর দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধি দিয়েছিলেন। কিন্তু আসা এক সময় বেশ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। ইসরাইলের বাদশাহ্ বাশার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ লেগেই থাকত এবং বাশা যে দুর্গ নির্মাণ করছিলেন তাতে এহুদার শান্তি ও নিরাপত্তা প্রচণ্ড হুমকির মুখে পড়ে। এই সময় তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্যের খোঁজ না করে অরামের বাদশাহ্ বিন্‌হদদকে ঘুষ প্রদান করেন যেন তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্ বাশার সঙ্গে যে মৈত্রিচুক্তি আছে তা রদ করেন। যদিও তাঁর এই কাজ খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল কিন্তু তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী হয় নি। নবী হনানিয় এসব কথা বললে পর তিনি তাঁকে জেলে বন্দি করেন ও নবীদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। তিনি নিজেকে সংশোধন করেন নি ও নিজের ভুল দেখতে পান নি। তাঁর এই গর্ব ও অহংকারই তাঁর পতন ডেকে নিয়ে আসে। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে, বৃদ্ধকালে চরম রোগ যন্ত্রণায় তিনি মাবুদের কাছে সাহায্য না চেয়ে চিকিৎসকদের সাহায্য চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্বের একচল্লিশ বছরের সময়ে মারা যান, জনগণ তাঁকে মহা সম্মানের সাথে দাফন করেছিল (২ খান্দান ১৬:১-১৩) এবং তাঁর পদে তাঁর পুত্র যিহোশাফট বাদশাহ্ হন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:
- তাঁর রাজত্বের প্রথম ১০ বছর আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়ে জীবন-যাপন করেছিলেন।
- মূর্তি পূজার প্রচলন তিনি আংশিকভাবে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছিলেন।
- মূর্তিপূজক মাকে তিনি পদচ্যুত করেছিলেন।
- কূশীয় শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:
- তাঁর গুনাহ্ যখন তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি খুবই কঠোরভাবে তার উত্তর দিয়েছিলেন।
- বিদেশী ও দুষ্ট লোকদের সঙ্গে তিনি মৈত্রী চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:
- আল্লাহ্ শুধুমাত্র যা কিছু ভাল তা শক্তিশালীই করে তোলেন না কিন্তু যা কিছু মন্দ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান।
- আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও তাঁর শাসন মান্য করলে জীবনে ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে আসে।
- পরিকল্পনা কত ভাল তা বড় বিষয় নয়, সেই পরিকল্পনায় আল্লাহ্‌র সায় আছে কিনা বা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে হয়েছে কি না সেটিই বড় কথা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **কাজ:** এহুদার বাদশাহ্
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: অবিয়, মাতা: মাখা, পুত্র: যিহোশাফট
- **সমসাময়িক:** হনানি, বিন্‌হদদ, সরায়, অসরিয়, বাশা

মূল আয়াত: "কেননা মাবুদের প্রতি যাদের অন্তঃকরণ একাগ্র, তাদের পক্ষে নিজেকে বলবান দেখাবার জন্য তাঁর চোখ দুনিয়ার সর্বত্র ভ্রমণ করে। এই বিষয়ে আপনি অজ্ঞানের কাজ করেছেন, কেননা এর পরে পুনঃপুনঃ আপনার বিপক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হবে" (২ খান্দান ১৬:৯)।

আসার কাহিনী ১ বাদশাহনামা ১৫:৮-২৪ এবং ২ খান্দাননামা ১৪-১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া, তাঁর কথা ইয়ারমিয় ৪১:৯; মথি ১:৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আর ঐ সময়ে আসা
লোকদের মধ্যেও কতকগুলো লোকের প্রতি
দৌরাত্ম করলেন।

বাদশাহ্ আসার রোগ ও মৃত্যু

১১ আর দেখ, আসার আদ্যোপান্ত কাজের
বৃত্তান্ত এহুদা ও ইসরাইলের বাদশাহ্দের ইতিহাস
পুস্তকে লেখা আছে। ১২ আসার রাজত্বের
ঊনচল্লিশ বছরে তাঁর পায়ে রোগ হল; তাঁর রোগ
অতি বিষম হল; তবুও রোগের সময়েও তিনি
মাবুদের খোঁজ না করে বৈদ্যদেরই খোঁজ
করলেন। ১৩ পরে আসা তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রাগত হলেন, তাঁর রাজত্বের একচল্লিশ বছরে
ইন্তেকাল করলেন। ১৪ আর তিনি দাউদ-নগরে
নিজের জন্য যে কবর খনন করেছিলেন, তার
মধ্যে লোকেরা তাঁকে দাফন করলো এবং
গন্ধবণিকের প্রক্রিয়াতে প্রস্তুত নানা রকম সুগন্ধি
দ্রব্যে পরিপূর্ণ বিছানায় তাঁকে শয়ন করাল, আর
তাঁর সম্মানে একটি বড় আগুন জ্বালাল।

এহুদার বাদশাহ্ যিহোশাফট

১৭ ১ পরে তাঁর পুত্র যিহোশাফট তাঁর পদে
বাদশাহ্ হলেন এবং ইসরাইলের
বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করলেন। ২ তিনি এহুদার
সকল প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে সৈন্য রাখলেন এবং
এহুদা দেশে ও তাঁর পিতা আসা আফরাহীমের
যেসব নগর অধিকার করেছিলেন, সেসব নগরেও
সৈন্যদল স্থাপন করলেন। ৩ আর মাবুদ
যিহোশাফটের সহবর্তী ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর
পূর্বপুরুষ দাউদের প্রথম আচরণ-পথে চলতেন,
বাল দেবতাদের খোঁজ করতেন না; ৪ কিন্তু তাঁর
পৈতৃক আল্লাহ্‌র খোঁজ করতেন ও তাঁর সকল
হুকুম অনুসারে চলতেন, ইসরাইলের কর্মানুযায়ী
কাজ করতেন না। ৫ অতএব মাবুদ তাঁর হাতে
রাজ্য দৃঢ় করলেন; আর সমস্ত এহুদা
যিহোশাফটের কাছে উপঢৌকন আনলো এবং
তাঁর ধন ও প্রতাপ অতিশয় বৃদ্ধি পেল। ৬ আর
মাবুদের পথে তাঁর অন্তঃকরণ উন্নত হল; আবার
তিনি এহুদার মধ্য থেকে উচ্চস্থলী ও সমস্ত
আশেরা-মূর্তি দূর করলেন।
৭ পরে তিনি তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বছরে
এহুদার সকল নগরে উপদেশ দেবার জন্য তাঁর
কয়েকজন কর্মকর্তা অর্থাৎ বিন্-হয়িল, ওবদিয়,
জাকারিয়া, নথনেল ও মীখায়কে প্রেরণ
করলেন। ৮ আর তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন
লেবীয়কে অর্থাৎ শময়িয়, নথনিয়, সবদিয়,
অসাহেল, শমীরামোৎ, যিহোনাথন, অদোনিয়,
টোবিয় ও টোব্‌অদোনীয়, এসব লেবীয়কে এবং
তাঁদের সঙ্গে ইলীশামা ও যিহোরাম, এই দুই
ইমামকেও পাঠালেন। ৯ তাঁরা মাবুদের শরীয়ত-
কিতাব সঙ্গে নিয়ে এহুদা দেশে উপদেশ দিতে
লাগলেন; তাঁরা এহুদার সমস্ত নগরে গিয়ে
লোকদেরকে উপদেশ দিলেন।
১০ আর এহুদার চারদিকের সকল রাজ্যে
মাবুদ থেকে এমন ভয় উপস্থিত হল, যে তারা
যিহোশাফটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলো না।
১১ আর ফিলিস্তিনীদেরও কেউ কেউ
যিহোশাফটের কাছে করস্বরূপ উপঢৌকন ও
রূপা আনলো এবং আরবীয়েরা তাঁর কাছে
পশুপাল, সাত হাজার সাত শত ভেড়া ও সাত
হাজার সাত শত ছাগল আনলো। ১২ এভাবে
যিহোশাফট অতিশয় মহান হয়ে উঠলেন এবং
এহুদা দেশে অনেক দুর্গ ও ভাণ্ডার-নগর নির্মাণ
করলেন। ১৩ আর এহুদার নগরগুলোর মধ্যে
তাঁর অনেক কাজ ছিল এবং জেরুশালেমে তাঁর
বলবান বীর যোদ্ধারা থাকতো। ১৪ তাদের
পিতৃকুল অনুসারে তাদের সংখ্যা এই; এহুদার
সহস্রপতিদের মধ্যে অদ্‌ন সেনাপতি ছিলেন,

[১৬:১২] ২খান্দান ২১:১৮; ২৬:১৯; জবুর ১০৩:৩।
[১৬:১৪] পয়দা ৫০:৫।
[১৭:১] ১বাদশা ২:১২।
[১৭:২] ২খান্দান ১১:১০।
[১৭:৩] ১বাদশা ২২:৪৩।
[১৭:৪] ২খান্দান ২২:৯।
[১৭:৫] ১শামু ১০:২৭।
[১৭:৬] ১বাদশা ১৫:১৪; ২খান্দান ১৯:৩; ২০:৩৩।
[১৭:৭] লেবীয় ১০:১১; দ্বি:বি ৬:৪-৯; ২খান্দান ১৯:৪-১১; ৩৫:৩; নহি ৮:৭; মালা ২:৭।
[১৭:৮] ২খান্দান ১৯:৮; নহি ৮:৭-৮; হোশেয় ৪:৬।
[১৭:৯] দ্বি:বি ২৮:৬১।
[১৭:১০] পয়দা ৩৫:৫; দ্বি:বি ২:২৫।
[১৭:১১] ২খান্দান ৯:১৪।
[১৭:১৪] ২শামু ২৪:২।

১৬:১১ এহুদা ও ইসরাইলের বাদশাহ্দের ইতিহাস পুস্তক। ১ খান্দানের ভূমিকা দেখুন। লেখক, তারিখ ও উৎস সমূহ।

১৬:১২ তাঁর পায়ে রোগ হল। গুনাহের শাস্তিস্বরূপ রোগের অপর উদাহরণ দেখুন, ২১:১৬-২০-২০; ২৬:১৬-২৩; তুলনা করুন ২ বাদশাহ্ ১৫:৫। তিনি আল্লহর কাছ থেকে সাহায্য যাঞ্ছা করেন নি, কিন্তু কেবল চিকিৎসকের সাহায্য নিয়েছিলেন। বাদশাহ্ হিষ্কিয় এর বিপরীত ছিলেন (ইশাইয়া ৩৮) তুলনা ইয়ার ১৭:৫-৮।

১৭:২ আফরাহীমের যেসব নগর। ১৫:৮ আয়াত এবং নোট দেখুন। অবিয় (১৩:১৯), আসা, (১৫:৮) এবং তখন যিহোশাফট এই সব নগরে তার আধিপত্য বিস্তার করলেন; অমৎসিয়ের অধীনে নগরগুলো চলে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছিল (২৫:১৭-২৪)।

১৭:৬ উচ্চস্থলী দূর করলেন। ঠিক যেভাবে তার পিতা উচ্চস্থলীসমূহ দূর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু ইসরাইলের মধ্য থেকে সমস্ত উচ্চস্থলী দূর হয় নি, লোকেরা কোরবানী করতো ও ধূপ জ্বালাত (২০:৩৩; তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ২২:৪৩)। কিন্তু ১ বাদশাহ্ ৩:২; ১৫-১৪ আয়াত এবং নোট দেখুন।

অশেরা মূর্তি। ১৪:৩ এবং হিজরত ৩৪:১৩ আয়াত দেখুন।

১৭:৭-৯ এই ঘটনাটি হয়তো ১৯:৪-১১ আয়াতে উল্লেখিত আরো বিশদ বিবরণ দেওয়া ঘটনার অংশ। আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত লোকদের দ্বারা শাসিত রাজ্যে (ঐশতন্ত্র) মনে করা হয় সমস্ত রাজ্যে মাবুদের শরীয়ত কিতাবের শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ইমাম ও নবীরা ছিলেন মাবুদের রাজকীয় কার্যে তার লোকদের প্রতিনিধিস্বরূপ।

১৭:৭ তৃতীয় বছর। সম্ভবত এক বছর এক বছর একক ভাবে শাসন করার পরের তিন বছর।

১৭:৯ মাবুদের শরীয়ত-কিতাব। ৩৪:১৪-১৫; ইউসা ৮:৩১, ৩৪; ২৩:৬ আয়াত দেখুন; এছাড়া ইউসা ১:৮; ২ বাদশাহ্ ২২:৮; শুমারী ৮:১ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৭:১০-১১ ১ খান্দান ১৮:১-২০:৮ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৭:১০ মাবুদের ভয়। ১ খান্দান ১৪:১৭ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৭:১৪-১৮ ৩০০,০০০ ... ২০০০,০০০ ... ১৮০,০০০। এই সংখ্যাগুলোর জন্য ১ খান্দান ১২:২৩-৩৭; ২৭:১ আয়াত এবং

তাঁর সঙ্গে তিন লক্ষ বলবান বীর ছিল। ১৫ তাঁর
পরে যিহোহানন সেনাপতি, তাঁর সঙ্গে দুই লক্ষ
আশি হাজার লোক ছিল। ১৬ তাঁর পরে সিখ্রির
পুত্র অমসিয়; সেই ব্যক্তি নিজেকে মাবুদের
উদ্দেশে স্বেচ্ছায় নিয়োজিত করেছিলেন; তাঁর
সঙ্গে দুই লক্ষ বলবান বীর ছিল। ১৭ আর
বিন্‌ইয়ামীনের মধ্যে বলবান বীর ইলিয়াদা, তাঁর
সঙ্গে দুই লক্ষ তীরন্দাজ ও ঢালী ছিল। ১৮ তাঁর
পরে ছিল যিহোষাবদ; তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য
সজ্জিত এক লক্ষ আশি হাজার লোক ছিল। এঁরা
বাদশাহ্‌র পরিচর্যা করতেন। ১৯ এঁদের ছাড়া
বাদশাহ্ এহুদার সর্বত্র প্রাচীরবেষ্টিত নগরে
কর্মচারী রাখতেন।

বাদশাহ্ আহাবের বিরুদ্ধে হযরত মিখায়ের ভবিষ্যদ্বাণী

১৮ ১ যিহোশাফট অতিশয় ঐশ্বর্যবান ও
প্রতাপান্বিত হলেন, আর তিনি
আহাবের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলেন। ২ কয়েক বছর
পরে তিনি সামেরিয়াতে আহাবের কাছে গেলেন,
আর আহাব তাঁর জন্য ও তাঁর সঙ্গী লোকদের
জন্য ও অনেক ভেড়া ও বলদ জবেহ্ করলেন
এবং রামোৎ-গিলিয়দ আক্রমণ করতে যাবার
জন্য তাঁকে প্ররোচিত করলেন। ৩ আর
ইসরাইলের বাদশাহ্ আহাব এহুদার বাদশাহ্
যিহোশাফটকে বললেন, আপনি কি রামোৎ-
গিলিয়দে আমার সঙ্গে যাবেন? তিনি উত্তর
করলেন, আমিও আপনি এবং আমার লোক ও
আপনার লোক সকলেই এক, আমরা যুদ্ধে
আপনার সঙ্গী হবো।
৪ পরে যিহোশাফট ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে
বললেন, আরজ করি, আজ মাবুদের কালামের
খোঁজ করুন। ৫ তাতে ইসরাইলের বাদশাহ্
চারশোজন নবীকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করলেন,
আমরা রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধযাত্রা করবো, না
আমি ক্ষান্ত হব? তখন তারা বললো যাত্রা করুন,
আল্লাহ্ তা বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দেবেন। ৬ কিন্তু
যিহোশাফট বললেন, এদের ছাড়া মাবুদের এমন
কোন নবী কি এই স্থানে নেই যে, আমরা তাঁরই
কাছে খোঁজ করতে পারি? ৭ ইসরাইলের বাদশাহ্
যিহোশাফটকে বললেন, আমরা যার দ্বারা
মাবুদের কাছে খোঁজ করতে পারি, এমন আর
এক জন আছে, কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি,
কেননা আমার উদ্দেশে সে কখনই মঙ্গলের নয়,
সব সময়ই কেবল অমঙ্গলের উদ্দেশ্যে কথা
বলে; সেই ব্যক্তি ইম্লের পুত্র মীখায়। যিহোশাফট
বললেন, বাদশাহ্, এমন কথা বলবেন না।
৮ তখন ইসরাইলের বাদশাহ্ এক জন
কর্মচারীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, ইম্লের পুত্র
মীখায়কে শীঘ্র নিয়ে এসো। ৯ সেই সময়ে
ইসরাইলের বাদশাহ্ ও এহুদার বাদশাহ্
যিহোশাফট যার যার রাজপোশাক পরে নিজ
নিজ সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁরা সামেরিয়ার
প্রবেশ-দ্বারের স্থানের খোলা জায়গায় বসেছিলেন
এবং তাঁদের সম্মুখে নবীরা সকলে ভবিষ্যদ্বাণী
প্রচার করছিল। ১০ আর কেনানার পুত্র সিদিকিয়
লোহার দু'টি শিং তৈরি করে বললো, মাবুদ এই
কথা বলেন, 'এর দ্বারা আপনি অরামের বিনাশ
সাধন পর্যন্ত গুঁতাবেন।' ১১ আর নবীরা সকলেই
সেরকম ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করলো, বললো
আপনি রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করুন, কৃতকার্য
হোন, কেননা মাবুদ তা বাদশাহ্‌র হাতে তুলে
দেবেন।
১২ আর যে দূত মীখায়কে ডাকতে গিয়েছিল,
সে তাঁকে বললো দেখুন, নবীদের সমস্ত কথা
এক মুখে বাদশাহ্‌র পক্ষে মঙ্গল সূচনা করে;
অতএব আরজ করি, আপনার কথা ওদের কোন
একজনের কথার অনুরূপ হোক, আপনি
মঙ্গলসূচক কথা বলুন। ১৩ মীখায় বললেন,
জীবন্ত মাবুদের কসম, আমার আল্লাহ্ যা বলেন,
আমি মাত্র তা-ই বলবো।
১৪ পরে তিনি বাদশাহ্‌র কাছে আসলে
বাদশাহ্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মীখায়, আমরা
রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধ করতে যাব, না আমি ক্ষান্ত
হব? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা

[১৭:১৬] কাজী ৫:৯।
[১৭:১৭] শুমারী ১:৩৬।
[১৭:১৯] ২খান্দান ১১:১০।
[১৮:১] ২খান্দান ১৭:৫।
[১৮:১১] ২খান্দান ২২:৫।
[১৮:১৩] শুমারী ২২:১৮, ২০, ৩৫।

নোট দেখুন।

১৮:১ ১ বাদশাহ্ ২২ অধ্যায়ে এই অংশটি পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের কারণে যিহোশফটের ঐশ্বর্য্য লাভের দোয়া লাভের বিষয়টি উল্লেখ করার দ্বারা এই আয়াত প্রকাশ করেছে যে, যিহোশাফটের প্রতিষ্ঠা অতিশয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু পরে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলার কারণে নবীর দ্বারা তিনি তিরস্কার হয়েছিলেন (১৯:২-৩)। তিনি বিবাহেরে দ্বারা আহাবের সঙ্গে কুটুম্বিতা করেছিলেন। তিনি আহাবের কন্যাকে বিবাহ করে আহাবের সঙ্গে তার মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। আর এই মিত্রতার পরিণামস্বরূপ পরবর্তী সময় দাউদের বংশকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল (২২:১০-২৩:২১)।

১৮:২ আহাব যিহোশাফট ও তার সঙ্গী লোকজনদের সম্মানে বহু সংখ্যক পশু জবাই করার মধ্য দিয়ে খান্দাননামার লেখক পূনর্বার যিহোশাফটের প্রতিষ্ঠা লাভের বিষয়টি উল্লেখ করেন। এই বিবরণটি ১ বাদশাহ্ ২২ অধ্যায়ে পাওয়া যায় না। **তাকে প্ররোচিত করা**। এই অংশটিও একই ঘটনার বিবরণে উল্লেখ নেই। হিব্রু ভাষায় এই ক্রিয়াপদটি প্রায়ই মন্দ কাজে প্ররোচিত করার অর্থকে প্রকাশ করেছে (উদাহরণস্বরূপ ১ খান্দান ২১:১) এবং খান্দাননামার মনোভাব যিহোশাফটের সম্পৃক্ততার দিক প্রকাশ পেয়েছে।

রামোৎ-গিলিয়দ। ২২:৫; ১ বাদশাহ্ ২২:৩ আয়াত এবং নোট দেখুন। এছাড়াও মানচিত্রও দেখুন।

১৮:৪ মাবুদের কালামের খোঁজ করুন। এই অনুরোধ খান্দাননামার লেখকের যিহোশাফটের সর্বাঙ্গীন ইতিবাচক চিত্রের জন্য উপযুক্ত।

১৮:১০ অরাম। ১ খান্দান ১৮:৫; দ্বি:বি: ২৬:৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

যাত্রা করুন, কৃতকার্য হোন; সেখানকার লোকেরা
আপনাদের হাতে অর্পিত হবে। ১৫ বাদশাহ্ তাঁকে
বললেন, তুমি মাবুদের নামে আমাকে সত্যি ছাড়া
আর কিছুই বলবে না, আমি কতবার তোমাকে
এই শপথ করাব? ১৬ তখন তিনি বললেন, আমি
সমস্ত ইসরাইলকে অরক্ষক ভেড়ার পালের মত
পর্বতগুলোর উপরে ছিন্নভিন্ন দেখলাম এবং মাবুদ
বললেন, ওদের স্বামী নেই; ওরা প্রত্যেকে
সহিসালামতে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাক।
১৭ তখন ইসরাইলের বাদশাহ্ যিহোশাফটকে
বললেন, আমি কি আগেই আপনাকে বলি নি যে,
এই ব্যক্তি আমার উদ্দেশে মঙ্গলের নয়, কেবল
অমঙ্গলের কথা বলে থাকে?
১৮ আর মীখায় বললেন, এজন্য আপনারা
মাবুদের কালাম শুনুন; আমি দেখলাম, মাবুদ
তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁর ডানে ও বামে
বেহেশতের সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান। ১৯ পরে
মাবুদ বললেন, ইসরাইলের বাদশাহ্ আহাব যেন
যাত্রা করে রামোৎ-গিলিয়দে মারা পড়ে, এজন্য
কে তাকে প্ররোচিত করবে? তাতে কেউ এক
কথা, কেউ বা অন্য কথা বললো। ২০ শেষে
একটি রূহ্ গিয়ে মাবুদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো
আমি তাকে প্ররোচিত করবো। ২১ মাবুদ বললেন,
কিসে? সে বললো আমি গিয়ে তার সমস্ত নবীর
মুখে মিথ্যাবাদী রূহ্ হবো। তখন তিনি বললেন,
তুমি তাকে প্ররোচিত করবে, কৃতকার্যও হবে;
যাও সেরকম কর। ২২ অতএব দেখুন, মাবুদ
আপনার এ সব নবীর মুখে মিথ্যাবাদী রূহ্
দিয়েছেন; আর মাবুদ আপনার বিষয়ে অমঙ্গলের
কথা বলেছেন।
২৩ তখন কেনানার পুত্র সিদিকিয় কাছে এসে
মীখায়ের গালে চপেটাঘাত করে বললো মাবুদের
রূহ্ তোর সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমার কাছ
থেকে কোন্ পথে গিয়েছিলেন? ২৪ আর মীখায়
বললেন, দেখ যেদিন তুমি লুকাবার জন্য একটি
ভিতরের কুঠরীতে যাবে, সেদিন তা জানবে।
২৫ পরে ইসরাইলের বাদশাহ্ বললেন, মীখায়কে
ধরে পুনরায় নগরাধ্যক্ষ আমোন ও রাজপুত্র
যোয়াশের কাছে নিয়ে যাও। ২৬ আর বল,
বাদশাহ্ এই কথা বলেন, একে কারাগারে আটক
করে রাখ এবং যে পর্যন্ত আমি সহিসালামতে
ফিরে না আসি, সেই পর্যন্ত একে আহার করার
জন্য অল্প খাদ্য ও অল্প পানি দাও। ২৭ মীখায়
বললেন, যদি আপনি কোনমতে সহিসালামতে
ফিরে আসেন, তবে মাবুদ আমার দ্বারা কথা
বলেন নি। আর তিনি বললেন, হে জাতিরা,
তোমরা সকলে শোন।

রামোৎ-গিলিয়দে বাদশাহ্ আহাবের মৃত্যু

২৮ পরে ইসরাইলের বাদশাহ্ ও এহুদার
বাদশাহ্ যিহোশাফট রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা
করলেন। ২৯ আর ইসরাইলের বাদশাহ্
যিহোশাফটকে বললেন, আমি অন্য বেশ ধারণ
করে যুদ্ধে প্রবেশ করবো, আপনি রাজপোশাকই
পরে নিন। পরে ইসরাইলের বাদশাহ্ অন্য বেশ
ধরলে তাঁরা যুদ্ধে প্রবেশ করলেন। ৩০ অরামের
বাদশাহ্ তাঁর রথাধ্যক্ষ সেনাপতিদেরকে এই
হুকুম দিয়েছিলেন, তোমরা কেবল ইসরাইলের
বাদশাহ্ ছাড়া ক্ষুদ্র বা মহান আর কারো সঙ্গে
যুদ্ধ করো না। ৩১ পরে রথের সেনাপতিরা
যিহোশাফটকে দেখে উনিই অবশ্য ইসরাইলের
বাদশাহ্, এই কথা বলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার
জন্য ঘুরে আসলেন; তখন যিহোশাফট চেঁচিয়ে
উঠলেন, আর মাবুদ তাঁর সাহায্য করলেন এবং
আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে তাঁদেরকে যেতে প্রবৃত্তি
দিলেন। ৩২ বস্তুত রথের সেনাপতিরা যখন
দেখলেন, ইনি ইসরাইলের বাদশাহ্ নন, তখন
তাঁর পিছনে তাড়া করা বাদ দিয়ে ফিরে গেলেন।
৩৩ কিন্তু একটা লোক লক্ষ্য স্থির না করেই ধনুকে
টান দিয়ে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র উদর-ত্রাণের ও
বুকপাটার সন্ধিস্থানে বাণাঘাত করলো; তাতে
তিনি তাঁর সঙ্গীকে বললেন, হাত ফিরিয়ে
সৈন্যদলের মধ্য থেকে আমাকে নিয়ে যাও, আমি
দারুণ আঘাত পেয়েছি। ৩৪ সেদিন তুমুল যুদ্ধ
হল; আর ইসরাইলের বাদশাহ্ অরামীয়দের
সম্মুখে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত রথে নিজেকে দণ্ডায়মান
রাখলেন, কিন্তু সূর্যাস্তকালে ইন্তেকাল করলেন।

১৯

১ পরে এহুদার বাদশাহ্ যিহোশাফট
সহিসালামতে জেরুশালেমে নিজের
বাড়িতে ফিরে আসলেন। ২ আর হনানির পুত্র
যেহূ দর্শক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে
বাদশাহ্ যিহোশাফটকে বললেন, দুর্জনের
সাহায্য করা এবং মাবুদের বিদ্বেষীদেরকে
মহব্বত করা কি আপনার উপযুক্ত? এজন্য
মাবুদের গজব আপনার উপরে নেমে আসল।

[১৮:১৬] ১খান্দান ৯:১।
[১৮:১৮] দানি ৭:৯।
[১৮:২১] ১খান্দান ২১:১; আইউ ১:৬; জাকা ৩:১; ইউ ৮:৪৪।
[১৮:২২] আইউ ১২:১৬; ইহি ১৪:৯।
[১৮:২৩] প্রেরিত ২৩:২।
[১৮:২৬] ইব ১১:৩৬।
[১৮:২৯] ১শামু ২৮:৮।
[১৮:৩১] ২খান্দান ১৩:১৪।
[১৮:৩৪] ২খান্দান ২২:৫।
[১৯:২] ২খান্দান ২৪:১৮; ৩২:২৫; জবুর ৭:১১।

১৮:২২ মিথ্যাবাদী রূহ্। ১ বাদশাহ্ ২২:২৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৮:২৯ আমি অন্য বেশ ধারণ করে যুদ্ধে প্রবেশ করবো, আপনি রাজপোশাকই পরে নিন। আহাব যিহোশাফটকে রাজপোশাক পরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, এভাবে তিনি যিহোশাফটকে আক্রমনের লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। আর এর ফলে আহাব ইসরাইলকে সুসংহত করার চেষ্টা করেছিলেন।

১৯:১-৩ ১ বাদশাহ্ ২২ অধ্যায়ে পাওয়া যায় না।

১৯:২ দুর্জনের সাহায্য করা এবং মাবুদের বিদ্বেষীদেরকে মহব্বত করা কি আপনার উপযুক্ত? যেহূর পিতা হনানি এর আগে যিহোশাফটের পিতা আসাকে একইভাবে সতর্ক করেছিলেন (১৬:৭-৯) আয়াত দেখুন)। যিহোশাফট পরবর্তীকালে একই রকম গুনাহ্ করেছিলেন আর এই গুনাহের জন্য তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন (২০:৩৫-৩৭)।

BACIB International Bible CHURCH

যিহোশাফট

যিহোশাফট নামের অর্থ, *ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র বিচার*, এহুদার বাদশাহ্‌ আসার পুত্র। তিনি নিজেকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি পৌত্তলিকতা দূর করতে স্বচেষ্ট হন। তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বছরে তিনি শরীয়ত শিক্ষা দিতে ইমাম ও লেবীয়দের তাঁর রাজ্যের সমস্ত জায়গায় পাঠান। তিনি প্রচুর শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করেন, আল্লাহ্‌র রহমত সেখানকার মানুষের প্রতি অতুলনীয়ভাবে এত বেশি ছিল যে তাদের "ঝুড়ি ও গোলা পরিপূর্ণ ছিল"। তাঁর রাজত্বের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাবের সাথে হাত মেলানো, যা তাঁর জীবনে অনেক অপমান এবং তাঁর রাজ্যে বিপর্যয় ডেকে আনে (১ বাদশাহ্‌ ২২:১-৩৩)। রামোৎ-গিলিয়দের রক্তাক্ত যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসার পর যে পথে তিনি চলছিলেন তার জন্য নবী যেহূ তাঁকে নিন্দা করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে সকল পৌত্তলিকতার পথ থেকে ফিরে এসে আল্লাহ্‌র এবাদতে গভীরভাবে মগ্ন হন ও জনগণের নীতিবান শাসনকর্তা হিসেবে অবতীর্ণ হন (২ খান্দান ১৯:৪-১১)। অফিরের সাথে সমুদ্র পথে ব্যবসা করার জন্য আবারও তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌ অহসিয়ের সাথে জোট গঠন করেন। কিন্তু সিয়োন-গেবরে প্রস্তুতকৃত জাহাজগুলো শীঘ্রই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোরামের সাথে যোগ দেন। তাঁর রাজত্ব কালের শেষ স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ ২ খান্দান ২০ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। অরামীয়রা ষড়যন্ত্র করে পাশ্ববর্তী জাতিদের সমন্বয়ে বিশাল ও শক্তিশালী একটি দল নিয়ে যিহোশাফটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। চুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্যরা ঐন্‌-গদীতে তাঁবু স্থাপন করে। বাদশাহ্‌ ও তাঁর প্রজারা বিপদের সংকেত পেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাতে নিমগ্ন হন। বাদশাহ্‌ বায়তুল-মোকাদ্দসের কোরবানগাহের উপর বসে মুনাজাত করেন: "হে আমাদের আল্লাহ্‌, তুমি কি তাদের বিচার করবে না? এই যে বিরাট সৈন্যদল আমাদের আক্রমণ করতে আসছে, তাদের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি আমাদের নেই।" এই নীরবতার মাঝে যহসীয়েল নামে একজন লেবীয়কে এই কথা ঘোষণা করতে শোনা গেল: "কাল সকালে এই বিশাল বাহিনীকে ছুঁড়ে ফেলা হবে।" সেখানে তাই হয়েছিল, তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে একে অন্যকে হত্যা করে এহুদার লোকদের জন্য শুধু মৃতদেহের বিশাল স্তূপ রেখে চলে যায়; এটি তাদের জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক একটি মহা উদ্ধারের প্রতীক ছিল। এর কিছুদিন পর বাদশাহ্‌ যিহোশাফট ৬০ বছর বয়সে তাঁর রাজত্বের ২৫ বছরের সময়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র যিহোরাম তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হন (১ বাদশাহ্‌ ২২:৫০)। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, "যিহোশাফট সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে মাবুদের অন্বেষণ করতেন," (২ খান্দান ২২:৯)। এহুদা রাজ্যটি তাঁর রাজত্বকালের সময়ের মত এত সমৃদ্ধশালী আর কখনই হয়নি।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- মাবুদের পশ্চাৎধাবনকারী একজন সাহসী বাদশাহ্‌ ছিলেন।
- জাতীয়ভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দেবার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।
- তিনি অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন।
- তিনি সমস্ত রাজ্য জুড়ে একটি আইনগত কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তাঁর সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদী ফল স্বীকার করে নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।
- দেশ থেকে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।
- মৈত্রীচুক্তির মাধ্যমে দুষ্ট বাদশাহ্‌ আহাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।
- ইসরাইলের বাদশাহ্‌ অহসিয়ের সঙ্গে জাহাজ ব্যবসায় যুক্ত হয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমরা যতক্ষণ মাবুদের সঙ্গে যুক্ত থাকি ততক্ষণ পর্যন্ত মাবুদের দোয়াও আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
- মাবুদের পক্ষে আমাদের প্রাণপণ সবসময়ই জীবনে ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে আসে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **কাজ:** এহুদার বাদশাহ্‌
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: আসা, মাতা: অশূবা, পুত্র: যিহোরাম, পুত্রবধূ: অথলিয়া
- **সমসাময়িক:** আহাব, ইষেবল, মিকাহ্‌, অহসিয়, যেহূ

মূল আয়াত: "যিহোশাফট তাঁর পিতা আসার পথে চলতেন, সেই পথ থেকে ফিরতেন না, মাবুদের দৃষ্টিতে যা নায্য তা-ই করতেন। তবুও সমস্ত উচ্চস্থলী দূরীকৃত হল না এবং লোকেরা তখনও তাঁদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌র প্রতি নিজ নিজ অন্তঃকরণ সুস্থির করলো না" (২ খান্দান ২০:৩২, ৩৩)।

যিহোশাফটের কাহিনী ১ বাদশাহ্‌ ১৫:২৪-২২:৫০ এবং ২ খান্দান ১৭:১-২১:১ আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া, ২ বাদশাহ্‌ ৩:১-১৪ ও যোয়েল ৩:২, ১২ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ আছে।

৩ যা হোক, আপনার মধ্যে কিছু কিছু সাধু ভাব
পাওয়া গেছে; কেননা আপনি দেশ থেকে সমস্ত
আশেরা-মূর্তি উচ্ছিন্ন করেছেন এবং আল্লাহ্‌র
খোঁজ করার জন্য আপনার অন্তঃকরণ সুস্থির
করেছেন।

বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের সংস্কার-কাজ

৪ আর যিহোশাফট জেরুশালেমে বাস
করলেন; পরে আবার বের্‌-শেবা থেকে পর্বতময়
আফরাহীম প্রদেশ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে
যাতায়াত করে তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌
মাবুদের পক্ষে তাদেরকে ফিরিয়ে আনলেন।
৫ আর দেশের মধ্যে অর্থাৎ এহুদার প্রাচীর-বেষ্টিত
বিভিন্ন নগরে বিচারকর্তা নিযুক্ত করলেন। ৬ তিনি
বিচারকর্তাদেরকে বললেন, তোমরা যা করবে,
সাবধান হয়ে করো; কেননা তোমরা মানুষের
জন্য নয়, কিন্তু মাবুদের জন্য বিচার করবে এবং
বিচারের ব্যাপারে তিনি তোমাদের সহবর্তী।
৭ অতএব মাবুদের ভয় তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত
হোক, তোমরা সাবধান হয়ে কাজ কর, কেননা
অন্যায়, বা মুখাপেক্ষা, বা ঘুষ গ্রহণে আমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মতি নেই।
৮ আর যিহোশাফট জেরুশালেমেও মাবুদের
পক্ষে বিচার এবং ঝগড়া নিষ্পত্তি করার জন্য
লেবীয়, ইমাম ও ইসরাইলের পিতৃকুলপতিদের
কয়েকজনকে নিযুক্ত করলেন; আর তাঁরা
জেরুশালেমে ফিরে আসলেন। ৯ তিনি তাঁদেরকে
এই হুকুম দিলেন, তোমরা মাবুদের ভয়ে
বিশ্বস্তভাবে একাগ্রচিত্তে এরকম কাজ কর।
১০ রক্তপাতের বিষয়ে, শরীয়ত ও হুকুম এবং
বিধি ও অনুশাসনের বিষয়ে যে কোন বিচার যার
যার নগরে বাসকারী তোমাদের ভাইদের দ্বারা

[১৯:৩] ২খান্দান ১৮:১; ২০:৩৫; ২৫:৭।
[১৯:৫] পয়দা ৪৭:৬; হিজ ১৮:২৬।
[১৯:৬] লেবীয় ১৯:১৫।
[১৯:৭] পয়দা ১৮:২৫; আইউ ৮:৩।
[১৯:৮] ১খান্দান ২৩:৪।
[১৯:১০] দ্বি:বি ১৭:৮-১৩।
[১৯:১১] ১খান্দান ২৮:২০।
[২০:১] জবুর ৮৩:৬।
[২০:২] ১শামু ২৩:২৯; সোলায় ১:১৪।
[২০:৩] ১শামু ৭:৬; উজা ৮:২৩; নহি ১:৪; ইষ্টের ৪:১৬; ইশা ৫৮:৬; ইয়ার ৩৬:৯; দানি ৯:৩; যোয়েল ১:১৪; ২:১৫; ইউ ৩:৫, ৭।
[২০:৪] ইয়ার ৩৬:৬।

তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়, সেই বিষয়ে
তাদেরকে উপদেশ দেবে, পাছে তারা মাবুদের
বিরুদ্ধে দোষী হয়, আর তোমাদের ও তোমাদের
ভাইদের উপরে গজব নেমে আসে; এভাবে কাজ
করো, তা হলে তোমরা দোষী হবে না। ১১ আর
দেখ, মাবুদের সমস্ত বিচারের ব্যাপারে প্রধান
ইমাম অমরিয় এবং বাদশাহ্‌র সমস্ত বিচারে
এহুদা-কুলের নেতা ইসমাইলের পুত্র সবদিয়
তোমাদের উপরে নিযুক্ত আছেন; কর্মচারী
লেবীয়েরাও তোমাদের সম্মুখে আছে। তোমরা
সাহস-পূর্বক কাজ কর, আর মাবুদ সুজনের
সহবর্তী হোন।

মোয়াব ও অম্মোনের আক্রমণ

২০ ১ পরে মোয়াবীয়রা ও অম্মোনীয়রা এবং
তাদের সঙ্গে কয়েকজন মায়োনীয়
লোক যিহোশাফটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল।
২ তখন কিছু সংখ্যক লোক এসে যিহোশাফটকে
এই সংবাদ দিল, সাগরের ওপারস্থ অরাম থেকে
বিপুল সংখ্যক লোক আপনার বিরুদ্ধে আসছে;
দেখুন, তারা হৎসসোন-তামরে, অর্থাৎ ঐন্‌-
গদীতে আছে। ৩ তাতে যিহোশাফট ভয় পেয়ে
মাবুদের অন্বেষণ করতে মনস্থ করলেন এবং
এহুদার সর্বত্র রোজা ঘোষণা করিয়ে দিলেন।
৪ আর এহুদার লোকেরা মাবুদের কাছে সাহায্য
যাচ্‌ঞা করার জন্য একত্র হল; এহুদার সমস্ত
নগর থেকে লোকেরা মাবুদের খোঁজ করতে
এল।

বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের মুনাজাত ও বিজয়

৫ পরে যিহোশাফট মাবুদের গৃহে নতুন
প্রাঙ্গণের সম্মুখে এহুদা ও জেরুশালেমের
সমাজের মাঝখানে দাঁড়ালেন, ৬ আর বললেন,

১৯:৩ আশেরা মূর্তি। দেখুন এবং হিজরত ৩৪:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১৯:৪ যিহোশাফট ... আফরাহীম প্রদেশ পর্যন্ত ... যাতায়াত করে। ধর্মীয় সংস্কার সাধনের জন্য বাদশাহ্‌ তার রাজ্যে সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন।

১৯:৫ বিচারকর্তা নিযুক্ত করলেন। যিহোশাফট নামটি (অর্থ হল "মাবুদ বিচার করেন") বাদশাহ্‌র জন্য উপযুক্ত যিনি বিচারিক সংস্কার প্রতিষ্ঠা করেন। খান্দাননামার লেখক মনে করেন যে, যিহোশাফটের অধীনে আদালতের ব্যবস্থা (৫:১১ আয়াত) নির্বাসন পরবর্তী সময় একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে, যখন পূর্ণ গঠিত এবং পুনঃস্থাপিত সমাজ পূর্ব দৃষ্টান্তের দ্বারা তাদের নিজেদের অস্তিত্ব এবং কাঠামো রীতিসিদ্ধ করবে।

১৯:৬ আয়াতটি দ্বি:বি: ১৬:১৮-২০; ১৭:৮-১৩ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন।

১৯:৭ মাবুদের ভয় তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোক। আল্লাহ্‌র উপস্থিতির ভয়ের মনোভাব সমস্ত অন্যায় থেকে তোমাদের বিরত রাখুক (১ খান্দান:১৪:১৭ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

১৯:৮ ইমাম ও ইসরাইলের পিতৃকুলপতিদের কয়েকজনকে নিযুক্ত করলেন। ১ খান্দাননামা ২৬:২৯-৩২ আয়াত দেখুন। এই বিচারিক সংস্কারে নগরের প্রচীনদের দ্বারা বিচারিক কার্য নির্বাহের পরস্পরাগত প্রথা হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং ইমামগণ এর তত্ত্বাবধান করতেন।

১৯:১১ মাবুদের সমস্ত বিচারের ... বাদশাহ্‌র সমস্ত বিচারে। ধর্মীয় কাজ এবং বাদশাহ্‌র কাজের মধ্যে অমিল খান্দাননামার সময়ে নির্বাসন পরবর্তী কাঠামোতে প্রভাব ফেলেছিল। তুলনা করুন সোলায়মান এবং সাদোকের অভিষেক (১ খান্দান ২৯:২২) এবং সরুব্বাবিলের দ্বারা নির্বাসন পরবর্তী সমাজের শাসন, দাউদীয় বংশধর এবং ইউসা, মহা-ইমাম (জাকারিয়া ৪:১৪; ৬:৯-১৫)।

২০:১ মায়োনীয়। ইদোমে অবস্থিত সেয়ীর পর্বত অঞ্চলে বসবাসকারী লোক, যারা যিহোশাফটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল (২৬:৭, ১ খান্দান ৪:৪১; তুলনা করুন ২ খান্দান ২০:১০, ২২-২০)।

২০:২ ইদোম। বহু সংখ্যক অরামীয়রা উত্তর দিকে এসেছিল, কিন্তু ১ আয়াতে আক্রমণকারীদের মধ্যে এদের নামের উল্লেখ নেই। তবে হিব্রু ভাষায় "ইদোম" এবং "অরাম" কেবল একটি বর্ণ, পাড়ুলিপির অনুলিপি লিখতে গিয়ে প্রায়ই বিভ্রান্ত হতে হয়েছে।

২০:৫-১২ যিহোশাফটের মুনাজাত দেখায় যে, তিনি একজন আল্লাহভয়শীল এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভশীল একজন বাদশাহ্‌

কিতাবুল মোকাদ্দসে নির্যাতন

নির্যাতিত	নির্যাতনকারী	কেন নির্যাতন করা হয়েছিল	ফলাফল	রেফারেন্স
ইসহাক	ফিলিস্তিনীরা	আল্লাহ্‌ ইসহাককে অনেক দোয়া করছিলেন, এতে ফিলিস্তিনীরা তাঁকে হিংসা করেছিল।	ফিলিস্তিনীরা ইসহাককে দমন করতে পারেনি, তাই তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করেছিল।	পয়দা ২৬:১২-৩৩
মূসা	ইসরাইলীয়রা	ইসরাইলীয়রা পানি চেয়েছিল। তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে তারা মূসাকে পাথর মারতে চেয়েছিল।	মূসার মুনাজাতে আল্লাহ্‌ পানি সরবরাহ করেছিলেন।	হিজ ১৭:১-৭
দাউদ	তালুত এবং অন্যেরা	দাউদ একজন শক্তিশালী নেতা হচ্ছিলেন যা তালুতের বাদশাহী পদকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।	দাউদ অত্যাচার সহ্য করেছিলেন এবং বাদশাহ্‌ হয়েছিলেন।	১শামু ২০-২৭ জবুর ৩১:১৩; ৫৯:১-৪
নোবের ইমামগণ	বাদশাহ্‌ তালুত এবং দোয়েগ	বাদশাহ্‌ তালুত এবং দোয়েগ ভেবেছিল যে, ইমামেরা দাউদকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন।	৮৫ জন ইমামকে মেরে ফেলা হয়েছিল।	১শামু ২২
নবীগণ	ইষেবল	ইষেবল তার মন্দ পথগুলোর প্রতি অন্যের নাক গলানো পছন্দ করেন নি।	অনেক নবীদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল।	১বাদশা ১৮:৩,৪
ইলিয়াস	আহাব এবং ইষেবল	নবী ইলিয়াস তাদের পাপসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।	ইলিয়াসকে তাঁর প্রাণের জন্য পালাতে হয়েছিল।	১বাদশা ১৮:১০-১৯:২
মিকাহ্‌	আহাব	আহাব মনে করেছিলেন যে, মিকাহ্‌ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী পাবার বদলে সমস্যা জাগিয়ে তুলছে।	মিকাহ্‌কে জেলে দেওয়া হয়েছিল।	২খান্দান ১৮:১২-১৬
আল-ইয়াসা	ইসরাইলের একজন বাদশাহ্‌ (যোরাম)	বাদশাহ্‌ মনে করেছিলেন দুর্ভিক্ষের কারণ ছিলেন নবী আল-ইয়াসা।	আল-ইয়াসা অত্যাচারের হুমকি অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।	২বাদশা ৬:৩১
হানানি	আশা	আল্লাহ্‌র সাহায্যের চেয়ে অরামের সাহায্যকে বেশি বিশ্বাস করার জন্য দর্শক হানানি আহাবের সমালোচনা করেছিলেন।	হানানীকে জেলে দেওয়া হয়েছিল।	২খান্দান ১৬:৭-১০
জাকারিয়া	যোয়াস	আল্লাহ্‌র আদেশ অবজ্ঞা করার জন্য জাকারিয়া এহুদার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।	জাকারিয়াকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল।	২খান্দান ২৪:২০-২২
ঊরিয়	যিহোয়াকিম	যিহোয়াকিমের মন্দ পথের জন্য ঊরিয়া তার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।	ঊরিয়াকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল।	ইয়ার ২৬:২০-২৩
ইয়ারমিয়া	সিদিকিয়	জেরুশালেমের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বাদশাহ্‌ সিদিকিয় ভেবেছিলেন যে, ইয়ারমিয়ার একজন বিশ্বাসঘাতক।	ইয়ারমিয়াকে জেলে দেওয়া হয়েছিল এবং পরে কাদায় ভরা একটি কূয়ায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল।	ইয়ার ৩৭:১-৩৮:১৩
শদ্রক, মৈসক, অবেদ্‌-নগো	বখতে-নাসার	তিনজন লোক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন দেবতার কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছিলেন।	তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁদের রক্ষা করেছিলেন।	দানিয়াল ৩

কিতাবুল মোকাদ্দসে নির্যাতন

নির্যাতিত	নির্যাতনকারী	কেন নির্যাতন করা হয়েছিল	ফলাফল	রেফারেন্স
দানিয়াল	জাতীয় নেতারা	নবী দানিয়াল মুনাজাত করেছিলেন।	দানিয়ালকে সিংহের গুহায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা করেছিলেন।	দানিয়াল ৬
আইউব	ইবলিশ	ইবলিশ প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, দুঃখ-কষ্ট এবং ব্যাথার জন্য একজন লোক আল্লাহ্কে ত্যাগ করবে।	আইউব নবী আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তিনি সবকিছু ফিরে পেয়েছিলেন।	আইউব ১:৮-১২; ২:৩-৭
বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া	হেরোদ এবং হেরোদিয়া	ইয়াহিয়া বাদশা হেরোদের ব্যভিচার প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।	হযরত ইয়াহিয়ার মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল।	মথি ১৪:৩-১৩
ঈসা মসীহ্	ধর্মীয় নেতারা	ঈসা তাদের গুনাহে ভরা উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিলেন।	ঈসা মসীহ্কে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল এবং মন্দের উপর তাঁর কর্তৃত্ব দেখানোর জন্য মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন।	মার্ক ৭:১-১৬; লূক ২২:৬৩-২৪:৭
পিতর এবং ইউহোন্না	ধর্মীয় নেতারা	পিতর এবং ইউহোন্না প্রচার করেছিলেন যে, ঈসা আল্লাহ্র পুত্র এবং মুক্তির একমাত্র পথ।	তাঁদেরকে জেলে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।	প্রেরিত ৪:১-৩১
স্তিফান	ধর্মীয় নেতারা	ঈসাকে ক্রুশে দেওয়ায় তাদের যে অপরাধ হয়েছিল তা স্তিফান প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।	স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল।	প্রেরিত ৬-৭
ঈসায়ী মণ্ডলী	পৌল এবং অন্যান্যরা	ঈসায়ীরা প্রচার করেছিলেন যে ঈসা-ই মসীহ্।	ঈমানদাররা মৃত্যু, জেল, অত্যাচার, বন্দিদশা ভোগ করেছিলেন।	প্রেরিত ৮:১-৩; ৯:১-৯
ইয়াকুব	হেরোদ আগ্রিপ্পা ১	ইহুদী নেতাদেরকে খুশি করা।	ইয়াকুবকে মেরে ফেলা হয়েছিল।	প্রেরিত ১২:১,২
পিতর	হেরোদ আগ্রিপ্পা ১	ইহুদী নেতাদেরকে খুশি করা।	পিতরকে জেলে দেওয়া হয়েছিল।	প্রেরিত ১২:৩-১৭
পৌল	ইহুদীরা, শহরের কর্মকর্তারা	পৌল ঈসার বিষয়ে প্রচার করেছিলেন এবং যারা অন্যকে ঠকিয়ে টাকা-পয়সা বৃদ্ধি করছিল তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।	পৌলকে পাথর মারা হয়েছিল; জেলে দেওয়া হয়েছিল।	প্রেরিত ১৪:১৯; ১৬:১৬-২৪
তিমথি	অজানা	অজানা	তিমথিকে জেলে দেওয়া হয়েছিল।	ইবরানী ১৩:২৩
ইউহোন্না	সম্ভবত রোমীয়রা	হযরত ইউহোন্না অন্যদেরকে ঈসার বিষয়ে বলেছিলেন।	ইউহোন্নাকে বন্দি হিসেবে দূরের এক দ্বীপে পাঠানো হয়েছিল।	প্রকাশিত কালাম ১:৯

এই চার্টটি দেখায় যে অত্যাচার বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আসে এবং বিভিন্ন ভাবে আসে। কিছু কিছু সময় আল্লাহ্ আমাদের এগুলো থেকে রক্ষা করেন; কখনও কখনও করেন না। কিন্তু আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখলে আমাদের অবশ্যই অত্যাচারের আশা করতে হবে (আরও দেখুন লূক ৬:২২; ২ করি ৬:৪-১০; ২ তীম ২:৯-১২; প্রকা ২:১০)। যারা এই ধরনের অত্যাচার সহ্য করে তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে বিশেষ একটি পুরস্কার আছে (প্রকা ৬:৯-১১; ২০:৪)।

হে আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদ, তুমি
কি বেহেশতের আল্লাহ্‌ নও? তুমি কি জাতিদের
সমস্ত রাজ্যের মালিক নও? আর শক্তি ও পরাক্রম
তোমারই হাতে, তোমার বিপক্ষে দাঁড়াতে কারো
সাধ্য নেই। ৭ হে আমাদের আল্লাহ্‌, তুমিই কি
তোমার লোক ইসরাইলের সম্মুখ থেকে
দেশবাসীদের অধিকারচ্যুত কর নি? এবং তোমার
বন্ধু ইব্রাহিমের বংশকে চিরকালের জন্য কি এই
দেশ দাও নি? ৮ আর তারা এই দেশে বাস
করেছে এবং এই দেশে তোমার নামের জন্য
একটি পবিত্র স্থান নির্মাণ করে বলেছে,
৯ তলোয়ার বা বিচারসিদ্ধ দণ্ড, বা মহামারী, বা
দুর্ভিক্ষস্বরূপ অমঙ্গল যখন আমাদের প্রতি ঘটবে,
তখন আমরা এই গৃহের সম্মুখে, তোমারই সম্মুখে
দণ্ডায়মান হব কেননা এই গৃহে তোমার নাম
আছে এবং আমাদের সঙ্কটে আমরা তোমার
কাছে কান্নাকাটি করবো, তাতে তুমি তা শুনে
আমাদের নিস্তার করবে। ১০ আর এখন দেখ,
অম্মোনীয় ও মোয়াবীয়রা এবং সেয়ীর পর্বত-
নিবাসীরা– যাদের দেশে তুমি ইসরাইলকে মিসর
দেশ থেকে আসার সময়ে প্রবেশ করতে দাও নি;
কিন্তু ইসরাইল ওদের কাছ থেকে অন্য পথে
গিয়েছিল, ওদেরকে বিনষ্ট করে নি; ১১ দেখ ওরা
আমাদের কিরূপ অপকার করছে; তুমি যা
আমাদেরকে ভোগ করতে দিয়েছ, তোমার সেই
অধিকার থেকে আমাদেরকে তাড়িয়ে দিতে
আসছে। ১২ হে আমাদের আল্লাহ্‌ তুমি কি ওদের
বিচার করবে না? আমাদের বিরুদ্ধে ঐ যে বড়
দল আসছে, ওদের বিরুদ্ধে আমাদের তো নিজের
কোন সামর্থ নেই; কি করতে হবে, তাও আমরা
জানি না; আমরা কেবল তোমার দিকে চেয়ে
আছি।
১৩ এভাবে শিশু, স্ত্রীলোক ও সন্তানদের সঙ্গে
সমস্ত এহুদা মাবুদের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হল।
১৪ আর সমাজের মধ্যে যহসীয়েল নামে এক জন
লেবীয়ের উপরে মাবুদের রূহ্‌ আসলেন। তিনি
আসফ-বংশজাত মত্তনিয়ের সন্তান যিয়েলের
সন্তান বনায়ের সন্তান জাকারিয়ার পুত্র। ১৫ তখন
তিনি বললেন, হে সমগ্র এহুদা, হে জেরুশালেম-
নিবাসী সমস্ত লোক, আর হে বাদশাহ্‌
যিহোশাফট, শোন, মাবুদ তোমাদেরকে এই
কথা বলেন, তোমরা ঐ বিশাল লোক জমায়েত
দেখে ভয় কোরো না কিংবা নিরাশ হোয়ো না,
কেননা এই যুদ্ধ তোমাদের নয় কিন্তু আল্লাহ্‌র।
১৬ তোমরা আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে নেমে
যাও; দেখ, তারা সীস নামক আরোহণ-স্থান
দিয়ে আসছে; তোমরা যিরূয়েল মরুভূমির
সম্মুখে উপত্যকার অন্তভাগে তাদের পাবে।
১৭ এবার তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে না; হে
এহুদা ও জেরুশালেম, তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হও,
দাঁড়িয়ে থাক, আর তোমাদের সহবর্তী মাবুদ যে
নিস্তার করবেন, তা দেখ। তোমরা ভয় কোরো
না কিংবা নিরাশ হোয়ো না; আগামীকাল তাদের
বিরুদ্ধে যাত্রা কর; কেননা মাবুদ তোমাদের
সহবর্তী।
১৮ তখন যিহোশাফট ভূমিতে অধোমুখ হয়ে
সেজ্‌দা করলেন এবং সমস্ত এহুদা ও
জেরুশালেম-নিবাসীরা মাবুদের সম্মুখে সেজ্‌দা
পড়ে মাবুদের মাবুদের এবাদত করলো। ১৯ পরে
কহাৎ-বংশজাত ও কারুন-বংশজাত লেবীয়েরা
অতি উচ্চৈঃস্বরে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের
প্রশংসা করতে উঠে দাঁড়ালো।
২০ পরে তারা প্রত্যুষে উঠে তকোয়
মরুভূমিতে যাত্রা করলো; তাদের যাত্রাকালে
যিহোশাফট দাঁড়িয়ে বললেন, হে এহুদা, হে
জেরুশালেম-নিবাসীরা, আমার কথা শোন;
তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উপর বিশ্বাস
কর, তাতে সুস্থির হবে; তাঁর নবীদের উপর
বিশ্বাস কর, তাতে কৃতকার্য হবে। ২১ আর তিনি
লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে লোক নিযুক্ত
করলেন, যেন তারা সৈন্যশ্রেণীর অগ্রভাগে গিয়ে
মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী ও পবিত্র শোভায়
প্রশংসা করে এবং এই কথা বলে, “মাবুদের
প্রশংসা-গজল কর, কেননা তাঁর অটল মহব্বত
অনন্তকাল স্থায়ী”। ২২ যখন তারা আনন্দ গান ও
প্রশংসা করতে আরম্ভ করলো, তখন মাবুদ
এহুদার বিরুদ্ধে আগত অম্মোনীয় ও
মোয়াবীয়দের ও সেয়ীর পর্বতীয় লোকদের

[২০:৬] ২খান্দান ২৫:৮; আইউব ২৫:২; ৪১:১০; ৪২:২; ইশা ১৪:২৭; ইয়ার ৩২:২৭; ৪৯:১৯।
[২০:৭] ইশা ৪১:৮; ইয়াকুব ২:২৩।
[২০:৮] ২খান্দান ৬:২০।
[২০:৯] ২খান্দান ৬:২৮।
[২০:১০] শুমারী ২০:১৪-২১; দ্বি:বি ২:৪-৬, ৯, ১৮-১৯।
[২০:১১] জবুর ৮৩:১-১২।
[২০:১২] জবুর ২৫:১৫; ইশা ৩০:১৫; ৪৫:২২; মীখা ৭:৭।
[২০:১৪] ১খান্দান ১২:১৮।
[২০:১৫] ১শামু ১৭:৪৭; জবুর ৯১:৮।
[২০:১৭] হিজ ১৪:১৩।
[২০:১৮] পয়দা ২৪:২৬; ২খান্দান ২৯:২৯।
[২০:২০] পয়দা ৩৯:৩; মেসাল ১৬:৩।
[২০:২১] ২খান্দান ৫:১৩; জবুর ১৩৬:১।

ছিলেন, দাউদের একজন যোগ্য সন্তান এবং মসীহের অপেক্ষাকারীর নমুনা স্বরূপ।

২০:৭ তোমার বন্ধু ইব্রাহিম। ইশা ৪১:৮ আয়াত দেখুন।

২০:৯ তাতে তুমি তা শুনে আমাদের নিস্তার করবে। সোলায়মানের মুনাজাতের কথার পুনরাবৃত্তি এবং উত্তর প্রাপ্তির খোদায়ী প্রতিজ্ঞা (৬:১৪-৪২; ৭:১২-২২)।

২০:১৬ সীস নামক আরোহণ-স্থান। ঐন-গদীর সাত মাইল উত্তর থেকে শুরু হয়েছে এবং তকোয়ার দক্ষিণ দিক দিক দিয়ে তা অগ্রসর হয়েছে।

যিরূয়েল। দক্ষিণপূর্ব তকোয়া।

২০:১৯ লেবীয়েরা। ইমাম এবং লেবীয়দের বিষয়ে খান্দাননামার লেখকের মনোযোগ বিবরণের সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে (২০:১১,২১-২২,২৮)।

২০:২০ তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উপর বিশ্বাস কর, ... নবীদের উপর বিশ্বাস কর। দাউদের এই সন্তানের কাছ থেকে শোনা খান্দাননামার সমকালীন সময়ের জন্য এটি ছিল বিশেষ উপযুক্ত কথা– একই সঙ্গে যখন তাদের ভবিষ্যতের আশা মাবুদের উপর স্থাপন করেছিল এবং তাঁর নবীদের নিশ্চয়তার কথা শুনেছিল।

২০:২১ তাঁর পবিত্র শোভায় প্রশংসা। ১ খান্দান ১৬:২৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

বিরুদ্ধে লুকিয়ে থাকা সৈন্যদের নিযুক্ত করলেন;
তাতে তারা পরাজিত হল। ২৩ আর অম্মোনীয়রা
ও মোয়াবীয়রা নিঃশেষে হত্যা ও বিনাশ করার
জন্য সেয়ীর পর্বত-নিবাসীদের বিরুদ্ধে উঠলো,
আর সেয়ীর-নিবাসীদেরকে সংহার করার পর
পরস্পর এক জন অন্যের বিনাশ সাধনে সাহায্য
করলো।
২৪ তখন এহুদার লোকেরা মরুভূমিতে উঁচু
পাহারা-ঘরে উপস্থিত হয়ে লোক সমারোহের
প্রতি দৃষ্টিপাত করলো, আর দেখ, ভূমিতে
কেবলমাত্র লাশ পড়ে আছে, কেউই পালিয়ে
বাঁচতে পারে নি। ২৫ তখন যিহোশাফট ও তাঁর
লোকেরা তাদের লুট করতে গিয়ে তাদের মধ্যে
শবের সঙ্গে প্রচুর ধন-সম্পদ ও বহুমূল্য রত্ন
দেখতে পেলেন; তাঁরা নিজেদের জন্য এত ধন
সংগ্রহ করলেন যে, সমস্ত নিয়ে যেতে পারলেন
না; সেই লুণ্ঠিত বস্তু এত বেশি ছিল যে, তা নিয়ে
যেতে তাঁদের তিন দিন লাগল। ২৬ আর চতুর্থ
দিনে তাঁরা বরাখা-উপত্যকায় সমাগত হলেন;
কেননা সেই স্থানে তারা মাবুদের প্রশংসা করলো,
এই কারণ আজ পর্যন্ত সেই স্থান বরাখা
[শুকরিয়া] উপত্যকা নামে খ্যাত। ২৭ পরে এহুদা
ও জেরুশালেমের সমস্ত লোক এবং তাদের
অগ্রভাগে গমনকারী যিহোশাফট আনন্দপূর্বক
জেরুশালেমে যাবার জন্য ফিরে গেলেন, কেননা
মাবুদ তাঁদের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাঁদেরকে
বিজয়ী করেছিলেন। ২৮ আর তাঁরা নেবল, বীণা
ও তূরী বাজাতে বাজাতে জেরুশালেমে এসে
মাবুদের গৃহে গেলেন। ২৯ আর মাবুদ ইসরাইলের
দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, এই জনরব
অন্য দেশীয় সকল রাজ্যের লোকে শুনলে আল্লাহ্
থেকে ভয় তাদের উপরে নেমে এলো।
৩০ এভাবে যিহোশাফটের রাজ্য সুস্থির হল, তাঁর
আল্লাহ্ সমস্ত দিক থেকেই তাঁকে বিশ্রাম
দিলেন।

[২০:২৩] কাজী ৭:২২; ১শামু ১৪:২০; ইহি ৩৮:২১।
[২০:২৯] পয়দা ৩৫:৫; দ্বিঃবি ২:২৫।
[২০:৩০] ১খান্দান ২২:৯।
[২০:৩৩] ২খান্দান ১৭:৬।
[২০:৩৪] ১বাদশা ১৬:১।
[২০:৩৫] ২খান্দান ১৯:১-৩।
[২০:৩৭] ১বাদশা ৯:২৬।

বাদশাহ্ যিহোশাফটের রাজত্বের শেষ

৩১ যিহোশাফট এহুদার উপরে রাজত্ব করলেন;
তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ
করেন; এবং পঁচিশ বছর জেরুশালেমে রাজত্ব
করেন। তাঁর মায়ের নাম অসূবা, তিনি শিল্হির
কন্যা। ৩২ যিহোশাফট তাঁর পিতা আসার পথে
চলতেন, সেই পথ থেকে ফিরতেন না, মাবুদের
দৃষ্টিতে যা নায্য তা-ই করতেন। ৩৩ তবুও সমস্ত
উচ্চস্থলী দূরীকৃত হল না এবং লোকেরা তখনও
তাঁদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌র প্রতি নিজ নিজ
অন্তঃকরণ সুস্থির করলো না।
৩৪ যিহোশাফটের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, ইসরাইলের
বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকের অন্তর্গত হনানির
পুত্র যেহূর কিতাবে লেখা আছে।
৩৫ পরে এহুদার বাদশাহ্ যিহোশাফট
ইসরাইলের বাদশাহ্ অহসিয়ের সঙ্গে যোগ
দিলেন, সেই ব্যক্তি দুরাচারী ছিলেন; ৩৬ তিনি
তর্শীশে যাবার জাহাজ নির্মাণার্থে তাঁর সঙ্গে যোগ
দিলেন, আর তাঁরা ইৎসিয়োন-গেবরে সেই
জাহাজগুলো নির্মাণ করলেন। ৩৭ তখন মারেশা-
নিবাসী দোদাবাহূর পুত্র ইলীয়েষর যিহোশাফটের
বিরুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করলেন, আপনি
অহসিয়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, এজন্য মাবুদ
আপনার সমস্ত কাজ ভেঙে ফেললেন। আর ঐ
সমস্ত জাহাজ ভেঙ্গে গেল, তর্শীশে যেতে পারল
না।

বাদশাহ্ যিহোরামের রাজত্ব

২১ ১ পরে যিহোশাফট তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন এবং দাউদ নগরে

২০:২২ লুকিয়ে থাকা সৈন্যদের। এদের স্বভাব ২৩ আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির কারণে ইসরাইলের শত্রুরা পরস্পরকে ধ্বংস করেছিল, গিদিয়োনের অধীনে ও একইভাবে বিজয় অর্জিত হয়েছিল (কাজী ৭:২২)।

২০:২৬ আজ পর্যন্ত। ৫:৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২০:২৯ আল্লাহ্‌র ভয়। ১ খান্দান ১৪:১৭ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২০:৩০ সমস্ত দিক থেকেই বিশ্রাম। বাধ্যতার জন্য আল্লাহ্‌র দোয়া লাভের অংশ হল সমস্ত শত্রুদের থেকে বিশ্রাম, এর উল্লেখ রয়েছে (১৪:৫-৭, ১৫:১৫; ১ খান্দান ২২:৮-৯,১৮)। ধার্মিক বাদশাহ্ যুদ্ধভয়ের উপর বিজয় লাভ করে থাকে (অবীয়, আসা, যিহোশাফট উষিয়, হিষ্কিয়), যখন মন্দ শাসকদের অভিজ্ঞতা পরাজিত হয় (যিহোরাম, আহস, যোয়াশ, সিদিকিয়)।

২০:৩১ পঁচিশ বছর। বাদশাহ্‌নামা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে ২২ বছর (২ বাদশাহ্ ৩:১ আয়াতে উল্লেখ আছে ১৮ বছর এবং ৮:১৬ আয়াতে উল্লেখ আছে আরো ৪ বছর)। এই সংখ্যাগুলো মীমাংসা করা যায় তার পিতার (আসা) সঙ্গে সহরাজ্য শাসকে ইঙ্গিত করার দ্বারা, তার পিতার অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ার কারণে তিন বছরের জন্য এবং উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল (১৬:১০-১৪)। বাদশাহ্‌নামা কিতাবে তার মৃত্যুর পর কেবল মাত্র তার একক রাজত্ব করার বছর সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

২০:৩৩ উচ্চস্থলী ... দূরীকৃত হল না। ১৭:৬ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২০:৩৪ হনানির পুত্র যেহূ। ১৯:২ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২০:৩৫-৩৭ ১ বাদশাহ্ ২২:৪৮-৪৯ আয়াত দেখুন। আকাব উপসাগরের মধ্য দিয়ে সমুদ্রপথে লাভজনক ব্যবসা নিঃসন্দেহে যিহোশাফট এই অনুচিত সম্পর্কের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন (১৯:২ আয়াত এবং নোট দেখুন)। এই রকম উদ্দেশ্য সোলায়মানের প্রথম মিত্রতা করার সময় দেখা যায়। কিন্তু ইসরাইলের আসল বাদশাহ্ মাবুদ এতে সম্মত ছিল না (৮:১৭-১৮ আয়াত)।

২০:৩৫ অহসিয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৮৫৩-৮৫২ পর্যন্ত রাজত্ব করেন (১ বাদশাহ্ ২২:৫১ থেকে ২ বাদশাহ্ ১:১৮ আয়াত দেখুন। এখানে তার রাজত্ব কালের বিবরণ রয়েছে)।

তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাধিস্থ হলেন। আর
তাঁর পুত্র যিহোরাম তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।
২ যিহোশাফটের ঔরশজাত যিহোরামের কয়েক
জন ভাই ছিল, অসরিয়, যিহীয়েল, জাকারিয়া,
অসরিয়, মিকাইল ও শফটিয়, এরা সকলে
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের পুত্র। ৩ আর
তাদের পিতা তাদেরকে প্রচুর সম্পত্তি অর্থাৎ
রূপা, সোনা ও বহুমূল্য দ্রব্য এবং এহুদা দেশস্থ
প্রাচীরবেষ্টিত নগরগুলো দান করেছিলেন, কিন্তু
যিহোরাম জ্যেষ্ঠ বলে তাঁকে রাজ্য দিয়েছিলেন।
৪ যিহোরাম তাঁর পিতার রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে
নিজেকে বলবান করলেন; আর তাঁর সমস্ত ভাই
এবং ইসরাইলের কয়েক জন কর্মকর্তাদেরও
তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করলেন।
৫ যিহোরাম বত্রিশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করে জেরুশালেমে আট বছর কাল রাজত্ব
করেন। ৬ আহাবের কুল যেমন করতো, তিনিও
তেমনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের পথে চলতেন;
কারণ তিনি আহাবের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন,
ফলে মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই তিনি
করতেন। ৭ তবুও মাবুদ দাউদের সঙ্গে তাঁর কৃত
নিয়মের দরুন এবং তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে
নিয়ত একটি প্রদীপ দেবার যে ওয়াদা
করেছিলেন, সেই অনুসারে তিনি দাউদের কুল
বিনষ্ট করতে চাইলেন না।

[২১:১] ১খান্দান ৩:১১।
[২১:৩] ২খান্দান ১১:২৩।
[২১:৪] কাজী ৯:৫।
[২১:৬] ১বাদশা ১২:২৮-৩০।
[২১:৭] ২শামু ৭:১৩।
[২১:৮] ২খান্দান ২০:২২-২৩।
[২১:১০] শুমারী ৩৩:২০।
[২১:১২] ২বাদশা ১:১৬-১৭।
[২১:১৩] ১বাদশা ১৬:২৯-৩৩।

ইদোমের বিদ্রোহ

৮ তাঁর সময়ে ইদোম এহুদার অধীনতা
অস্বীকার করে নিজেদের জন্য এক জনকে
বাদশাহ্‌ করলো। ৯ অতএব যিহোরাম তাঁর
সেনাপতিদের ও সমস্ত রথ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা
করলেন; আর রাতের বেলায় তিনি উঠে যাঁরা
তাঁকে বেষ্টন করেছিল সেই ইদোমীয়দের ও
তাদের রথের সেনাপতিদেরকে আক্রমণ
করলেন। ১০ এভাবে ইদোম আজ পর্যন্ত এহুদার
অধীনতা অস্বীকার করে চলছে; আর ঐ সময়ে
লিব্‌নাও তাঁর অধীনতা অস্বীকার করলো,
কেননা যিহোরাম তাঁর পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌
মাবুদকে ত্যাগ করেছিলেন।

ইলিয়াস নবীর পত্র

১১ এছাড়া তিনি এহুদার অনেক পর্বতে
উচ্চস্থলী প্রস্তুত করলেন এবং জেরুশালেম-
নিবাসীদেরকে দিয়ে মূর্তিপূজা করালেন ও
এহুদাকে বিপথগামী করলেন। ১২ পরে তাঁর
কাছে ইলিয়াস নবীর কাছ থেকে এই কথা
সম্বলিত একখানি পত্র এল; তোমরা পিতা
দাউদের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি
তোমার পিতা যিহোশাফটের পথে ও এহুদার
বাদশাহ্‌ আসার পথে গমন কর নি; ১৩ কিন্তু
ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের পথে গমন করেছ এবং
আহাব কুলের কাজ অনুসারে এহুদা ও

২১:২ যিহোশাফটের পুত্র। খান্দাননামার লেখক যিহোশাফটের প্রতি আল্লাহ্‌র দোয়ার বিষয়টি দেখবার জন্য তিনি তার বিশাল পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে তার সাত পুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন (১১:১৮-২২, ১ খান্দান ২৫:৫ আয়াত এবং নোট দেখুন)। যিহোশাফটের বিশাল সংখ্যক পুত্রদের মধ্যে যিহোরাম ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতিতির। তিনি ছিলেন দুষ্ট প্রকৃতির। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, তিনি পিতার রাজ্যে বাদশাহ্‌ হিসাবে অধিষ্ঠিত হবার পর, নিজেকে বলবান করার জন্য তার নিজের ভাইদের হত্যা করেছিলেন (৪ আয়াত দেখুন), তবে এর মধ্যে একটি পুত্র বেঁচে ছিলেন (১৭ আয়াত দেখুন)। যিহোরামের স্ত্রী অথলিয়া, পরবর্তী সময় তিনি একইভাবে নরহত্যা করেছিলেন (২২:২০ আয়াত দেখুন)।

২১:৩ রহবিয়ামের একই রকম কাজের তুলনা করুন (১১:২৩)।

২১:৪-২০ ২ বাদশাহ্‌নামা ৮:১৬-২৪ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২১:৪ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কারণে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ বাদশাহ্‌নামায় উল্লেখ নেই। কিন্তু এটি উত্তর রাজ্যের আহাবের মত ছিল (৬ আয়াত দেখুন)। ইসরাইলের রাজপুত্ররা সম্ভবত লোকদের দক্ষিণ রাজ্যের দিকে চালিত করেছিল যারা আহাবের কন্যাকে বিবাহ করার প্রতিবাদ করেছিল। এই বিষয়ে "ইসরাইল" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ১২:১ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২১:৫ আট বছর। খ্রীষ্টপূর্ব ৮৪৮-৮৪১ অব্দ। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৮৫৩-৮৪৮ সময়ে মধ্যে যিহোরাম তার পিতা যিহোশাফটের সঙ্গে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন– যিহোশাফটের রাজত্বের ১৮ বছরের সময় যিহোরামেরও রাজত্বের দ্বিতীয় বছর চলছিল। (তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ১:১৭; ৩:১)।

২১:৬ আহাবের কন্যাকে বিবাহ। সম্ভবত ১৮:১ আয়াতে উল্লেখিত বিষয়টি বিবাহ সংক্রান্ত ছিল এবং যিহোশাফট আর আহাবের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার জন্য এই বিবাহ কার্য সম্পাদিত হয়েছিল। এই রকম রাজনৈতিক বিবাহ সাধারণ বিষয় ছিল। সোলায়মানের অনেক বিবাহ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে মজবুত করেছিল (১ বাদশাহ্‌ ১১:১ আয়াত এবং নোট দেখুন), যেমন আহব ইষেবলকে বিবাহ করেছিলেন।

২১:৮-১০ ধার্মিক যিহোশাফট ইদোমের উপর জয়লাভের জন্য আনন্দ করেছিলেন (২০:৩০) আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২১:১০ আজ পর্যন্ত। ৫:৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

লিবনা। এহুদা এবং ফিলিস্তিয়ার মাঝে অবস্থিত ছিল। কারণ যিহোরাম মাবুদকে পরিত্যাগ করেছিলেন। এই অংশটি ২ বাদশাহ্‌ ৮:২২ আয়াতে পাওয়া যায় না। তাৎক্ষণিক পরিশোধের নিদর্শনস্বরূপ খান্দাননামার লেখক এই দণ্ডের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। (১২:১-১৪ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২১:১১ মূর্তিপূজা করালেন ও এহুদাকে বিপথগামী করলেন। হিজ ৩৪:১৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২১:১২ ২ বাদশাহ্‌ ৮ অধ্যায়ে একই বিষয়ের উপর লেখায় এই অংশটি পাওয়া যায় না।

২১:১২-১৫ এই অংশটি হল ইলিয়াস নবীর কাছ থেকে আসা একটি পত্রের কথা। এই বিষয়টি কেবল খান্দাননামায় উল্লেখ রয়েছে, যার সম্পর্কে বাদশাহ্‌নামায় অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ১৭ থেকে ২ বাদশাহ্‌ ২ অধ্যায়) ইলিয়াসের পত্রে যিহোরামের অবাধ্যতার তাৎক্ষণিক পরিণতি

জেরুশালেম-নিবাসীদেরকে মূর্তিপূজা করিয়েছ;
আরও তোমা থেকে উত্তম যে তোমার
পিতৃকুলজাত ভাইয়েরা, তাদেরকে হত্যা করেছ;
১৪ এই কারণ দেখ, মাবুদ তোমার লোকদের,
তোমার সন্তানদের, তোমার স্ত্রীদের উপর
ভয়ংকর আঘাত করবেন ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি
ধ্বংস করবেন। ১৫ আর তুমি অন্ত্রগুলোর
অসুস্থতায় ভীষণ অসুস্থ হবে, শেষে এই
অসুস্থতায় তোমার অন্ত্র দিন দিন বের হয়ে
পড়বে।
১৬ পরে মাবুদ যিহোরামের বিরুদ্ধে
ফিলিস্তিনীদের মন ও ইথিওপীয়দের নিকটস্থ
আরবীয়দের মন উত্তেজিত করলেন; ১৭ এবং
তারা এহুদার বিরুদ্ধে এসে প্রাচীর ভেঙে
বাদশাহ্‌র বাড়িতে পাওয়া সকল সম্পত্তি এবং
তাঁর পুত্রদের ও তাঁর স্ত্রীদেরকে নিয়ে গেল;
কনিষ্ঠ পুত্র যিহোয়াহস ছাড়া তার একটি পুত্রও
অবশিষ্ট থাকলো না।

বাদশাহ্‌ যিহোরামের অসুস্থতা ও মৃত্যু

১৮ এসব ঘটনার পরে মাবুদ তাঁকে অন্ত্রগুলোর
দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ করলেন।
১৯ তাতে কালক্রমে, দুই বছরের শেষে, তাঁর অন্ত্র
সেই ব্যাধির কারণে বের হয়ে পড়লো, পরে তিনি
সাংঘাতিক যন্ত্রণায় ইন্তেকাল করলেন। আর তাঁর
লোকেরা তাঁর সম্মানে তাঁর পূর্বপুরুষদের রীতি
অনুযায়ী আগুন জ্বালালো না। ২০ তিনি বত্রিশ
বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং
জেরুশালেমে আট বছর রাজত্ব করেন; তিনি
ইন্তেকাল করলেন, কিন্তু কেউ শোক করলো না।
আর লোকেরা দাউদ-নগরে তাঁকে দাফন
করলো, কিন্তু বাদশাহ্‌দের কবরস্থানে দাফন
করলো না।

এহুদার বাদশাহ্‌ অহসিয়

২২ ১ পরে জেরুশালেম-নিবাসীরা তাঁর
কনিষ্ঠ পুত্র অহসিয়কে তাঁর পদে
বাদশাহ্‌ করলো, কারণ আরবীয়দের সঙ্গে
শিবিরে যে সৈন্যদল এসেছিল, তারা তাঁর সকল
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করেছিল। অতএব এহুদার
বাদশাহ্‌ যিহোরামের পুত্র অহসিয় রাজত্ব করতে
লাগলেন। ২ অহসিয় বেয়াল্লিশ বছর বয়সে
রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন; এবং জেরুশালেমে
এক বছর কাল রাজত্ব করেন; তার মায়ের নাম
অথলিয়া, ইনি অম্রির পৌত্রী। ৩ অহসিয়ের মা
তাকে অসদাচরণ করতে মন্ত্রণা দিতেন, তাই
তিনিও আহাব-কূলের পথে চলতেন। ৪ আহাব-
কুল যেমন করতো, তেমনি মাবুদের সাক্ষাতে যা
মন্দ, তিনি তা-ই করতেন; কেননা পিতার মৃত্যুর
পরে তারাই তাঁর ক্ষতিকর মন্ত্রী হল। ৫ আর
তাদেরই মন্ত্রণানুসারে তিনি চলতেন; আর তিনি
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাবের-পুত্র যিহোরামের
সহায় হয়ে রামোৎ-গিলিয়দে অরামের বাদশাহ্‌
হসায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন; তাতে
অরামীয়েরা যোরামকে ক্ষতবিক্ষত করলো।
৬ অতএব অরামের বাদশাহ্‌ হসায়েলের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করার সময়ে যিহোরাম রামাতে যেসব

[২১:১৫] শুমারী ১২:১০।
[২১:১৭] ২বাদশা ১২:১৮; ২খান্দান ২২:১; যেয়েল ৩:৫।
[২১:১৯] ২খান্দান ১৬:১৪।
[২১:২০] ২খান্দান ২৪:২৫; ২৮:২৭; ৩৩:২০।
[২২:১] ২খান্দান ৩৩:২৫; ৩৬:১।
[২২:৩] ২খান্দান ১৮:১।
[২২:৫] ২খান্দান ১৮:১১,৩৪।
[২২:৬] ১বাদশা ১৯:১৫; ২বাদশা

কি হবে সেই বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ ছিল– পুনরায় যুদ্ধে পরাজিত হবেন, এই পরাজয়ের ফলে যিহোরামের স্ত্রীদের ও সন্তানদের উপর ভয়ঙ্কর আঘাত আসবে; তার অন্ত্রগুলোর অসুস্থতায় ভীষণ অসুস্থ হবেন, যা তার মৃত্যু ডেকে আনবে (১৬:১২ আয়াত এবং নোট দেখুন)। আসার পায়ের রোগের সঙ্গেও এর তুলনা করুন (১৬:১২-১৪) এবং উষিয়ের কুষ্ঠ রোগ (২৬:১৬-২৩)। বাদশাহ্‌নামায় যিহোরামের মৃত্যুর প্রকৃত সম্পর্কে উল্লেখ করেন নি। কেউ কেউ এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এই পত্রটি প্রমাণিক নয়, কারণ তারা দাবী করেন, যিহোরাম বাদশাহ্‌ হওয়ার আগেই ইলিয়াসকে বেহেশতে তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু এটি আবশ্যক সমাধান নয় (২ বাদশাহ্‌ ১:১৭ আয়াত দেখুন; এছাড়া ২ বাদশাহ্‌ ৩:১ আয়াত এবং নোট দেখুন)। ইলিয়াসকে সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৮:৪৮ এর পরে বেহেশতে তুলে নেওয়া হয়।

২১:১৬ ইথিওপীয়। (কুশীয়) ১৪:৯ আয়াত দেখুন। এছাড়া ১৬:৪ আয়াত দেখুন।

২১:২০ আট বছর। ৫ আয়াতের নোট দেখুন।

কিন্তু বাদশাহ্‌দের কবরস্থানে দাফন করলো না। তাকে বাদশাহদের কবরস্থানে দাফন করা হয় নি। খান্দাননামায় উল্লেখ রয়েছে যে, লোকেরা যিহোরামকে যথাযোগ্য মর্জাদায় এহুদার অন্য বাদশাহ্‌দের কবরস্থানে দাফন করতে অস্বীকার করেছিল (তুলনা করুন ২৪:২৫ আয়াত)।

২২:১ সকল জ্যেষ্ঠপুত্রকে হত্যা করেছিল। খোদায়ী প্রদত্ত প্রতিফল। যিহোরাম, যিনি তার সকল ভাইদের হত্যা করেছিলেন তাকে তার নিজের পুত্রের মৃত্যু দেখতে হয়েছে (২১:৪, ১৩, ১৬-১৭)।

২২:২ বিয়াল্লিশ। হিব্রুতে “৪২” পাঠ করা হলে দেখা যাবে যে অহসিয় বয়সে তার পিতার চেয়েও বড় (২১:২০)।

এক বছর। খ্রী:পূ ৮৪১ অব্দ।

২২:৩-৪ অথলিয়ার ক্ষমতা এবং উত্তর রাজ্য থেকে পরামর্শদাতাদের উপস্থিতির দ্বারা এহুদার অম্রির রাজ বংশের বিশাল প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে (১৮:২৯ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২২:৫ যিহোরামের সহায় হয়ে ... সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। একই রকম কাজ করার জন্য যিহোশাফট তিরস্কৃত হয়েছিলেন (১৯:২ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

হসায়েল। তিনি আল-ইয়াসা কর্তৃক অভিষিক্ত হয়েছিলেন। হসায়েল তার মালিককে কৌশলে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন (২ বাদশাহম ৮:১৩-১৫; তুলনা করুন ১ বাদশাহ; ১৯:১৫ আয়াত এবং নোট)। রামোৎ-গিলিয়দ ইসরায়েল এবং অরামের মাঝে ট্রান্স জর্ডানের সীমার অঞ্চলে অবস্থিত। দশ বছর আগে যিহোশাফট আহাবের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করতে গেলে ঐ যুদ্ধে তিনি আহাব কর্তৃক প্রাণ হারান। (১৮ অধ্যায়, ১ বাদশাহ্‌ ২২ অধ্যায়)।

আঘাত পান, তা থেকে সুস্থ হবার জন্য
যিষ্রিয়েলে ফিরে গেলেন; এবং আহাবের পুত্র
যিহোরামের অসুস্থতার দরুন এহুদার বাদশাহ্‌
যিহোরামের পুত্র অহসিয় তাঁকে দেখতে
যিষ্রিয়েলে নেমে গেলেন।
৭ কিন্তু যিহোরামের কাছে আসাতে আল্লাহ্‌
থেকে অহসিয়ের নিপাত ঘটলো; কেননা তিনি
যখন আসলেন, তখন যিহোরামের সঙ্গে তিনি
নিম্‌শির পুত্র যেহূর বিরুদ্ধে বের হলেন, যাঁকে
আল্লাহ্‌ আহাব-কুলের উচ্ছেদ করার জন্য
অভিষেক করেছিলেন। ৮ পরে যেহূ যে সময়ে
আহাব কুলকে দণ্ড দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে তিনি
এহুদার কর্মকর্তা ও অহসিয়ের পরিচর্যাকারী তাঁর
ভাইয়ের পুত্রদেরকে পেয়ে হত্যা করলেন। ৯ আর
তিনি অহসিয়ের খোঁজ করলেন; সেই সময়
অহসিয় সামেরিয়ায় লুকিয়ে ছিলেন; লোকেরা
তাঁকে ধরে যেহূর কাছে এনে হত্যা করলো, তবুও
তাঁকে দাফন করলো, কেননা তারা বললো যে
যিহোশাফট সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে মাবুদের
খোঁজ করতেন, এ তাঁরই সন্তান। আর অহসিয়ের
কুলের মধ্যে রাজত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা কারো
ছিল না।

অথলিয়ার সিংহাসন দখল

১০ ইতোমধ্যে অহসিয়ের মা অথলিয়া যখন
দেখলো যে, তার পুত্র নিহত হয়েছে, তখন সে

৮:১৩-১৫।
[২২:৭] ২বাদশা ৯:১৬।
[২২:৮] ২বাদশা ১০:১৩।
[২২:৯] ২খান্দান ১৭:৪।
[২৩:২] শুমারী ৩৫:২-৫।
[২৩:৩] ২শামু ৭:১২; ১বাদশা ২:৪; ২খান্দান

এহুদা কুলের সমস্ত রাজবংশ বিনষ্ট করলো।
১১ কিন্তু রাজকন্যা যিহোশাবৎ অহসিয়ের পুত্র
যোয়াশকে নিয়ে নিহত রাজপুত্রদের মধ্য থেকে
চুরি করে তাঁর ধাত্রীর সঙ্গে একটা শোবার ঘরে
রাখলেন; এভাবে যিহোয়াদা ইমামের স্ত্রী,
যিহোরাম বাদশাহ্‌র কন্যা এবং অহসিয়ের বোন
ঐ যিহোশাবৎ অথলিয়ার কাছ থেকে তাঁকে
লুকিয়ে রাখলেন, এজন্য তিনি তাঁকে হত্যা
করতে পারলেন না। ১২ আর যোয়াশ তাঁদের
সঙ্গে আল্লাহ্‌র গৃহে ছয় বছর যাবৎ লুকিয়ে
রইলেন; তখন অথলিয়া দেশে রাজত্ব করছিল।

এহুদার বাদশাহ্‌ যোয়াশ

২৩ ১ পরে সপ্তম বছরে যিহোয়াদা নিজেকে
শক্তিমান করে শতপতিদেরকে
যিহোরামের পুত্র অসরিয়কে, যিহোহাননের পুত্র
ইসমাইলকে, ওবেদের পুত্র অসরিয়কে, আদায়ার
পুত্র মাসেয়কে ও সিখ্রির পুত্র ইলীশাফটকে নিয়ে
নিজের সঙ্গে নিয়মে আবদ্ধ করলেন। ২ পরে
তারা এহুদা দেশে ভ্রমণ করে এহুদার সমস্ত
নগর থেকে লেবীয়দেরকে ও ইসরাইলের
পিতৃকুলপতিদেরকে একত্র করলে তারাও
জেরুশালেমে এল। ৩ পরে সমস্ত সমাজ
আল্লাহ্‌র গৃহে বাদশাহ্‌র সঙ্গে নিয়ম করলো।
আর যিহোয়াদা তাদেরকে বললেন, দেখ,
দাউদের সন্তানদের বিষয়ে মাবুদ যে কথা

২২:৬ যিষ্রিয়েলে ফিরে গেলেন। যোরাম স্পষ্টতই রামৎ-গিলিয়দে যে আঘাত পেয়েছিলেন তা থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন এবং যেহেতু বাদশাহ্‌ হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন (২ বাদশাহ্‌ ৮:২৮-৯:২৮)।

২২:৭ আল্লাহ্‌ থেকে অহসিয়ের নিপাত ঘটলো। খান্দাননামার লেখক মনে করেন যে, পাঠকরা যেহূর অভিষেকের ঘটনা এবং অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তার রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়া যার ফলে যোরাম এবং অহসিয়ের মৃত্যু ঘটেছিল, এই সব ঘটনাও ভাল করে অবহিত আছেন (২ বাদশাহ্‌ ৮:২৮-৯:২৮)। যখন বাদশাহ্‌নামার লেখক মূলত আল্লাহ্‌র বিচারের পরিণতিস্বরূপ অম্রির রাজবংশের ধ্বংসের বিবরণ অংকিত করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২১:২০-২৯, ২ বাদশাহ্‌ ৯:২৪-১০:১৭), ঐ সময় খান্দাননামার লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ কতৃক অহসিয়ের হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

২২:৯ দুই ইতিহাসের মধ্যে অহসিয়ের মৃত্যুর বিবরণে কিছুটা ভিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে (তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ৯:২১-২৭; ১০:১২-১৪)। যেহেতু খান্দাননামার লেখক মনে করেছেন যে, পাঠকগণ অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে অবহিত আছেন (৭ আয়াতের নোট দেখুন), এটি উত্তম হবে বাদশাহ্‌ নামার অতিরিক্তস্বরূপ খান্দাননামার বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করা যদিও এর যথাযথ পর্যায়ক্রম এবং ঘটনার স্থান সম্পর্কে জানা খুব কঠিন, তবুও এটি পরস্পর বিরোধী নয়। খান্দাননামার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অহসিয় একটি উপযুক্ত কবর স্থান লাভ করেছিলেন যেখানে তাকে দাফন করা হয়েছিল, কারণ তার চেয়ে তার পিতার ধার্মিকতা অনেক বেশি ছিল। দুটি বিবরণের মধ্যে দৃশ্যমান ভিন্নতা ধর্মতাত্ত্বিকভাবে কোন প্রেরণ যোগাবে না।

২২:১০-১২ ২ বাদশাহ্‌ ১১:১-৩ আয়াত দেখুন। এহুদার ইতিহাসে, একমাত্র অথলিয়া দাউদের রাজবংশের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন এহুদার একমাত্র রাণী যিনি তার নিজের নামে শাসনকার্য চালিয়েছেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৮৪১-৮৩৫)। রাজবংশকে সমূলে বিনষ্ট করা তার চেষ্টা ছিল তারই স্বামী যিহোরামের কাজের পূনরাবৃত্তি (২১:৪ আয়াত)। এটি দাউদীয় রাজবংশের ধারাবাহিকতাকে ভীতি প্রদর্শন করেছিল। আর এতে যদি তিনি সফলতা লাভ করতে পারতেন তাহলে উত্তর রাজ্য অম্রির রাজবংশ বলে এহুদা দাবী করতে পারত, কারণ অথলীয়া যে রাজবংশ থেকে এসেছিলেন সেই রাজবংশে জীবিত কোন পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিল না।

২২:১১ যিহোয়াদা ইমামের স্ত্রী। এটি বাদশাহ্‌নামায় পাওয়া যায় না।

২৩:১ অসরীয় ... ইলীশাফট। খান্দাননামার লেখক নেতাদের নাম উল্লেখ করেছেন, যা বাদশাহ্‌নামায় উল্লেখ করেন নি, বেতনভুক্ত, যারা রাজকীয়, রক্ষক হিসাবে কাজ করতো (২ বাদশাহ্‌ ১১:৪ আয়াত এবং নোট দেখুন) ২০ আয়াতে ও দেখতে পাওয়া যায় যে তা বাদ দেওয়া হয়েছে (তুলনা ২ বাদশাহ্‌ ১১:১৯)। লেখক মনে করেন যে, কেবলমাত্র অনুমোদিত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র গৃহে প্রবেশ করতে পারে।

২৩:২ লেবীয়দেরকে ও ইসরাইলের পিতৃকুলপতিদেরকে। আল্লাহ্‌র গৃহের পরিচর্যাকারী এবং অথলিয়ার বিরুদ্ধে অভুত্থান ঘটবার জন্য সুদুর প্রসারী সমর্থন, এই উভয়ই খান্দাননামার লেখক সংশ্লিষ্ট করেছেন।

বলেছেন, সেই অনুসারে রাজপুত্রই রাজত্ব
করবেন। ৪ তোমরা এই কাজ করবে, তোমাদের
অর্থাৎ ইমাম ও লেবীয়দের যে এক তৃতীয়াংশ
বিশ্রামবারে প্রবেশ করবে, তারা দ্বারপাল হবে।
৫ অন্য তৃতীয়াংশ রাজপ্রাসাদে থাকবে; অন্য
তৃতীয়াংশ ভিত্তিমূলের দ্বারে থাকবে এবং সমস্ত
লোক মাবুদের গৃহের প্রাঙ্গণে থাকবে। ৬ কিন্তু
ইমামেরা ও পরিচর্যাকারী লেবীয়রা ছাড়া আর
কাউকেও মাবুদের গৃহে প্রবেশ করতে দিও না,
ওরা পবিত্র, এজন্য প্রবেশ করবে; কিন্তু অন্য
সমস্ত লোক মাবুদের রক্ষণীয় দ্রব্য রক্ষা করবে।
৭ আর লেবীয়েরা প্রত্যেক নিজ নিজ হাতে অস্ত্র
নিয়ে বাদশাহ্‌কে বেষ্টন করবে, আর যে কেউ
বাড়িতে প্রবেশ করবে, তাকে মেরে ফেলা হবে;
এবং বাদশাহ্‌ যখন ভিতরে আসেন, কিংবা
বাইরে যান, তখন তোমরা তাঁর সঙ্গে থাকবে।

যোয়াশের মাথায় রাজমুকুট

৮ পরে ইমাম যিহোয়াদা যা যা হুকুম করলেন,
লেবীয়েরা ও সমস্ত এহুদা সেই অনুসারে সবই
করলো; ফলত তারা প্রত্যেকে যার যার লোকদের,
যারা বিশ্রামবারে ভিতরে যায় বা বিশ্রামবারে
বাইরে আসে, তাদেরকে নিল, কেননা ইমাম
যিহোয়াদা পালাগুলো বিদায় করেন নি। ৯ আর
বাদশাহ্‌ দাউদের যে বর্শা, ঢাল ও বর্ম আল্লাহ্‌র
গৃহে ছিল, ইমাম যিহোয়াদা তা শতপতিদের
দিলেন। ১০ আর তিনি সমস্ত লোককে স্থাপন
করলেন, প্রত্যেক জন নিজ নিজ হাতে অস্ত্র নিয়ে
গৃহের ডান পাশ থেকে গৃহের বাম পাশ পর্যন্ত
কোরবানগাহ্‌ ও গৃহের কাছে বাদশাহ্‌র চারদিকে
দাঁড়ালো। ১১ পরে তাঁরা রাজপুত্রকে বাইরে এনে
তাঁর মাথায় মুকুট দিলেন, তাঁকে সাক্ষ্য-কিতাব
দিলেন এবং তাঁকে বাদশাহ্‌ করলেন, আর
যিহোয়াদা ও তাঁর পুত্ররা তাঁকে অভিষেক
করলেন; পরে তাঁরা বললেন, বাদশাহ্‌ চিরজীবী
হোন।

অথলিয়াকে হত্যা করা হল

১২ আর লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করে বাদশাহ্‌র
প্রশংসা করলে অথলিয়া সেই কোলাহল শুনে
মাবুদের গৃহে লোকদের কাছে এল; ১৩ আর
দৃষ্টিপাত করলো, আর দেখ, প্রবেশস্থানে
বাদশাহ্‌ তাঁর মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং
সেনাপতিরা ও তূরীবাদকেরা বাদশাহ্‌র কাছে
আছে এবং দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করছে ও
তূরী বাজাচ্ছে এবং গায়কেরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে
প্রশংসার গান করছে; তখন অথলিয়া তার
কাপড় ছিঁড়ে বললো রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!
১৪ কিন্তু ইমাম যিহোয়াদা সৈন্যদলের উপরে
নিযুক্ত শতপতিদেরকে বাইরে এনে বললেন,
ওকে বের করে দুই শ্রেণীর মধ্য দিয়ে নিয়ে
যাও; আর যে ওর পিছনে যাবে, তাকে তলোয়ার
দ্বারা হত্যা কর; কারণ ইমাম বলেছিলেন,
মাবুদের গৃহের মধ্যে ওকে হত্যা করো না।
১৫ পরে লোকেরা তাঁর জন্য দুই শ্রেণী হয়ে পথ
ছাড়লে সে রাজপ্রাসাদের অশ্ব-দ্বারের প্রবেশস্থানে
গেল; সেই স্থানে তারা তাকে হত্যা করলো।
১৬ আর যিহোয়াদা তাঁর এবং সমস্ত লোক ও
বাদশাহ্‌র মধ্যে একটি চুক্তি করলেন, যেন তারা
মাবুদের লোক হয়। ১৭ পরে সমস্ত লোক বালের
মন্দিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেললো, তার
কোরবানগাহ্‌ ও সমস্ত মূর্তি চূর্ণ করলো এবং
কোরবানগাহ্‌গুলোর সম্মুখে বালের পুরোহিত
মত্তনকে হত্যা করলো। ১৮ আর দাউদের বিধান
মতে আনন্দ ও গানের সঙ্গে মূসার শরীয়তের
লিখনানুসারে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানী করতে দাউদ যে লেবীয় ইমামদেরকে
বিভিন্ন দায়িত্ব নির্ধারণ করেছিলেন, তাদের হাতে
যিহোয়াদা মাবুদের গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার
দিলেন। ১৯ আর কোন রকম নাপাক লোক যেন
প্রবেশ না করে, এজন্য তিনি মাবুদের গৃহের
সকল দ্বারে দ্বারপালদের নিযুক্ত করলেন।
২০ পরে তিনি শতপতিদের, কুলীনবর্গ, লোকদের
শাসনকর্তাদের ও দেশের সমস্ত লোককে সঙ্গে
নিলেন, তাঁরা মাবুদের গৃহ থেকে বাদশাহ্‌কে
নামিয়ে আনলেন; পরে তাঁরা উচ্চতর দ্বার দিয়ে
রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাজ-সিংহাসনে
বাদশাহ্‌কে বসিয়ে দিলেন। ২১ তখন দেশের
সমস্ত লোক আনন্দ করলো এবং নগর সুস্থির
হল; কারণ অথলিয়াকে তাঁরা তলোয়ারের
আঘাতে হত্যা করেছিল।

৬:১৬; ৭:১৮; ২১:৭।
[২৩:৬] জাকা ৩:৭।
[২৩:৮] ২বাদশা ১১:৯।
[২৩:১১] দ্বি:বি ১৭:১৮।
[২৩:১৩] ১বাদশা ১:৪১।
[২৩:১৫] ইয়ার ৩১:৪০।
[২৩:১৬] ২খান্দান ২৯:১০; ৩৪:৩১; নহি ৯:৩৮।
[২৩:১৭] দ্বি:বি ১৩:৬-৯।
[২৩:১৮] ১খান্দান ২৩:২৮-৩২।
[২৩:১৯] ১খান্দান ৯:২২।
[২৩:২০] ২বাদশা ১৫:৩৫।
[২৩:২১] ২খান্দান ২২:১।

২৩:৩ মাবুদ যে কথা বলেছেন, সেই অনুসারে। ২ শামু ৭:১১-১৬ দেখুন।

২৩:১১ সাক্ষ-কিতাবের অনুলিপি। হয়তো জনগণের দ্বারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবার জন্য এই সাক্ষ্য-কিতাব অর্পণ করা হয়েছিল (১,৩ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ১৬ আয়াত) অথবা আল্লাহ্‌র শরীয়ত দেওয়া হয়েছিল, যেন এই শরীয়তের মাধ্যমে বাদশাহ্‌ তার শাসন কার্য চালাতে পারেন (দ্বি: বি: ১৭:১৮-২০ আয়াত দেখুন)। ২ বাদশাহ্‌ ১১:১২ আয়াত এবং নোট দেখুন।

বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন। জবুর ৬২:৪ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২৩:১৩ গায়কেরা বাদ্য-যন্ত্র নিয়ে প্রশংসার গান করছে। গায়কেরা তাদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে খান্দাননামার লেখক লেবীয় গায়কদের উপস্থিতি সম্পর্কে একটি বাক্য যুক্ত করেছেন (২ বাদশাহ্‌ ১১:১৪ আয়াতে পাওয়া যায় না), যারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রশংসা গানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন (১ খান্দান ৬:৩১-৪৮ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৩:১৮-১৯ খান্দাননামার লেখক মাবুদের গৃহের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উপর এবং মাবুদের গৃহের দ্বারে দ্বারপালের সম্পর্কে তথ্য যুক্ত করেছেন (১-২১ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৩:২০ ১ আয়াত এবং নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

মাবুদের গৃহের সংস্কার

২৪ ১ যোয়াশ সাত বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে
চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম
সিবিয়া, তিনি বের্-শেবা-নিবাসিনী। ২ যিহোয়াদা
ইমামের সমস্ত জীবনকালে যোয়াশ মাবুদের
দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা-ই করতেন। ৩ যিহোয়াদা
তাঁর দু'টি বিয়ে দিলেন; আর তিনি পুত্র কন্যার
জন্ম দিলেন।
৪ এর পরে মাবুদের গৃহ সংস্কার করাতে
যোয়াশের মনোরথ হল। ৫ তাতে তিনি ইমামদের
ও লেবীয়দেরকে একত্র করে বললেন, তোমরা
এহুদার বিভিন্ন নগরে গমন কর এবং প্রতি বছর
তোমাদের আল্লাহ্‌র গৃহ মেরামত করার জন্য
সমস্ত ইসরাইলের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ কর;
এই কাজ শীঘ্রই কর। কিন্তু লেবীয়েরা তা শীঘ্র
করলো না। ৬ পরে বাদশাহ্‌ প্রধান ইমাম
যিহোয়াদাকে ডেকে বললেন, সাক্ষ্য-তাঁবুর জন্য
আল্লাহ্‌র গোলাম মূসা ও ইসরাইল-সমাজ দ্বারা
যে কর নির্ধারিত হয়েছে, তা এহুদা ও
জেরুশালেম থেকে আনতে আপনি লেবীয়দেরকে
কেন বলে দেন নি? ৭ কেননা সেই দুষ্টা স্ত্রী
অথলিয়ার পুত্ররা আল্লাহ্‌র এবাদতখানা ভেঙ্গে
সেখানে প্রবেশ করেছিল এবং মাবুদের গৃহস্থিত
সমস্ত পবিত্র বস্তু নিয়ে বাল দেবতাদের জন্য
ব্যবহার করেছিল।
৮ পরে বাদশাহ্‌ হুকুম করলে তারা একটি
সিন্দুক তৈরি করে মাবুদের গৃহের দরজার কাছে
বাইরে স্থাপন করলো। ৯ আর আল্লাহ্‌র গোলাম
মূসা যে কর মরুভূমিতে ইসরাইলের দেয় বলে
নির্ধারণ করেছিলেন, মাবুদের উদ্দেশে তা
আনবার কথা তারা এহুদা ও জেরুশালেমে
ঘোষণা করলো। ১০ তাতে সমস্ত নেতা ও সমস্ত
লোক আনন্দপূর্বক তা আনতে লাগল এবং যে
পর্যন্ত না কাজ সমাপ্ত হল, সে পর্যন্ত ঐ সিন্দুকে
তা রাখত। ১১ আর যে সময়ে লেবীয়দের দ্বারা
সেই সিন্দুক বাদশাহ্‌র নিযুক্ত লোকদের কাছে
আনা হত, তখন তার মধ্যে অনেক টাকা দেখা
গেলে রাজলেখক এবং প্রধান ইমামের নিযুক্ত
এক জন লোক এসে সিন্দুকটি খালি করতো,
পরে পুনর্বার তুলে স্বস্থানে রাখত; দিন দিন
এরকম করাতে তারা অনেক টাকা সঞ্চয়
করলো। ১২ পরে বাদশাহ্‌ ও যিহোয়াদা মাবুদের
গৃহ সম্বন্ধীয় কার্য সম্পাদকদেরকে তা দিতেন;
তারা মাবুদের গৃহ সংস্কার করার জন্য রাজমিস্ত্রি
ও সূত্রধরদেরকে বেতন দিত; এবং মাবুদের গৃহ
মেরামত করার জন্য লোহা ও ব্রোঞ্জের
কর্মকারদেরকেও দিত। ১৩ এভাবে
কার্যসম্পাদকেরা কাজ করলে তাদের হাতে কাজ
সুসিদ্ধ হল; আর তারা আল্লাহ্‌র গৃহ সংস্কার করে
আগের মত দৃঢ় করলো। ১৪ কাজ সমাপ্ত করে
তারা অবশিষ্ট টাকা বাদশাহ্‌ ও যিহোয়াদার
সম্মুখে আনত এবং তা দিয়ে মাবুদের গৃহের
জন্য নানা পাত্র, অর্থাৎ পরিচর্যা করার ও
পোড়ানো-কোরবানীর পাত্র এবং চামচ, আর
সোনার ও রূপার পাত্র তৈরি হল। আর তারা
যিহোয়াদার সমস্ত জীবনকালে মাবুদের গৃহে
নিয়মিতভাবে পোড়ানো-কোরবানী দিত।

বাদশাহ্‌ যোয়াশের গুনাহ্‌

১৫ পরে যিহোয়াদা বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে
ইন্তেকাল করলেন; মৃত্যুর সময়ে তাঁর এক শত
ত্রিশ বছর বয়স হয়েছিল। ১৬ লোকেরা দাউদ-
নগরে বাদশাহ্‌দের সঙ্গে তাঁকে দাফন করলো,
কেননা তিনি ইসরাইলের মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র ও
তাঁর গৃহের বিষয়ে ভাল ভাল কাজ করেছিলেন।
১৭ যিহোয়াদার মৃত্যুর পরে এহুদার কর্মকর্তারা

[২৪:২] ২খান্দান ২৫:২; ২৬:৫।
[২৪:৫] হিজ ৩০:১৬; নহি ১০:৩২-৩৩; মথি ১৭:২৪।
[২৪:৬] হিজ ৩৮:২১।
[২৪:১০] হিজ ২৫:২; ১খান্দান ২৯:৩,৬, ৯।
[২৪:১২] ২খান্দান ৩৪:১১।
[২৪:১৮] হিজ ৩৪:১৩; ২খান্দান ৩৩:৩; ইয়ার

২৪:১ চল্লিশ বছর। খ্রী:পূ: ৮৩৫-৭৯৬ অব্দ।

২৪:২ যোয়াশ সম্পর্কে খান্দাননামার লেখক একটি রূপরেখা দিয়েছেন– শুভ বছরের সময় যিহোয়াদা বেঁচে ছিলেন (১-১৬ আয়াত) এবং তার মৃত্যুর পর মন্দতার দিকে ফিরেছিলেন (১৭:২৭ আয়াত) ২৫:২ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২৪:৩ খান্দাননামার লেখকের দৃঢ় বিশ্বাসের অপর অভিব্যক্তি হল, বড় পরিবার আল্লাহ্‌ দোয়াকে প্রকাশ করে (২৭ আয়াত দেখুন; এছাড়া ১ খান্দান ২৫:৫ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৪:৪ মাবুদের গৃহ সংস্কার। অথলিয়রা ধ্বংসাত্মক ও বর্বরোচিত কাজের (৭ আয়াত) ফলে মাবুদের গৃহের সংস্কার এবং জৌলুস বৃদ্ধির আবশ্যক হয়েছিল।

২৪:৫ সমস্ত ইসরাইলের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ কর। ২ বাদশাহ্‌নামার লেখক করের তিনটি ভিন্ন উৎসবের কথা বলেছেন (২ বাদশাহ্‌ ১২:৪-৫) অপর দিকে খান্দাননামার লেখক কেবল গণনা করা লেখকদের কাছ থেকে টাকা নেবার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন (হিজ ৩০:১৪; ৩৮:২৬; মথি ১৭, ২৪)। ইমামদের মন্থরতার কারণে উল্লেখ করা হয় নি (২ বাদশাহ্‌ ১২:৬-৮)। বাদশাহ্‌নামার লেখক উল্লেখ করেছেন যে যোয়াশের ২৩ বছরের রাজত্বের সময় ইমামরা জনগণের কাছ থেকে কোন টাকা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যিহোয়াদার টাকা সংগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মেরামত কাজের জন্য মাবুদের কর পুর্নবার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইমামদের দিক থেকে বাধার হয়তো মৌলিক কারণ ছিল।

২৪:৮ সিন্দুক। মেসোপটেমিয়ার পুস্তকে মাবুদের গৃহে একই রকম উপহারের বাক্স স্থাপনের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। বাদশাহ্‌ এবং মাবুদের গৃহের কর্মকর্তারা উভয়ে মাবুদের করের বা টাকা-পয়সার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন (১ খান্দান ২৬:২০ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৪:১৪ যিহোয়াদার সমস্ত জীবনকালে। ২ বাদশাহ্‌ ১২:১৩-১৪ আয়াত দেখুন। যিহোয়াদার মৃত্যুর পর যোয়াশের মন্দতার দিকে ফেরবার বিষয়টির উল্লেখ খান্দাননামার লেখকের বিবরণের একটি অতিরিক্ত অংশ ছিল (১৫-১৬ আয়াত)।

২৪:১৫-২২ এই অংশটি খান্দাননামার লেখকের কাছে অনুপম ছিল এবং তাৎক্ষণিক প্রতিফল পাওয়ার উপর তিনি জোর দিয়েছেন (২৩:১-২৪:২৭ আয়াত এবং নোট দেখুন)। যিহোয়াদার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত ধার্মিকতার শাসনের সময়ে পর

এসে বাদশাহ্‌র কাছে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম
করলো; তখন বাদশাহ্‌ তাদেরই কথায় কান
দিতে লাগলেন। ১৮ পরে তারা তাদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদের গৃহ ত্যাগ করে
আশেরা-মূর্তি ও নানা মূর্তির পূজা করতে লাগল;
আর তাদের এই দোষের দরুন এহুদা ও
জেরুশালেমের উপরে গজব নেমে আসল।
১৯ তবুও মাবুদের দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে
আনবার জন্য তিনি তাদের কাছে নবীদেরকে
প্রেরণ করলেন, আর তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
দিলেন, কিন্তু লোকেরা কান দিতে চাইল না।
২০ পরে আল্লাহ্‌র রূহ্‌ যিহোয়াদা ইমামের পুত্র
জাকারিয়ার উপর আসাতে তিনি লোকদের থেকে
উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌
এই কথা বলেন, তোমরা কেন মাবুদের হুকুম
লঙ্ঘন করছো? এতে কৃতকার্য হবে না। তোমরা
মাবুদকে ত্যাগ করেছ, সেজন্য তিনিও
তোমাদেরকে ত্যাগ করলেন। ২১ তাতে লোকেরা
তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে বাদশাহ্‌র হুকুমে
মাবুদের গৃহের প্রাঙ্গণে তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা
করলো। ২২ তাঁর পিতা যিহোয়াদা বাদশাহ্‌র প্রতি
যে দয়া করেছিলেন, তা স্মরণ না করে বাদশাহ্‌
যোয়াশ তাঁর পুত্রকে হত্যা করলেন, তিনি
মরণকালে বললেন, মাবুদ দৃষ্টিপাত করে এর
প্রতিফল দেবেন।

বাদশাহ্‌ যোয়াশের মৃত্যু

২৩ পরে বছর ফিরে আসলে অরামের সৈন্যদল
যোয়াশের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। তারা এহুদা ও
জেরুশালেমে এসে লোকদের মধ্যকার
কর্মকর্তাদের বিনষ্ট করলো এবং তাদের সমস্ত
দ্রব্য লুট করে দামেস্কের বাদশাহ্‌র কাছে পাঠিয়ে
দিল। ২৪ বস্তুত অরামের অল্প লোকবিশিষ্ট
সৈন্যদল আসলেও মাবুদ তাদের হাতে সুবিশাল
সৈন্যদল তুলে দিলেন, কারণ লোকেরা নিজেদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে ত্যাগ করেছিল।
এভাবে অরামীয়েরা যোয়াশের বিচার সাধন
করলো।
২৫ তারা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় ত্যাগ
করে চলে যাবার পর, তাঁর গোলামেরা
যিহোয়াদা ইমামের পুত্রদের রক্তপাতের দরুন
তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁর বিছানার উপরে
তাঁকে হত্যা করলো এবং তিনি মারা যাবার পর
দাউদ-নগরে তাঁকে দাফন করলো বটে, কিন্তু
বাদশাহ্‌দের কবর-স্থানে করলো না।
২৬ অম্মোনীয়া শিমিয়তের পুত্র সাবদ ও
মোয়াবীয়া শিম্রীতের পুত্র যিহোষাবদ, এই দু'জন
তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। ২৭ তাঁর পুত্রদের
কথা, তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর দৈববাণীর কথা ও
আল্লাহ্‌র গৃহ মেরামত করার বিবরণ, দেখ,
এসব বিষয় বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকের
ব্যাখ্যা-গ্রন্থে লেখা আছে; পরে তাঁর পুত্র
অমৎসিয় তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ অমৎসিয়

২৫ ১ অমৎসিয় পঁচিশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং
জেরুশালেমে উনত্রিশ বছর কাল রাজত্ব করেন;
তাঁর মায়ের নাম যিহোয়দ্দন, তিনি জেরুশালেম-
নিবাসিনী। ২ অমৎসিয় মাবুদের সাক্ষাতে যা
ন্যায্য তা করতেন বটে, কিন্তু একাগ্রচিত্তে
করতেন না। ৩ পরে রাজ্য তাঁর হাতে স্থিত হলে
তাঁর যে গোলামেরা তাঁর পিতা বাদশাহ্‌কে হত্যা
করেছিল, তাদেরকে তিনি হত্যা করলেন।

১৭:২।
[২৪:১৯] শুমারী ১১:২৯; ইয়ার ৭:২৫; জাকা ১:৪।
[২৪:২০] কাজী ৩:১০; ১খান্দান ১২:১৮।
[২৪:২০] মথি ২৩:৩৫; লূক ১১:৫১।
[২৪:২১] ইউসা ৭:২৫।
[২৪:২২] পয়দা ৯:৫।
[২৪:২৩] ২বাদশা ১২:১৭-১৮।
[২৪:২৪] লেবীয় ২৬:২৩-২৫; দ্বি:বি ২৮:২৫।
[২৪:২৫] ২খান্দান ২১:২০।
[২৪:২৬] ২বাদশা ১২:২১।
[২৫:২] ১বাদশা ৮:৬১; ২খান্দান ২৪:২।

যোয়াশ মূর্তিপূজার দিকে ফিরলেন এবং যিহোয়াদার পুত্রকে হত্যা করলেন। পরবর্তী বছরে আরাম দ্বারা আক্রান্ত হলেন এবং পরাজিত হলেন, কারণ তার নেতৃত্বে এহুদা "আল্লাহ্‌ মাবুদকে ত্যাগ করেছিল" (২৪ আয়াত)।

২৪:১৮ ২০, ২৪ পরিত্যাগ ... ত্যাগ ... ত্যাগ ... ত্যাগ। এই সকল আয়াত সমূহে হিব্রুতেও একই রকম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি ক্রিয়াপদ যা খান্দাননামার লেখক বারবার ব্যবহার করেছেন আল্লাহ্‌র শাস্তির কারণ নির্দেশ করার জন্য (১২:১ আয়াত এবং নোট দেখুন; এছাড়া দেখুন ৭:১৯,২২; ১২:৫; ১৩:১০-১১; ১৫:২; ২১:১০; ২৪:১৮, ২০, ২৪; ২৮:৬; ২৯:৬; ৩৪:২৫; ১ খান্দান ২৮:৯, ২০ আয়াত)।

২৪:১৯ তবুও মাবুদের দিকে ... নবীদেরকে প্রেরণ করলেন। ইসরাইলরা মাবুদের নবীদের কথায় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হল, অবশেষে তারা ধ্বংসের দিকে চালিত হল (৩৬:১৬ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ২০:২০ আয়াত)।

২৪:২০-২১ তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করলো। তিনি বনি-ইসরাইলদেরকে সাবধান করেছিলেন কারণ তারা মাবুদকে ত্যাগ করেছিল। এই কারণে তাঁকে মাবুদের গৃহ প্রাঙ্গনে তাঁকে পাথর ছুড়ে হত্যা করলো। মথি ২৩:৩৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২৪:২৪ মাত্র অল্প কিছু লোক। যখন বাদশাহ্‌ এবং লোকেরা মাবুদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল তখন একই ভাবে আল্লাহ্‌ এহুদার অল্প সংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে বিশাল সৈন্যদলকে পরাজিত করেছিলেন (১৪:৮-৯; ২০:২,১২), একই ভাবে এখন তাদের অবিশ্বস্ততার জন্য তারা আরো ক্ষুদ্র সৈন্য দলের কাছে পরাজিত হল (২০:৩০ আয়াত এবং নোট দেখুন।)

২৪:২৫ রক্তপাতের দরুন ... তাঁকে হত্যা করলো। কেবল মাত্র খান্দাননামার লেখক উল্লেখ করেছেন যে, জাকারিয়াকে হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল।

বাদশাহ্‌দের কবরস্থানে নয়। যিহোয়াদাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় দাফন করা হয়েছিল কিন্তু বাদশাহ্‌দের কবরস্থানে তাঁর স্থান হয় নি (১৬ আয়াত) কিন্তু তবুও তার বিদ্রোহী আচরণ থেকে জাতি রেহাই পাননি (২১:২০ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৪:২৬ অম্মোনীয় ... একজন মোয়াবীয়া। এই বিষয়টি বাদশাহ্‌নামায় উল্লেখ নেই কিন্তু খান্দাননামার লেখকের কাছে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল (২০:১-৩০ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৪:২৭ বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। ১ খান্দানের ভূমিকা দেখুন। লেখক, তারিখ এবং উৎস।

২৫:১ উনত্রিশ বছর। খ্রী:পূ: ৭৯৬-৭৬৭ অব্দ।

4 কিন্তু তিনি তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করলেন
না, শরীয়ত-কিতাবে, মূসার কিতাবে মাবুদের যে
হুকুম লেখা আছে, সেই অনুসারে কাজ করলেন,
যথা, সন্তানের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য
সন্তান মারা যাবে না; প্রত্যেক জন নিজ নিজ
গুনাহ্‌র দরুন মরবে।

ইদোমীয়দের হত্যা করা

5 পরে অমৎসিয় এহুদাকে একত্র করে, সমস্ত
এহুদা ও সমস্ত বিন্‌ইয়ামীন-বংশীয় পিতৃকুল
অনুসারে সহস্রপতি ও শতপতিদের অধীনে
লোকদের দাঁড় করালেন এবং বিশ বছর ও তার
চেয়েও বেশি বয়স্ক লোকদেরকে গণনা করে
দেখলেন, যুদ্ধে গমনযোগ্য তিন লক্ষ মনোনীত
লোক, তারা বর্শা ও ঢাল ধরতে সক্ষম। 6 আর
তিনি এক শত তালন্ত রূপা বেতন দিয়ে ইসরাইল
থেকে এক লক্ষ বলবান বীর নিলেন। 7 কিন্তু
আল্লাহ্‌র এক লোক তাঁর কাছে এসে বললেন, হে
রাজন, ইসরাইলের সৈন্য আপনার সঙ্গে না যাক;
কারণ ইসরাইলের সঙ্গে অর্থাৎ সমস্ত আফরাহীম
সন্তানের সঙ্গে মাবুদ থাকেন না। 8 তুমিই গিয়ে
কাজ কর, যুদ্ধের জন বলবান হও; নতুবা আল্লাহ্‌
দুশমনের সম্মুখে তোমাকে বিনষ্ট করবেন,
যেহেতু সাহায্য ও নিপাত করতে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা
আছে। 9 তাতে অমৎসিয় আল্লাহ্‌র লোককে
বললেন, ভাল, কিন্তু সেই ইসরায়েল সৈন্যদলকে
যে এক শত তালন্ত রূপা দিয়েছি, তার জন্য কি
করা যায়? আল্লাহ্‌র লোক বললেন, মাবুদ
আপনাকে এর চেয়ে আরও প্রচুর দিতে পারেন।
10 তাতে অমৎসিয় তাদেরকে অর্থাৎ আফরাহীম
থেকে তাঁর কাছে আগত সেই সৈন্যদেরকে
বাড়িতে পাঠাবার জন্য পৃথক করলেন; অতএব
এহুদার বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ অত্যন্ত প্রজ্বলিত
হল, তারা মহা ক্রোধে স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেল।
11 পরে অমৎসিয় নিজেকে বলবান করলেন
এবং তাঁর লোকদেরকে বের করে লবণ-
উপত্যকায় গিয়ে সেয়ীরের লোকদের দশ হাজার
লোককে হত্যা করলেন। 12 আর এহুদার
লোকেরা তাদের দশ হাজার জীবিত লোককে
বন্দী করে নিয়ে গেল এবং তাদেরকে শৈলের
চূড়ায় নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নিচে ফেলে
দিল, তাতে তারা সকলে চূর্ণ হয়ে গেল। 13 কিন্তু
অমৎসিয় তাঁর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতে না দিয়ে যে
সৈন্যদল পুনরায় পাঠিয়েছিলেন, সেই দলের
লোকেরা সামেরিয়া থেকে বৈৎহোরুন পর্যন্ত
এহুদার সমস্ত নগর আক্রমণ করে তাদের তিন
হাজার লোককে আঘাত করলো এবং প্রচুর
লুটদ্রব্য গ্রহণ করলো।
14 ইদোমীয়দেরকে সংহার করে ফিরে আসার
পর অমৎসিয় সেয়ীরের লোকদের
দেবমূর্তিগুলোকে সঙ্গে করে আনলেন, তাঁর
নিজের দেবতা বলে তাদেরকে স্থাপন করলেন
এবং তাদের কাছে সেজ্‌দা করতে ও তাদের
উদ্দেশে ধূপ জ্বালতে লাগলেন। 15 তাতে
অমৎসিয়ের প্রতি মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল,
তিনি তাঁর কাছে এক জন নবীকে পাঠালেন; নবী
তাঁকে বললেন, ঐ লোকদের যে দেবতারা
আপনার হাত থেকে তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার
করে নি, আপনি কেন তাদের খোঁজ করেছেন?
16 তিনি এই কথা বললে বাদশাহ্‌ তাঁকে
বললেন, আমরা কি তোমাকে রাজমন্ত্রী পদে
নিযুক্ত করেছি? ক্ষান্ত হও, কেন মার খাবে?
তখন সেই নবী ক্ষান্ত হলেন, তবু বললেন, আমি
জানি আল্লাহ্‌ আপনাকে বিনষ্ট করার সঙ্কল্প
করেছেন, কেননা আপনি এই কাজ করেছেন,

[২৫:৪] দ্বি:বি ২৮:৬১।
[২৫:৫] ১খান্দান ২১:১; ২খান্দান ১৭:১৪-১৯।
[২৫:৭] ২খান্দান ১৬:২-৯; ১৯:১-৩।
[২৫:৮] ২খান্দান ১৪:১১; ২০:৬।
[২৫:৯] দ্বি:বি ৮:১৮; মেসাল ১০:২২।
[২৫:১০] আয়াত ১৩।
[২৫:১২] জবুর ১৪১:৬; ওব ১:৩।
[২৫:১৪] হিজ ২০:৩; ২খান্দান ২৮:২৩; ইশা ৪৪:১৫।
[২৫:১৫] ইশা ৩৬:২০।

২৫:২ খান্দাননামার লেখক উল্লেখ করেন নি যে, অমৎসিয় উচ্চস্থলীতে তখনও লোকেরা কোরবানী করতো (২ বাদশাহ্‌ ১৪:৪ আয়াত দেখুন)। এছাড়া ২ বাদশাহ্‌ ১২:২-৪ আয়াতের সঙ্গে ২৪:২ আয়াতের তুলনা করুন এবং ২ বাদশাহ্‌ ১৫:৩-৪ আয়াতের সঙ্গে ২৬:৪ আয়াতের তুলনা করুন। এই রূপরেখা দ্বারা লেখক তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন, যাতে প্রথম উত্তম বছরগুলো এবং এর পরে মন্দতার দিকে ফেরার বছরগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সব বাদশাহ্‌দের সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য ছিল তাদের রাজত্বের অর্ধেক সময়ের। বাদশাহ্‌নামায় তাদের রাজত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিচারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং স্পষ্ট ভাবে উচ্চস্থলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

২৫:৫-১৬ ২ বাদশাহ্‌ ১৪:৭ আয়াতের সম্প্রসারণ। বাদশাহ্‌নামা কিতাব ইদোমের সঙ্গে যুদ্ধে সফলতা কেবল মাত্র যিহোরামকে যুদ্ধে অবতীর্ন হওয়ার আহ্বানের ভূমিকাস্বরূপ অংশ হিসাবে উল্লেখ করেছে। কিন্তু খান্দাননামার লেখক এই বিষয়টিকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিফল পাওয়ার উপর তার কাঠামো-গঠনকে জোরালোভাবে প্রকাশ করেছেন। বাধ্যতা ইদোমের উপর বিজয় এনে দিয়েছেন, যখন পরবর্তী কালে দেব মূর্তির কাছে সেজদা (১৪-১৬ আয়াত) করার ফলে এহুদাকে ইসরাইলের কাছে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তার বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার দ্বারা খান্দাননামার লেখক ইদোমের উপর বিজয় লাভ এবং ইসরাইলের কাছে পরাজিত হওয়ার ধর্মতাত্ত্বিক কারণ প্রদান করেছেন।

২৫:৭ ইসরাইলের সৈন্য আপনার সঙ্গে না যাক। খান্দাননামার লেখক অপর ঘটনায় মিত্রতা স্থাপনের জন্য দোষারোপ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছে যা মাবুদের উপর নির্ভরতার ঘাটতিকে প্রকাশ করেছে (১৬:২-৯ আয়াত এবং নোট দেখুন; ২২:৫)। তুলনা করুন অপর নবীর সুলভ বক্তব্য যা লোকেদের আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস এবং নির্ভর করতে আহ্বান জানিয়েছে (২০:১৫-১৭, ২০; ৩৭:৭-৮)।

২৫:১৩ সেই দলের লোকেরা ... এহুদার সমস্ত নগর আক্রমণ করে। এটি হয়তো উত্তর রাজ্যের সঙ্গে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য একটি প্ররোচনামূলক ঘটনা ছিল।

সামেরিয়া। সামেরিয়া নামে এই নগরটিকে দক্ষিণরাজ্য অন্য কোন নামে চিনে না। এই ঘটনায় নগরটির উল্লেখ হয়তো অনুলিপি নকলকারীর ভুলের জন্য হয়েছে।

২৫:১৪-২৫ উত্তররাজ্যে সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে খান্দাননামা লেখকের বিবরণটি ২ বাদশাহ্‌নামা ১৪:৮-১৪ আয়াতে

যোয়াশ

যোয়াশ নামের অর্থ, *ইয়াহ্‌ওয়েহ্ হতে দত্ত*। তিনি এহুদার বাদশাহ্ অহসিয়ের পুত্র। শিশু অবস্থায় তাঁর পরিবার যখন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় তখন তাঁর খালা তাঁকে রক্ষা করেন এবং দৃশ্যত তিনিই ছিলেন হযরত সোলায়মানের একমাত্র জীবিত বংশধর (২ বাদশাহ্ ১১:২; ১২:১৯,২০; ২ খান্দান ২১:৪,১৭)। তাঁর আত্মীয় মহা-ইমাম যিহোয়াদা তাঁকে তাঁর ৮ বছর বয়সের সময় জনগণের সামনে নিয়ে আসেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে রাজমুকুট পরিয়ে এহুদার বাদশাহ্ ঘোষণা করেন (২ বাদশাহ্ ১১:১৩-২০)। যতদিন মহা-ইমাম বেঁচে ছিলেন ততদিন যোয়াশ আল্লাহ্‌র এবাদতকে প্রাধান্য দেন এবং তাঁর নিয়ম মেনে চলেন। কিন্তু মহা-ইমামের মৃত্যুর পর তিনি মন্দ পথে পা বাড়ান। তাঁর সময়ে দেশ প্রতিমা পূজায় কলুষিত হয়, মহা-ইমামের পুত্র জাকারিয়াকে হত্যা করা হয়। এই সব মন্দ কাজ সেই দেশকে আল্লাহ্‌র বিচারের সম্মুখীন করে এবং সেই দেশ অরামীয় আক্রমণকারীদের নিপীড়নের শিকার হয়। তিনি সেই তিন বাদশাহ্‌র একজন, যাকে হযরত মথি তাঁর সুখবরের ১:৮ আয়াতে মসীহের বংশ-তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন, অন্য দুইজন হচ্ছেন অহসিয় এবং অমৎসিয়। তাঁকে দাউদের নগরে দাফন করা হয় (২ বাদশাহ্ ১২:২১)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি এবাদতখানার বড় রকম সংস্কার কাজ করেছিলেন।
- মহা-ইমাম যিহোয়াদা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তিনি বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করেছেন।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তিনিও মূর্তিপূজা তাঁর লোকদের মধ্যে প্রচলিত রেখেছিলেন।
- অরামের বাদশাহ্ হসায়েলকে ঘুষ দেবার জন্য এবাদতখানার অর্থ ব্যবহার করেছিলেন।
- যিহোয়াদার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন।
- তাঁর উপদেষ্টাগণকে অনুমতি দিয়েছিলেন লোকদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- একটি ভাল ও আশাব্যঞ্জক অবস্থা শুরু হলেও তা একটি মন্দ কাজের জন্য ধ্বংস হয়ে যায়।
- এমন কি ভাল উপদেষ্টারাও অকার্যকর হয়ে যায় যদি না তারা জ্ঞানপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সাহায্য করেন।
- আমাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে যাই হোক না কেন– তা সাহায্য করুক বা ক্ষতি করুক, তার জন্য আমরাই দায়ী।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **কাজ:** এহুদার বাদশাহ্
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: অহসিয়, মাতা: সিবিয়া, দাদী: অথলিয়া, চাচী যিহোশেবা, কাকা: যিহোয়াদা পুত্র; অমৎসিয়, কাকাতো ভাই: জাকারিয়া
- **সমসাময়িক:** যেহূ, হসায়েল

মূল আয়াত: "যিহোয়াদার মৃত্যুর পরে এহুদার কর্মকর্তারা এসে বাদশাহ্‌র কাছে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম করলো; তখন বাদশাহ্ তাদেরই কথায় কান দিতে লাগলেন। পরে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ মাবুদের গৃহ ত্যাগ করে আশেরা-মূর্তি ও নানা মূর্তির পূজা করতে লাগল; আর তাদের এই দোষের দরুন এহুদা ও জেরুশালেমের উপরে গজব নেমে আসল" (২ খান্দান ২৪:১৭-১৮)।

যোয়াশের কাহিনী ২ বাদশাহ্ ১১:১-১৪:২৩ এবং ২ খান্দান ২২:১১-২৫:২৫ আয়াতে তাঁর কাহিনী বর্ণিত আছে।

আর আমার পরামর্শে কান দেন নি।

ইসরাইলের কাছে এহুদার পরাজয়

[17] পরে এহুদার বাদশাহ্‌ অমৎসিয় মন্ত্রণা গ্রহণ
করে যেহূর পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ যোয়াশের কাছে বলে পাঠালেন, এসো,
আমরা পরস্পর যুদ্ধের জন্য সম্মুখাসম্মুখি হই।
[18] তখন ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যোয়াশ এহুদার
বাদশাহ্‌ অমৎসিয়ের কাছে লোক পাঠিয়ে
বললেন, লেবাননস্থ শিয়ালকাঁটা লেবাননস্থ এরস
গাছের কাছে বলে পাঠাল, আমার পুত্রের সঙ্গে
তোমার কন্যার বিয়ে দাও; ইতোমধ্যে লেবাননস্থ
এক বন্য পশু চলতে চলতে সেই শিয়ালকাঁটা
দলিয়ে ফেললো। [19] তুমি বলছো দেখ, আমি
ইদোমকে আঘাত করেছি; এজন্য অহংকার
করতে তোমার অন্তর গর্বিত হয়েছে; তুমি এখন
ঘরে বসে থাক, অমঙ্গলের সঙ্গে বিরোধ করতে
কেন প্রবৃত্ত হবে? এবং তুমি ও এহুদা, উভয়ে
কেন ধ্বংস হবে?
[20] কিন্তু অমৎসিয় কথা শুনলেন না, কারণ
লোকেরা ইদোমীয় দেবতাদের খোঁজ করেছিল
বলে তারা যেন দুশমনদের হাতে ধরা পরে,
সেজন্য, আল্লাহ্‌ থেকে এই ঘটনা হল। [21] পরে
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যোয়াশ যুদ্ধযাত্রা করলেন
এবং এহুদার অধিকারস্থ বৈৎ-শেমশে এহুদার
বাদশাহ্‌ অমৎসিয় সম্মুখাসম্মুখি হলেন। [22] তখন
ইসরাইলের সম্মুখে এহুদা পরাজিত হল, আর
প্রত্যেকে যার যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল।
[23] আর ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যোয়াশ বৈৎ-শেমশে
যিহোয়াহসের পৌত্র যোয়াশের পুত্র এহুদার
বাদশাহ্‌ অমৎসিয়কে ধরে নিয়ে জেরুশালেমে
আনলেন এবং আফরাহীমের দ্বার থেকে কোণের
দ্বার পর্যন্ত জেরুশালেমের চার শত হাত প্রাচীর
ভেঙে ফেললেন। [24] আর আল্লাহ্‌র গৃহে ওবেদ-
ইদোমের অধিকারে যেসব সোনা, রূপা ও পাত্র
পাওয়া গিয়েছিল, সেসব এবং রাজপ্রাসাদের ধন
সম্পত্তি ও বন্ধক হিসেবে কতকগুলো মানুষ নিয়ে
সামেরিয়াতে ফিরে গেলেন।

বাদশাহ্‌ অমৎসিয়ের মৃত্যু

[25] ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোয়াহসের পুত্র
যোয়াশের মৃত্যুর পরে এহুদার বাদশাহ্‌
যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় আর পনের বছর
জীবিত ছিলেন। [26] অমৎসিয়ের অবশিষ্ট কাজের
বৃত্তান্ত দেখ, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এহুদা ও
ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে কি
লেখা নেই? [27] অমৎসিয় মাবুদের পিছনে চলা
থেকে বিমুখ হবার পর লোকেরা জেরুশালেমে
তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো, তাতে তিনি
লাখীশে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তারা তাঁর পিছনে
লাখীশে লোক পাঠিয়ে সেখানে তাঁকে হত্যা
করাল। [28] পরে ঘোড়ার পিঠে করে তাঁকে এনে
এহুদার নগরে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাঁকে
দাফন করলো।

এহুদার বাদশাহ্‌ উষিয়

২৬ [1] আর এহুদার সমস্ত লোক ষোল বছর
বয়স্ক উষিয়কে নিয়ে তার পিতা
অমৎসিয়ের পদে বাদশাহ্‌ করলো। [2] বাদশাহ্‌
অমৎসিয় তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলে
পর উষিয় এলৎ নগর নির্মাণ করলেন এবং তা
পুনর্বার এহুদার অধীনে আনলেন। [3] উষিয় ষোল
বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং
জেরুশালেমে বায়ান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর
মায়ের নাম যিখলিয়া, তিনি জেরুশালেম-
নিবাসিনী। [4] উষিয় তাঁর পিতা অমৎসিয়ের সমস্ত
কার্যানুসারে মাবুদের সাক্ষাতে যা ন্যায্য তা-ই
করতেন। [5] জাকারিয়া তাঁকে আল্লাহ্‌কে ভয়
করতে নির্দেশনা দিতেন। জাকারিয়ার সময়কালে
তিনি আল্লাহ্‌র খোঁজ করতে থাকলেন; আর
যতকাল মাবুদের খোঁজ করলেন, তত কাল

[২৫:১৮] কাজী ৯:৮-১৫।
[২৫:২০] ২খান্দান ১০:১৫।
[২৫:২৩] ২বাদশা ১৪:১৩; নহি ৮:১৬; ১২:৩৯।
[২৫:২৪] ১খান্দান ২৬:১৫।
[২৫:২৭] ইউসা ১০:৩।
[২৬:১] ২খান্দান ২২:১।

উল্লেখিত বিবরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেবল তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিফল পাওয়ার বিষয়টি খান্দাননামার লেখক অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে যুক্ত করেছেন। খান্দাননামার লেখক অমৎসিয়ের নির্বোধ ভাবে দেবমূর্তির কাছে সেজদা করা এবং শাস্তির ভবিষ্যত বাণী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন; এর কোন বিবরণই বাদশাহ্‌নামায় পাওয়া যায় না। খান্দাননামার লেখক ২০ এবং ২৭ আয়াতে জোরালোভাবে উল্লেখ করেছেন যে, অমৎসিয়ের দেবমূর্তির কাছে সেজদা করার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

২৫:১৮ কাজীগণ ৯:৭-১৫ আয়াতে উল্লেখিত দৃষ্টান্তমূলক গল্পের সঙ্গে তুলনা করুন।

২৫:২৩ অফরাহীমের দ্বার থেকে কোণের দ্বার পর্যন্ত। উভয় দ্বার নগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত, অফরাহীম দ্বার উত্তর পশ্চিমে এবং কোণের দ্বার উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

২৫:২৪ ওবেদ-ইদোমের অধিকারে। ওবেদ-ইদোমের পরিবার ছিল লেবীয় পরিবার যাদের উপর মাবুদের গৃহের ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। (১ খান্দান ২৬:১৫; তুলনা করুন ২ শামু ৬:১০ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৫:২৭ ১৮-২৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২৫:২৮ এহুদার নগর। দাউদ-নগরের পরবর্তী নাম। (২ বাদশাহ্‌ ১৪:২০)।

২৬:১ উষিয়। সম্ভবতঃ এটি তার রাজকীয় ক্ষমতার নাম, বস্তুত অসরিয় তার ব্যক্তিগত নাম। উদাহরণস্বরূপ ২ বাদশাহ্‌ ১৫:৬-৭ আয়াত; ১ খান্দান ৩:১২ আয়াত দেখুন।

২৬:৩ বাহান্ন বছর। খ্রী:পূ: ৭৯২-৭৪০ অব্দ। অসৎসিয়ের সঙ্গে সহ-রাজ্য শাসনের অন্তর্ভুক্ত খ্রীষ্টপূর্ব ৭৯২-৭৬৭ অব্দ।

২৬:৪ যা ন্যায্য তা-ই করতেন। খান্দাননামার লেখক উষিয়ের রাজত্ব সম্পর্কে তার বিবরণ লিখতে গিয়ে অমৎসিয় এবং যোয়াশের ঘটনার মত একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন (১-২৩ আয়াত এবং নোট দেখুন)। একই রকম বিবরণে লেখক বাদশাহ্‌র উচ্চস্থলী দূর করতে না পারার বিষয়টি এগিয়ে গেছেন (২ বাদশাহ্‌ ১৫:৪)। তিনি একইভাবে অপর দুটি বাদশাহ্‌র বিবরণ এড়িয়ে গেছেন (২৫:২ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

আল্লাহ্‌ তাঁকে কৃতকার্য করলেন।
৬ তিনি যাত্রা করে ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ
করলেন এবং গাতের প্রাচীর, যব্‌নির প্রাচীর ও
অস্‌দোদের প্রাচীর ভেঙে ফেললেন এবং
অস্‌দোদ অঞ্চলে ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে
কতকগুলো নগর নির্মাণ করলেন। ৭ আল্লাহ্‌
ফিলিস্তিনী, গূরবাল-নিবাসী আরবীয় ও
মিয়ূনীয়দের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করলেন।
৮ আর অম্মোনীয়েরা উষিয়কে উপঢৌকন দিল
এবং তাঁর নাম মিসরের সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হল;
কারণ তিনি অতিশয় শক্তিমান হলেন। ৯ উষিয়
জেরুশালেমের কোণের দ্বারে, উপত্যকার দ্বারে ও
প্রাচীরের কোণে উচ্চগৃহ গেঁথে দৃঢ় করলেন।
১০ এছাড়া তিনি মরুভূমিতে কতকগুলো উচ্চগৃহ
নির্মাণ করলেন ও অনেক কূপ খনন করলেন,
কেননা তাঁর যথেষ্ট পশুধন ছিল, নিম্নদেশে ও
সমভূমিতেও তা-ই করলেন; এবং পর্বতে ও উর্বর
ক্ষেতগুলোতে তাঁর কৃষকরা ও আঙ্গুর কৃষকরা
ছিল; কারণ তিনি কৃষিকর্ম ভালবাসতেন।
১১ আবার উষিয়ের যুদ্ধকারী সৈন্যসামন্ত ছিল;
বাদশাহ্‌র হনানীয় নামক এক সেনাপতির অধীনে
যিয়ূয়েল লেখক ও মাসেয় কর্মকর্তার হাতের
লেখা সংখ্যা অনুসারে তারা দলে দলে যুদ্ধ যাত্রা
করতো। ১২ পিতৃকুলপতি, বলবান বীর সর্ব মোট
দুই হাজার ছয় শত জন ছিল। ১৩ তাদের অধীনে
সৈন্যবল, দুশমনের বিরুদ্ধে বাদশাহ্‌র সাহায্য
করার জন্য বীর পরাক্রমে যুদ্ধ করার মত তিন
লক্ষ সাত হাজার পাঁচ শত লোক ছিল। ১৪ উষিয়
সেসব সৈন্যের জন্য ঢাল, বর্শা, শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও
ধনুক এবং ফিঙ্গার পাথর প্রস্তুত করলেন।
১৫ আর জেরুশালেমে তিনি শিল্পীদের আবিষ্কৃত
যন্ত্র প্রস্তুত করিয়ে তা দ্বারা তীর ও বড় বড় পাথর
নিক্ষেপ করার জন্য উচ্চগৃহগুলোর পিঠে ও
প্রাচীরের চূড়াতে তা স্থাপন করলেন। আর তাঁর
নাম দূরদেশে ছড়িয়ে পড়লো, কারণ তিনি
আশ্চর্য রকম সাহায্য পেয়ে হয়ে অতীব শক্তিমান
হয়ে উঠলেন।

গর্ব ও গুনাহ্‌

১৬ কিন্তু শক্তিমান হবার পর তাঁর মন উদ্ধত
হল, তিনি অসৎ আচরণ করলেন, আর তিনি
তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ
করলেন; কেননা তিনি ধূপগাহের উপরে ধূপ
জ্বালাতে মাবুদের বায়তুল মোকাদ্দসে প্রবেশ
করলেন। ১৭ তাতে অসরিয় ইমাম ও তাঁর সঙ্গে
মাবুদের আশি জন সাহসী ইমাম তাঁর পিছনে
প্রবেশ করলেন। ১৮ তাঁরা উষিয় বাদশাহ্‌র
সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, হে উষিয়,
মাবুদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাতে আপনার অধিকার
নেই, কিন্তু হারুন-সন্তান যে ইমামেরা ধূপ
জ্বালাবার জন্য পবিত্র হয়েছে, তাদেরই অধিকার
আছে; আপনি পবিত্র স্থান থেকে বের হোন,
কেননা আপনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন, এই বিষয়ে
মাবুদ আল্লাহ্‌ থেকে আপনার গৌরব হবে না।
১৯ তখন উষিয় ক্রুদ্ধ হলেন, আর ধূপ জ্বালাবার
জন্য তাঁর হাতে একটি ধূনাচি ছিল; কিন্তু তিনি
ইমামদের প্রতি কোপাবিষ্ট থাকতেই মাবুদের
গৃহে ইমামদের সাক্ষাতে ধূপগাহের সমীপে তাঁর
কপালে কুষ্ঠরোগ উদয় হল। ২০ তখন প্রধান
ইমাম অসরিয় এবং অন্য সকল ইমাম তাঁর প্রতি
দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, তাঁর কপালে কুষ্ঠ
হয়েছে; তখন তাঁরা তাঁকে দ্রুত সেখান থেকে
দূর করে দিলেন, এমন কি, তিনি নিজেও বাইরে
যেতে ত্বরান্বিত হলেন, কেননা মাবুদ তাঁকে
আঘাত করেছিলেন। ২১ আর উষিয় বাদশাহ্‌
মরণ দিন পর্যন্ত কুষ্ঠরোগী হয়ে রইলেন; কুষ্ঠ
হওয়াতে তিনি স্বতন্ত্র বাড়িতে বাস করলেন,
কেননা তিনি মাবুদের গৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন
হয়েছিলেন; তাতে তাঁর পুত্র যোথম

[২৬:৫] ২খান্দান ২৪:২।
[২৬:৬] ইশা ২:৬; ১১:১৪; ১৪:২৯; ইয়ার ২৫:২০।
[২৬:৭] ২খান্দান ২১:১৬।
[২৬:৮] পয়দা ১৯:৩৮।
[২৬:৯] ২বাদশা ১৪:১৩; ২খান্দান ২৫:২৩।
[২৬:১৪] ইয়ার ৪৬:৪।
[২৬:১৬] ২বাদশা ১৪:১০।
[২৬:১৭] ১বাদশা ৪:২।
[২৬:১৮] শুমারী ১৬:৩৯।
[২৬:১৯] শুমারী ১২:১০।
[২৬:২১] হিজ ৪:৬; লেবীয় ১৩:৪৬; ১৪:৮; শুমারী ৫:২; ১৯:১২।

২৬:৫ জাকারিয়ার সময়কালে। লেখক আবার সময়ানুক্রমিক বিবরণ উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে দোয়া এবং বিচার বা শাস্তি একজন বাদশাহ্‌র জীবনে আবর্তিত হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র প্রতি তার বাধ্যতা কিংবা অবাধ্যতার জন্য (১২:২ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৬:৬-৮ উষিয় দক্ষিণপূর্ব দিক এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিক জয় করলেন; ইসরাইলের ক্ষমাশালী বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় ইয়ারাবিম উত্তর এবং এহুদার রাজ্য নিয়ন্ত্রন করতেন।

২৬:৭ মিয়ূনীয়। ২০:১ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২৬:৯ কোণের দ্বারে, উপত্যকার দ্বারে। প্রাচীরের উত্তরপূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম অংশে স্থাপিত।

দৃঢ় করলেন। এই নির্মাণ কাজ জেরুশালেমের প্রাচীরের মধ্যে হয়েছিল, এবং ভেঙে যাওয়া প্রাচীরের মেরামতের কাজ করা হয়েছিল যা অসৎসিয়ের রাজত্বের সময় যোয়াশ এই প্রচীর ভেঙে ফেলেছিলেন (২৫:২৩ আয়াত)।

২৬:১০ উচ্চগৃহ নির্মাণ করলেন ও অনেক কূপ খনন করলেন। উচ্চগৃহ এবং কূপ বিভিন্ন স্থানে খনন করে পাওয়া গেছে (কুমরান, গিরেশ, বেরশেবা)। উষিয়ের নামাঙ্কিত মুদ্রা Tell Beit Mipsim- এ একটি কূপে পাওয়া গেছে।

২৬:১১ যুদ্ধকারী সৈন্যসামন্ত ছিল। আশোরিয়ার তৃতীয় তিগ্লৎ-পিলেষর বিবৃত করেছেন যে এহুদার “Azriav of yaudi”, সম্ভবত অসরিয়ের (উষিয়) সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দ্বারা তিনি পশ্চিমে তার অগ্রসর হওয়াকে প্রতিরোধ করেছেন (খ্রী:পূ: ৭৪৩)।

২৬:১৫ শিল্পীদের আবিষ্কৃত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়ে। যন্ত্র প্রস্তুত করিয়ে তা দ্বারা তীর ও বড়বড় পাথর নিক্ষেপ করার জন্য উচ্চ গৃহগুলোর পিঠে ও প্রাচীরের চূড়াতে তা স্থাপন করলেন। এই সব করা হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য।

২৬:১৬ শক্তিমান হবার পর। ৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২৬:১৯ কুষ্ঠরোগ। লেবীয় ১৩:২ আয়াত এবং নোট দেখুন। গুনাহের শাস্তিস্বরূপ রোগ, ১৬:১২ আয়াত; ২১:১২-১৫ আয়াত দেখুন।

২৬:২১ বাদশাহ্‌ উষিয় মরণ দিন পর্যন্ত কুষ্ঠরোগী হয়ে

BACIB
International Bible
CHURCH

উষিয়

উষিয় নামের অর্থ, আল্লাহ্‌ মাবুদই আমার বল ও শক্তি। বাদশাহ্‌ অমৎসিয়ের পুত্রদের একজন, যাকে তার পিতার স্থলে এহুদার বাদশাহ্‌ নিযুক্ত করা হয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৪:২১; ২ খান্দান ২৬:১)। তাঁর দীর্ঘ ৫২ বছর রাজত্ব কালটি ছিল খুবই সমৃদ্ধিপূর্ণ যা বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সময় বাদশাহ্‌ যিহোশাফট ছাড়া আর কারো সময়ে দেখা যায় নি। তিনি সাহসী এবং বলবান শাসক ছিলেন, তাঁর সুনাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পরে, এমন কি সুদূর মিসর পর্যন্ত (২ খান্দান ২৬:৮,১৪)। তাঁর শাসনের প্রথম ভাগে ইমাম জাকারিয়ার প্রভাবে তিনি মাবুদের বিশ্বস্ত ছিলেন, এবং আল্লাহ্‌ মাবুদের দৃষ্টিতে যা ভাল তাই করতেন (২ বাদশাহ্‌ ১৫:৩; ২ খান্দান ২৬:৪,৫); কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ ভাগে তাঁর অন্তর তাঁর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তিনি যথেচ্ছা পূর্বক ইমামের কার্যালয়ে প্রবেশ করেন, তিনি পবিত্র স্থানে গিয়ে ধূপ জ্বালাতে উদ্ধত হন, তাতে অহসিয় ইমাম তাঁর এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বিধান বর্হিভূত আচরণ দেখে হতবাক হন এবং অন্য আরো আশি জন ইমাম নিয়ে বাদশাহ্‌কে এ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন (২ খান্দান ২৬:১৭); তারা তাঁকে বলেন “মাবুদের ঘরে ধূপ জ্বালানো আপনার উচিত নয়,” কিন্তু তাতেও বাদশাহ্‌ উষিয় বিরত না হওয়াতে আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁকে আঘাত করে কপালে কুষ্ঠ রোগ দিলেন (২ খান্দান ২৬:১৯-২১); তাঁকে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আলাদা একটি নিভৃত ঘরে একাকী বাস করতে হয় (২ বাদশাহ্‌ ১৫:৫,২৭; ২ খান্দান ২৬:৩)। তাঁকে রাজবাড়ির কবরস্থানে পৃথকভাবে দাফন করা হয় (২ বাদশাহ্‌ ১৫:৭; ২ খান্দান ২৬:২৩)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বাদশাহ্‌ হিসাবে তাঁর প্রাথমিক বছরগুলোতে মাবুদকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
- একজন কৃতকার্য যোদ্ধা ছিলেন ও যিনি নগর গেঁথে তুলেছিলেন।
- ৫২ বছর ধরে রাজত্ব চালিয়েছিলেন।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তাঁর বড় কৃতকার্যতার জন্য তাঁর মনে এক ধরনের অহংকার গড়ে ওঠেছিল।
- তিনি ইমামের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিলেন যা ছিল আল্লাহ্‌র আদেশের সরাসরি লঙ্ঘন।
- তিনি দেশ থেকে অনেক মূর্তি ও প্রতীক যা লোকেরা পূজা করতো তা দেশ থেকে দূর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমাদের জীবনে আল্লাহর প্রতি ধন্যবাদের ঘাটতি থাকলে তা অহংকারের দিকে নিয়ে যায়।
- এমন কি যারা জীবনে কৃতকার্য হন তাদেরও স্বীকার করতে হয় যে, আল্লাহ্‌ অন্যদের জীবনে কাজ করেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **কাজ:** এহুদার বাদশাহ্‌
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: অমৎসিয়, মাতা: যিকোলিয়া, পুত্র: যোথম।
- **সমসাময়িক:** ইশাইয়া, আমোস, হোশেয়, ইয়ারবিয়াম, জাকারিয়া, অসরিয়

মূল আয়াত: “আর জেরুশালেমে তিনি শিল্পীদের আবিষ্কৃত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়ে তা দ্বারা তীর ও বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করার জন্য উচ্চগৃহগুলোর পিঠে ও প্রাচীরের চূড়াতে তা স্থাপন করলেন। আর তাঁর নাম দূরদেশে ছড়িয়ে পড়লো, কারণ তিনি আশ্চর্য রকম সাহায্য পেয়ে হয়ে অতীব শক্তিমান হয়ে উঠলেন। কিন্তু শক্তিমান হবার পর তাঁর মন উদ্ধত হল, তিনি অসৎ আচরণ করলেন, আর তিনি তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করলেন; কেননা তিনি ধূপগাহের উপরে ধূপ জ্বালাতে মাবুদের বায়তুল মোকাদ্দসে প্রবেশ করলেন” (২ খান্দান ২৬:১৫,১৬)।

উষিয়ের কাহিনী ২ বাদশাহ্‌নামা ১৫:১-৭ (যাকে অসরিয় বলা হত) এবং ২ খান্দান ২৬:১-২৩ বলা হয়েছে। এছাড়া, তাঁর কথা ইশাইয়া ১:১; ৬:১; ৭:১; হোশেয় ১:১; আমোস ১:১; জাকারিয়া ১৪:৫ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

রাজপ্রাসাদের মালিক হয়ে দেশের লোকদের
শাসন করতে লাগলেন।
২২ উষিয়ের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত প্রথম
থেকে শেষ পর্যন্ত আমোজের পুত্র নবী ইশাইয়া
লিখেছেন। ২৩ পরে উষিয় তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে নিদ্রাগত হলে লোকেরা তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে বাদশাহ্‌দের কবর-স্থানের ক্ষেতে তাঁকে
দাফন করলো, কারণ তাঁরা বললো তিনি
কুষ্ঠরোগী। পরে তাঁর পুত্র যোথম তাঁর পদে
বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ যোথম

২৭ ১ যোথম পঁচিশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে
ষোল বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম
যিরূশা, তিনি সাদোকের কন্যা। ২ যোথম তাঁর
পিতা উষিয়ের সমস্ত কার্যানুসারে মাবুদের দৃষ্টিতে
যা ন্যায্য তা করতেন, কিন্তু মাবুদের বায়তুল
মোকাদ্দসে যেতেন না; এবং লোকেরা সেই
সময়েও দুরাচরণ করতো। ৩ তিনি মাবুদের
গৃহের উচ্চতর দ্বার নির্মাণ করালেন এবং ওফলের
দেয়ালের অনেক স্থান নির্মাণ করালেন; ৪ আর
তিনি এহুদার পর্বতময় প্রদেশের নানা স্থানে নগর
এবং নানা বনে অবরোধ দেয়াল ও উচ্চগৃহ
নির্মাণ করলেন। ৫ আর তিনি অম্মোনীয়দের
বাদশাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে জয় করলেন;
তাতে অম্মোনীয়রা সেই বছরে তাঁকে এক শত
তালন্ত রূপা, দশ হাজার কোর গম ও দশ হাজার
(কোর) যব দিল; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের
অম্মোনীয়রা তাঁকে একই পরিমাণ দিল।
৬ এইভাবে যোথম শক্তিমান হলেন, কেননা তিনি
তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের সাক্ষাতে তাঁর পথ স্থির
করেছিলেন।
৭ যোথমের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত, তাঁর
সমস্ত যুদ্ধ ও চরিত্র, দেখ, ইসরাইল ও এহুদার
বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা আছে।
৮ তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ
করেন এবং জেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব
করেন। ৯ পরে যোথম তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রাগত হলে লোকেরা দাউদ নগরে তাঁকে
দাফন করলো এবং তাঁর পুত্র আহস তাঁর পদে
বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ আহস

২৮ ১ আহস বিশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে ষোল
বছর কাল রাজত্ব করেন; তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ
দাউদের মত মাবুদের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা
করতেন না; ২ কিন্তু ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের
পথে চলতেন, আর বাল দেবতাদের উদ্দেশে
ছাঁচে ঢালা মূর্তি তৈরি করালেন। ৩ আর তিনি
হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকাতে ধূপ জ্বালাতেন
এবং মাবুদ বনি-ইসরাইলের সম্মুখ থেকে যে
জাতিদেরকে অধিকারচ্যুত করেছিলেন তাদের
ঘৃণিত উপায়ে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে আগুনে
পুড়িয়ে উৎসর্গ করলেন। ৪ আর তিনি নানা
উচ্চস্থলীতে, নানা পাহাড়ের উপরে ও প্রত্যেক
সবুজ গাছের তলে কোরবানী করতেন ও ধূপ
জ্বালাতেন।

অরাম ও ইসরাইলের কাছে এহুদার পরাজয়

৫ অতএব তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁকে অরামের

[২৬:২২] ২বাদশা ১৫:১; ইশা ১:১; ৬:১।
[২৬:২৩] ২বাদশা ১৪:২১; আমোস ১:১।
[২৭:১] ২বাদশা ১৫:৫, ৩২; ১খান্দান ৩:১২।
[২৭:৩] ২খান্দান ৩৩:১৪; নহি ৩:২৬।
[২৭:৫] পয়দা ১৯:৩৮।
[২৭:৬] ২খান্দান ২৬:৫।
[২৮:১] ১খান্দান ৩:১৩; ইশা ১:১।
[২৮:২] হিজ ৩৪:১৭।
[২৮:৩] লেবীয় ১৮:২১; ২বাদশা ৩:২৭; ইহি ২০:২৬।
[২৮:৫] ইশা ৭:১।

রইলেন। ইশা ৬:১ আয়াত এবং নোট দেখুন।
স্বতন্ত্র বাড়ি। কেনানীয় টেক্সট-এ ইউগারিট (Ugarit) থেকে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে এক প্রকার আটক রাখা বা পৃথক রাখার বিষয় ইঙ্গিত দেয়।
২৬:২২ উষিয়ের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ... ইশাইয়া লিখেছেন। ক্যানিক্যাল কিতাবের কোন উদ্বৃতি দেন নি, তার অন্য কিছু কাজের বিবরণ উল্লেখ করেন নি।
২৬:২৩ লোকেরা তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বাদশাহ্‌দের কবর-স্থানের ক্ষেতে তাঁকে দাফন করলো। তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ১৫:৭ আয়াত। দৃশ্যত তার কুষ্ঠরোগের কারণে উষিয়কে বাদশাহ্‌দের কবরস্থানের ক্ষেতে দাফন করা হয়েছিল, কিন্তু বাদশাহ্‌দের কবরস্থানে নয়।
২৭:১ ষোল বছর। খ্রী:পূ: ৭৫০-৭৩৫ অব্দ, বাদশাহ্‌ উষিয়ের রাজত্বের সমসাময়িক (৭৫০-৭৪০)। তার উত্তরাধিকারীর চেয়েও তিনি বেশিকাল রাজত্ব করেন, আহস খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩৫ থেকে ৭৩২ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।
২৭:২ বায়তুল মোকাদ্দসে যেতেন না। খান্দাননামার লেখক উষিয়ের মত ভুল না করার জন্য (২৬:১৬) যোথমের প্রশংসা করেছেন। কারণ উষিয় মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। তখনও লোকেরা উচ্চস্থলী কোরবানী করতো এবং ধূপ জ্বালাত (২ বাদশাহ্‌ ১৫:৩৫)।
২৭:৩-৬ খান্দাননামার লেখক চমৎকার সুযোগ লাভ করেছেন তার চিন্তার বিষয়কে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করার জন্য যে, আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি আনুগত্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দোয়া নিয়ে আসে। নির্মাণ কার্যে, যুদ্ধে জয় লাভে এবং সমৃদ্ধিতে – “কেননা তিনি তার আল্লাহ্‌ মাবুদের সাক্ষাতে তাঁর পথ স্থির করেছিলেন” (৬ আয়াত)। এহুদার সঙ্গে অম্মোনীয়দের সম্পর্ককে খান্দাননামার লেখক বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন (২০:১-৩০ আয়াত; ২৪:২৬ আয়াত এবং নোট দেখুন)।
২৭:৭ তাঁর সমস্ত যুদ্ধ। তুলনা দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ১৫:৩৭।
২৮:১ ষোল বছর কাল রাজত্ব করেন। খ্রী:পূ: ৭৩২-৭১৫ অব্দ। যোথমের সঙ্গে সহ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত নয় (৭৩৫-৭৩২)।
২৮:২ ছাঁচে ঢালা মূর্তি তৈরি করলেন। এই মূর্তি ছিল বাল দেবতার মূর্তি। কাজীগণ ২:১১, ১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।
২৮:৩ হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকা। ৩৩:৬ আয়াত দেখুন। এছাড়া নহিমিয়া ১১:৩০ আয়াত এবং নোট দেখুন; ইয়ারমিয়া ৭:৩১ আয়াত। ইউসিয়া বিজাতীয় দেবতাদের আচার অনুষ্ঠান করা সম্পূর্ণ বন্ধ করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২৩:১০)।
তার সন্তানদের কোরবানী দিলেন। লেবীয় ২০:১-৫ আয়াত; ইয়ারমিয়া ৭:৩১-৩২ আয়াত দেখুন। ২ বাদশাহ্‌নামা ১৬:৩ আয়াতে এক বচন “পুত্র” শব্দটি রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, আহসের দুষ্টতাকে বড় করে দেখাবার জন্য

বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দিলেন, তাতে অরামীয়েরা
তাঁকে পরাজিত করলো এবং তাঁর অনেক
লোককে বন্দী করে দামেস্কে নিয়ে গেল। আবার
তাঁকে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দেওয়া
হল, তিনিও মহাসংহারে তাঁকে পরাজিত
করলেন। [৬] কারণ রমলিয়ের পুত্র পেকহ এহুদায়
এক লক্ষ বিশ হাজার শক্তিশালী লোককে এক
দিনে হত্যা করলেন, যেহেতু তারা তাদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে ত্যাগ করেছিল।
[৭] আর সিখ্রি নামে এক আফরাহীমীয় বিক্রমশালী
লোক বাদশাহ্‌র পুত্র মাসেয়, বাড়ির নেতা
অস্রীকাম ও বাদশাহ্‌র প্রধান আমত্য ইলকানাকে
হত্যা করলো।

এহুদার বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া

[৮] আর বনি-ইসরাইল তাদের ভাইদের স্ত্রী,
পুত্র, কন্যাসহ দুই লক্ষ লোককে বন্দী করে নিয়ে
গেল এবং তাদের অনেক দ্রব্যও লুট করলো,
আর সেসব লুণ্ঠিত বস্তু সামেরিয়াতে নিয়ে গেল।
[৯] কিন্তু সেখানে ওদেদ নামে মাবুদের এক জন
নবী ছিলেন; তিনি সামেরিয়াতে প্রত্যাগত
সৈন্যসামন্তের সঙ্গে সাক্ষাত করতে বের হয়ে
তাদের বললেন, দেখ, তোমাদের পূর্বপুরুষদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ এহুদার উপরে ক্রুদ্ধ হওয়াতে
তোমাদের হাতে তাদের তুলে দিয়েছেন, আর
তোমরা ভীষণ ক্রোধে তাদেরকে যেভাবে হত্যা
করেছ সেই কথা বেহেশতে গিয়ে পৌঁছেছে।
[১০] আর এখন এহুদা ও জেরুশালেমের
লোকদেরকে তোমাদের গোলাম-বাঁদী করে বশে
রাখার মানস করছো; কিন্তু তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদেরও কি দোষ
নেই? [১১] অতএব এখন আমার কথা শোন;
তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে থেকে
যাদেরকে বন্দী করে এনেছ, তাদেরকে পুনরায়
পাঠিয়ে দাও; কেননা মাবুদের প্রচণ্ড ক্রোধ
তোমাদের উপরে রয়েছে। [১২] তখন আফরাহীম
সন্তানদের মধ্যে কয়েক জন প্রধান লোক, অর্থাৎ
যিহোহাননের পুত্র অসরিয়, মশিল্লেমোতের পুত্র
বেরিখিয়, শল্লুমের পুত্র যিহিষ্কিয় ও হদলয়ের
পুত্র অমাসা যুদ্ধযাত্রা থেকে প্রত্যাগত লোকদের
বিপক্ষে অবস্থান নিলেন, [১৩] এবং তাদেরকে
বললেন, তোমরা বন্দীদেরকে এই স্থানে এনো
না; কেননা আমাদের গুনাহ্‌ ও দোষগুলোর
উপরে, তোমরা মাবুদের কাছে আমাদেরকে
আরও দোষগ্রস্ত করতে মানস করছো; আমাদের
তো মহাদোষ হয়েছে ও ইসরাইলের উপরে
মাবুদের প্রচণ্ড ক্রোধ রয়েছে। [১৪] তখন অস্ত্রধারী
লোকেরা সেই বন্দীদের ও লুণ্ঠিত সমস্ত বস্তু
কর্মকর্তাদের ও সমস্ত সমাজের সম্মুখে রাখল।
[১৫] পরে উপরোক্ত নাম বিশিষ্ট পুরুষেরা উঠে
বন্দীদেরকে নিয়ে লুটের জিনিস দিয়ে তাদের
মধ্যে যারা উলঙ্গ ছিল তাদের সকলকে কাপড়
পরালেন, তাদের শরীরে কাপড় ও পায়ে জুতা
দিলেন, তাদেরকে ভোজন পান করালেন,
তাদের শরীরে তেল মাখালেন এবং দুর্বলদেরকে
গাধার পিঠে চড়িয়ে খর্জুরপুর জেরিকোতে
তাদের ভাইদের কাছে তাদেরকে নিয়ে গেলেন;
পরে তারা নিজেরা সামেরিয়াতে ফিরে গেলেন।

এহুদাকে সাহায্য করতে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র অস্বীকার

[১৬] ঐ সময়ে বাদশাহ্‌ আহস সাহায্য প্রার্থনা
করতে আসেরিয়া বাদশাহ্‌দের কাছে লোক
পাঠালেন। [১৭] কারণ ইদোমীয়েরা পুনর্বার এসে
এহুদাকে আক্রমণ করে অনেক লোক বন্দী করে
নিয়ে গিয়েছিল। [১৮] আর ফিলিস্তিনীরা নিম্নভূমি ও
এহুদার দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত নগর আক্রমণ করে
বৈৎশেমশ, অয়ালোন, গদেরোৎ, সোখো ও তার
উপনগরগুলো, তিম্না ও তার উপনগরগুলো এবং
গিম্‌সো ও তার উপনগরগুলো হস্তগত করে

[২৮:৬] আয়াত ৮; ইশা ৯:২১; ১১:১৩।
[২৮:৮] দ্বি:বি ২৮:২৫-৪১।
[২৮:৯] ইশা ১০:৬; ৪৭:৬; জাকা ১:১৫।
[২৮:৯] উজা ৯:৬; প্রকা ১৮:৫।
[২৮:১০] লেবীয় ২৫:৩৯-৪৬।
[২৮:১১] ২খান্দান ১১:৪।
[২৮:১৫] ২বাদশা ৬:২২; মেসাল ২৫:২১-২২।
[২৮:১৬] ২বাদশা ১৬:৭; ইহি ২৩:১২।
[২৮:১৭] জবুর ১৩৭:৭; ইশা ৩৪:৫; ৬৩:১; ইয়ার ২৫:২১; ইহি ১৬:৫৭; ২৫:১২; আমোস ১:১১।
[২৮:১৮] ইশা ৯:১২; ১১:১৪; ইয়ার ২৫:২০; ইহি ১৬:২৭, ৫৭; ২৫:১৫।

খান্দাননামার লেখক সুপরিকল্পিত ভাবে এই বহু বচন ব্যবহার করছেন। কিন্তু সেপ্টুয়াজিন্টের পাণ্ডুলিপিতে এবং ২ বাদশাহ্‌নামা ১৬:৩ আয়াতে একবচন রয়েছে। এতে প্রমাণ করে যে খান্দাননামার লেখক বিশ্বস্ত ভাবে এই অনুবাদের আগে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন।

২৮:৫ তুলনা করুন ১৩:১৬-১৭।

আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁকে অরামের বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দিলেন। তাৎক্ষণিক প্রতিফল পাওয়ার বিষয়ে খান্দাননামার অভিমত অনুযায়ী, যুদ্ধে পরাজিত হওয়া হল অবিশ্বস্ততার অন্যতম পরিণাম (২০:৩০ আয়াত এবং নোট দেখুন), একইভাবে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র হাতেও তুলে দিয়েছিলেন। ২ বাদশাহ্‌নামা ১৬:৫-৬ আয়াত এবং ইশাইয়া ৭ অধ্যায় স্পষ্ট করেছে যে, রৎসীন (অরামের বাদশাহ্‌) এবং পেকহ একত্রে এহুদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। খান্দাননামার লেখক বেছে নিতে পারতেন হয় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তাদের বিষয় উদ্দেশ্য করা অথবা অরাম-ইসরাইলের কোয়ালিশনের দুটি ভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিবরণ দেওয়া।

২৮:৬ পেকহ। উত্তররাজ্যে শাসন করতেন, খ্রী:পূ: ৭৫২-৭৩২ (২ বাদশাহ্‌ ১৫:২৭-৩১ আয়াত দেখুন)। আল্লাহ্‌ মাবুদকে ত্যাগ করেছিলেন। অবিয় উত্তররাজ্যের বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগ এনেছিলেন (১৩:১১)।

২৮:৯ আর তোমরা ভীষণ ক্রোধে তাদেরকে যেভাবে হত্যা করেছ। এহুদা থেকে যাদের বন্দী করে আনা হয়েছিল তাদের প্রতি উত্তররাজ্যের বন্দীকারীদের দয়াশীলতা, ১৪-১৫ আয়াতে এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। হয়তো এটি ঈসার বলা দয়ালু সমারিয়ার দৃষ্টান্তমূলক গল্পের পটভূমি ছিল (লূক ১০:২৫-৩৭)। উত্তররাজ্যের প্রতি ওদোদের মনোভাব দেখিয়েছিলেন তাদেরকে “তোমাদের ভাইদের” বলে আখ্যায়িত করার ইচ্ছাকে প্রকাশ করার মাধ্যমে (আয়াত ১১)। এই রকম ঘটনা যা ১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে তা এই ঘটনার বিপরিত ছিল। এতে প্রতিয়মান হয় যে, দক্ষিণরাজ্যের চেয়ে উত্তররাজ্যের লোকেরা আরো বেশি ধার্মিক ছিল।

২৮:১৭-১৮ ইদোমীয়রা এহুদা আক্রমণ করে, ... ফিলিস্তিনীরা আক্রমন করে। বিদেশী মৈত্রীর (১৬ আয়াত) কারণে আহসকে

আহস

আহস নামের অর্থ, অধিকারী। উত্তরাধিকারী সূত্রে এহুদার বাদশাহ্ যোথমের পুত্র (২ বাদশাহ্ ১৬:১; ইশা ৭:৯; ২ খান্দান ২৮:১)। তিনি মন্দ কাজে ও ছাঁচে ঢালা দেবদেবীর মূর্তিপূজা ইত্যাদিতে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি খুবই দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নবীদের উপদেশ শুনেন নি, বরং তাদের আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। নবী ইশাইয়া, নবী হোসিয়া, এবং নবী মিকাহ্ তাঁকে তাঁর কীর্তিকলাপের জন্য অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি দামেস্কের বাদশাহ্ রৎসীন ও বনি-ইসরাইলের বাদশাহ্ পেকহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আশেরিয়ার বাদশাহ্ তিগ্লৎ-পিলেষরের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁর রাজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে তিনি আশেরিয়ার বাদশাহ্‌র সাহায্য চেয়েছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৬:৭,৯; ১৫:২৯)। তিনি তাঁর লোকদেরকে ইহুদী ধর্মের রীতিনীতির বাইরে অনেক অ-ইহুদী রীতিনীতির এবং প্রতিমা পূজার ও দেবদেবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন (ইশা ৮:১৯; ৩৮:৮; ২ বাদশাহ্ ২৩:১২)। তিনি ষোল বছর রাজত্ব করার পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মারা যান খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪০-৭২৪; এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর পুত্র হিষ্কিয় বাদশাহ্ হয়েছিলেন। তাঁর কুকর্মের জন্য তাঁর কবরে কোন স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয় নি।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।
- আশেরিয়দের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তারা এহুদাকে দমন করেছিল ও চূর্ণ করেছিল
- আশেরিয়দের ধর্মীয় রীতি প্রচলিত করেছিলেন যা তার লোকদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি চরম আঘাত ছিল।
- বাল দেবতার উদ্দেশে তাঁর কয়েক জন সন্তানকে পুড়িয়ে উৎসর্গ করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর না করতে পারার জন্য ‘ভয়’ কখনও কোন ভাল অজুহাত হতে পারে না।
- কোন লোক বা কোন জিনিষ কোন কোন সময় খুবই সাহায্যকারী বলে মনে হতে পারে কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে বা আমারা তার গোলামে পরিণত হই।
- আমাদের জীবনে যে সব ভাল উদাহরণ আছে তা আমাদের ভুল পথ বেছে নেওয়া থেকে কোনমতেই আট্‌কাতে পারে না।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **কাজ:** এহুদার বাদশাহ্
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: যোথম, পুত্র হিস্কিয়।

মূল আয়াত: “আর এই কষ্টের সময়ে বাদশাহ্ আহস মাবুদের বিরুদ্ধে আরও বিশ্বাস ভঙ্গ করলেন” (২ খান্দান ২৮:২২)।

বাদশাহ্ আহসের কাহিনী ২ বাদশাহ্ ১৬ অধ্যায়ে এবং ২ খান্দাননামা ২৮ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া, তাঁর রাজত্ব কালে ইশাইয়া ৭-১০ অধ্যায়ে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন।

BACIB International Bible CHURCH

সেসব স্থানে বসতি করেছিল। ১৯ কেননা
ইসরাইলের বাদশাহ্ আহসের জন্য মাবুদ
এহুদাকে নত করলেন, কারণ তিনি এহুদায়
স্বেচ্ছাচার এবং মাবুদের বিরুদ্ধে নিতান্তই বিশ্বাস
ভঙ্গ করেছিলেন। ২০ আর আসেরিয়ার বাদশাহ্
তিলগৎ-পিলনেষর তাঁর কাছে আসলেন বটে,
কিন্তু তার বলবৃদ্ধি না করে তাঁকে কষ্ট দিলেন।
২১ বস্তুত আহস মাবুদের গৃহের, রাজপ্রাসাদের ও
কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মূল্যবান ধন-সম্পদ
নিয়ে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌কে দিলেও তাঁর কিছু
সাহায্য হল না।

গুনাহ্ ও বাদশাহ্ আহসের মৃত্যু

২২ আর এই কষ্টের সময়ে বাদশাহ্ আহস
মাবুদের বিরুদ্ধে আরও বিশ্বাস ভঙ্গ করলেন।
২৩ কারণ দামেস্কের যে দেবতারা তাঁকে আঘাত
করেছিল, তিনি তাদের উদ্দেশে কোরবানী
করলেন; আর বললেন, অরামীয় বাদশাহ্‌দের
দেবতারাই তাঁদের সাহায্য করেন, অতএব আমি
তাঁদেরই উদ্দেশে কোরবানী করবো, তাতে তাঁরা
আমারও সাহায্য করবেন। কিন্তু তারাই তাঁর ও
সমস্ত ইসরাইলের বিনাশের কারণ হল। ২৪ পরে
আহস আল্লাহ্‌র গৃহের সমস্ত পাত্র একত্র করলেন,
আল্লাহ্‌র গৃহের সেসব পাত্র কেটে খণ্ড খণ্ড
করলেন, মাবুদের গৃহের সমস্ত দরজা রুদ্ধ
করলেন এবং জেরুশালেমের প্রত্যেক কোণে
তার জন্য কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন। ২৫ আর
তিনি অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার
জন্য এহুদার প্রত্যেক নগরে উচ্চস্থলী নির্মাণ
করলেন; এভাবে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের
আল্লাহ্ মাবুদকে অসন্তুষ্ট করলেন।
২৬ তাঁর অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও প্রথম থেকে
শেষ পর্যন্ত সমস্ত চরিত্র, দেখ, এহুদা ও
ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা
আছে। ২৭ পরে আহস তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন, আর লোকেরা তাঁকে
নগরে অর্থাৎ জেরুশালেমে দাফন করলো,
ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের কবরে দাফন করে নি;
পরে তাঁর পুত্র হিষ্কিয় তাঁর পদে বাদশাহ্ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের রাজত্ব

২৯ ১ হিষ্কিয় পঁচিশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং ঊনত্রিশ বছর
পর্যন্ত জেরুশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের
নাম অবিয়া, তিনি জাকারিয়ার কন্যা। ২ হিষ্কিয়
তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের সমস্ত কার্যানুসারে
মাবুদের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা-ই করতেন।

বাদশাহ্ হিষ্কিয় এবাদতখানা পাক-সাফ করলেন

৩ তিনি তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরের প্রথম
মাসে মাবুদের গৃহের সমস্ত দরজা খুলে দিলেন

[২৮:১৯] ১খান্দান ৫:২৫।
[২৮:২০] ২বাদশা ১৫:২৯; ১খান্দান ৫:৬।
[২৮:২১] ইয়ার ২:৩৬।
[২৮:২২] ইয়ার ৫:৩; ১৫:৭; ১৭:২৩।
[২৮:২৩] ইশা ১০:২০; ইয়ার ৪৪:১৭-১৮।
[২৮:২৪] ২খান্দান ২৯:১৯।
[২৮:২৭] ইশা ১৪:২৮-৩২।
[২৮:২৭] ২খান্দান ২১:২০।
[২৯:১] ১খান্দান ৩:১৩।
[২৯:২] ২খান্দান ৩৪:২।
[২৯:৩] ২বাদশা ১৮:১৬।

পরাজয়ের দিকে চালিত করেছিল (১৬:২-৯ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৮:১৯ আহসের কারণে মাবুদ এহুদাকে নত করলেন। ১৩:১৮ আয়াতে উল্লেখিত উত্তররাজ্যের পরাজয়ের বর্ণনা করতে একই ধারা ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও আহসের অধীনে এহুদা দমন হয়েছিল।

২৮:২০ তিলগৎ-পিলনেষর। আসেরিয়ার বাদশাহ্ (রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪৫-৭২৭) আহসকে সাহায্য না করে তাকে কষ্ট দিলেন (১ খান্দান ৫:২৬ আয়াত এবং নোট দেখুন)। ২ বাদশাহ্ ১৬:৯ আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সাথে এই ঘটনার অসং-গতি রয়েছে, ২ বাদশাহ্ ১৬:৯ আয়াতে উল্লেখ উল্লেখ রয়েছে যে, তৃতীয় তিলগৎ-পিলনেষর আহসের অনুরোধে সাড়া দিয়ে দামেস্ক আক্রমণ করেন এবং তা অধিকার করেন। আর সেখানকার লোকদের বন্দী করেন এবং রৎসীনকে হত্যা করেন। খান্দাননামার লেখকের ধারণা, পাঠকদের অন্য ঘটনার বিষয়ে অবগত আছেন এবং আসেরিয়ার হস্তক্ষেপের ফলে এহুদার দামেস্ক এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে জয়লাভের বিষয়টিও জানেন। কিন্তু তিনি সুদূর প্রসারী পরিণতির উপর আলোকপাত করেছেন, পরিণতি ছিল অসেরিয়ার কাছে এহুদা নিজেকে তার অনুগত দাস হিসাবে সমর্পন।

২৮:২২-২৬ খান্দাননামার লেখক মনে করেন যে, আহসের দামেস্কে যাওয়া এবং দামেস্কস্থ কোরবানগাহের আকৃতি ও তাতে যে শিল্পকর্ম ছিল তার আদর্শ লিখে আনার ঘটনা সম্পর্কে পাঠকদের অবগত আছেন (২ বাদশাহ্ ১৬:১০-১৬)।

২৮:২৪-২৫ আহসের ক্রমপর্যায়ের ঘটনার উপর অতিরিক্ত বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ২ বাদশাহ্ ১৬:১৭-১৮ আয়াতে। খান্দাননামার লেখকও আহস যেসব অপব্যবহার করেছিলেন সেই সমস্ত বিষয়ের কিছু সংশোধনের জন্য হিস্কিয় বাদশাহ্‌র সংস্কার কাজের বিশদ বর্ণনাও যুক্ত করেছেন। আহস যে কেবল মাবুদের গৃহের সমস্ত দরজা বন্ধ করেছিলেন তা নয়, তিনি সমস্ত প্রদীপ নিভিয়ে ফেলেছিলেন এবং পবিত্র স্থানে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালানি ও পোড়ান-কোরবানী ও দেন নি (২৯:৭ আয়াত); কোরবানগাহ্ এবং আল্লাহ্‌র গৃহের পাত্র কেটে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল এবং দর্শন রুটির টেবিল উপেক্ষিত হয়েছিল (২৯:১৮-১৯)। আল্লাহ্‌র গৃহের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবে পালনের জন্য এই সব জিনিসপত্র ছিল উপযুক্ত; কিন্তু এই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে আহস দম্ভ করেছিলেন, যখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি এহুদার প্রতি বিশ্বস্ত আছেন। কিন্তু উত্তররাজ্যে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা ছিল (১৩:১১)। আহসের অধীনে এই সব আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং দক্ষিণরাজ্যকে ঠিক উত্তররাজ্যের মত করেছিলেন (১-২৭ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৮:২৭ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের কবরে দাফন করেন নি। ইনি ছিলেন তৃতীয় বাদশাহ্ যার দুষ্টতার ফলস্বরূপ মৃত্যুতে যথাযথ সম্মান পেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন যিহোরাম (২১:২০) এবং যোয়াশ (২৪:২৫)। উষিয়ের গুনাহ্ এবং কুষ্ঠরোগ একই পরিণতি বয়ে এনেছিল, যদিও এই বিষয়টি একই শব্দার্থে বর্ণিত হয়নি (২৬:২৩) এছাড়া তুলনা করুন মানশার বিষয় (৩৩:২০)।

২৯:১ ঊনত্রিশ বছর। খ্রীষ্টপূর্ব ৭১৫-৬৮৬ (কিন্তু ইশা ৩৬:১ আয়াত এবং নোট দেখুন), আল্লাহ্‌র দোয়ায় তার আয়ু আরও ১৫ বছর বৃদ্ধির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (২ বাদশাহ্

এবং মেরামত করলেন। ৪ আর তিনি ইমাম ও
লেবীয়দেরকে আনিয়ে পূর্ব দিকের চকে একত্র
করে বললেন, ৫ হে লেবীয়েরা, আমার কথা
শোন; তোমরা এখন নিজেদের পবিত্র কর ও
তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ মাবুদের গৃহ
পবিত্র কর এবং পবিত্র স্থান থেকে নাপাকীতা দূর
করে দাও। ৬ কেননা আমাদের পূর্বপুরুষেরা
বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন ও আমাদের আল্লাহ্
মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই করেছেন, আর
তাঁকে ত্যাগ করেছেন ও মাবুদের শরীয়ত-তাঁবু
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ও তাঁর দিকে পিছন
ফিরিয়েছেন। ৭ আর তারা বারান্দার সমস্ত দরজা
বন্ধ করেছেন এবং সমস্ত প্রদীপ নিভিয়ে
ফেলেছেন ও পবিত্র স্থানে ইসরাইলের আল্লাহ্র
উদ্দেশে ধূপ জ্বালান নি ও পোড়ানো-কোরবানী
দেন নি। ৮ এজন্য এহুদার ও জেরুশালেমের
উপরে মাবুদের গজব নেমে আসল; তাই তোমরা
স্বচক্ষে দেখছ যে, তিনি তাদেরকে ভেসে
বেড়াবার, বিস্ময় ও বিদ্রূপের পাত্র হবার জন্য
তুলে দিয়েছেন। ৯ আর দেখ, সেজন্য আমাদের
পিতারা তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়েছেন এবং
আমাদের পুত্রেরা, আমাদের কন্যারা, আমাদের
স্ত্রীরা বন্দী হয়ে রয়েছেন। ১০ অতএব আমাদের
উপর থেকে যেন তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ নিবৃত্ত হয়,
এজন্য আমরা ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদের সঙ্গে
নিয়ম স্থাপন করবো, এ-ই এখন আমার
মনোবাসনা। ১১ হে আমার সন্তানেরা, তোমরা
এখন শিথিল হয়ো না, কেননা তোমরা যেন
মাবুদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিচর্যা কর এবং
তাঁর পরিচারক হও ও ধূপ জ্বালাও, এজন্য তিনি
তোমাদেরকেই মনোনীত করেছেন।
১২ তখন লেবীয়েরা উঠল— কহাতীয়দের
সন্তানদের মধ্যে অমাসয়ের পুত্র মহাৎ ও অস-
রিয়ের পুত্র যোয়েল, মরারির সন্তানদের মধ্যে

[২৯:৫] লেবীয় ১১:৪৪; নহি ১৩:৯।
[২৯:৬] উজা ৯:৭; জবুর ১০৬:৬-৪৭; ইয়ার ২:২৭; ১৮:১৭; ইহি ২৩:৩৫; দানি ৯:৫-৬।
[২৯:৭] হিজ ৩০:৭।
[২৯:৮] লেবীয় ২৬:৩২; ইয়ার ১৮:১৬; ১৯:৮; ২৫:৯, ১৮।
[২৯:৯] ২খান্দান ২৮:৫-৮,১৭।
[২৯:১০] ২বাদশা ১১:১৭; ২খান্দান ২৩:১৬।
[২৯:১১] শুমারী ৩:৬; ৮:৬, ১৪।
[২৯:১২] শুমারী ৩:১৭-২০।
[২৯:১৩] হিজ ৬:২২।
[২৯:১৫] ১খান্দান ২৩:২৮; ইশা ১:২৫।
[২৯:১৬] ২শামু ১৫:২৩।
[২৯:১৯] ২খান্দান ২৮:২৪।

অব্দির পুত্র কীশ ও যিহলিলেলের পুত্র অসরিয়,
গের্শোনীয়দের মধ্যে সিম্মের পুত্র যোয়াহ ও
যোয়াহের পুত্র এদন, ১৩ ইলীষাফণের সন্তানদের
মধ্যে শিম্রি ও যিয়ূয়েল, আর আসফের
সন্তানদের মধ্যে জাকারিয়া ও মত্তনিয়,
১৪ হেমনের সন্তানদের মধ্যে যিহূয়েল ও শিমিয়ি
এবং যিদূথূনের সন্তানদের মধ্যে শময়িয় ও
উষীয়েল— ১৫ এসব লোক নিজেদের ভাইদেরকে
একত্র করে নিজেদের পবিত্র করলো এবং
মাবুদের কালাম অনুসারে ও বাদশাহ্র হুকুম
অনুসারে মাবুদের গৃহ পাক-পবিত্র করতে এল।
১৬ ইমামেরা পাক-পবিত্র করার জন্য মাবুদের
গৃহের ভিতরে গিয়ে, মাবুদের বায়তুল-
মোকাদ্দসের মধ্যে যেসব নাপাক জিনিস পেল,
সেসব বের করে মাবুদের গৃহের প্রাঙ্গণে এনে
ফেললো; পরে লেবীয়েরা বাইরে কিদ্রোণ স্রোতে
নিয়ে যাবার জন্য তা সংগ্রহ করলো। ১৭ তারা
প্রথম মাসের প্রথম দিনে পবিত্র করতে আরম্ভ
করে মাসের অষ্টম দিনে মাবুদের বারান্দাতে
এল; আর আট দিনের মধ্যে মাবুদের গৃহ পবিত্র
করলো এবং প্রথম মাসের ষোড়শ দিনে তা শেষ
করলো। ১৮ পরে তারা রাজপ্রাসাদে বাদশাহ্
হিষ্কিয়ের কাছে গিয়ে বললো আমরা মাবুদের
সমগ্র গৃহ এবং পোড়ানো-কোরবানীর
কোরবানগাহ্ ও তার সমস্ত পাত্র, দর্শনরুটির
টেবিল ও তার সমস্ত পাত্র পাক-পবিত্র করেছি।
১৯ আর বাদশাহ্ আহস তাঁর নিজের রাজত্বকালে
বিশ্বাস ভঙ্গ করে যেসব পাত্র ফেলে দিয়েছিলেন,
সেসব আমরা প্রস্তুত করে পবিত্র করেছি; দেখুন,
সে সমস্ত মাবুদের কোরবানগাহ্র সম্মুখে
রয়েছে।

এবাদতখানায় এবাদত পুনরায় শুরু করা

২০ পরে হিষ্কিয় বাদশাহ্ খুব ভোরে উঠে

২০:৬); কিন্তু এই বিষয়টি খান্দাননামার লেখক উল্লেখ করেন নি।

২৯:৩-৩০:২৭ বাদশাহ্নামায় এই বিবরণ পাওয়া যায় না।

২৯:৩ প্রথম বছর। খ্রীঃপূঃ ৭১৫, খান্দাননামার লেখকের তার বর্ণনায় সময়ানুক্রমিক বিষয় উপস্থাপনের এর একটি উদাহরণ হল (১২:২ আয়াত এবং নোট দেখুন), আল্লাহ্র গৃহের বন্ধ দরজা খুলে দেওয়া। আহসের এই সব অন্যায় কাজের ফলে এই সব মেরামত আবশ্যক হয়েছিল (২৮:২৪)। দরজায় নুতনভাবে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে মেরামত করতে হয়েছিল (২ বাদশাহ্ ১৮:১৬)।

২৯:৫-১১ হিষ্কিয়ের কথা কাজ এবং প্রভাব সম্পর্কে খান্দাননামার দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত দিক প্রকাশ করেছে। অতীতের গুনাহ্ সমস্যা এবং বিচার ডেকে এনেছিল, কিন্তু বিশ্বস্ততার নতুনীকরণের ফলে সেই সব সমস্যা এবং বিচার থেকে মুক্ত করেছিল।

২৯:৭ বাদশাহ্ হিষ্কিয় সোলায়মানের নমুনা অনুসরণ করে (২:৪; ৪:৭) আল্লাহ্র গৃহের পুনঃপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন।

২৯:৮ ভেসে বেড়াবার, বিস্ময় ও বিদ্রূপের পাত্র হবার জন্য তুলে দিয়েছেন। নবীদের ভাষায় পুনরুক্তি, বিশেষ করে ইয়ারমিয়ার ভাষায় (ইয়ারমিয়া ১৯:৮, ১৮; ২৯:১৮; ৫১। ৩৭)। আসেরিয়া কর্তৃক উত্তররাজ্যের এবং এহুদার অনেক বেশি ধ্বংসের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯:১২ কহাতীয় ... মরারীয় ... গের্শোনীয়। লেবীর তিনটি বংশধর (১ খান্দান ৬:১)।

২৯:১৩-১৪ আসফ ... হেমন ... যিদূথূন। লেবীয় গায়ক তিন পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা (১ খান্দান ৬:৩১-৪৮; ২৫:১-৩১)।

২৯:১৩ ইলীষাফণ। কহাতীয় গোষ্ঠিগুলোর পিতৃকূলের নেতা (শুমারী ৩:৩০); যার পরিবার সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল (১ খান্দান ১৫:৮ এবং ১৫:৪-১০ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

২৯:১৬ কিদ্রোন স্রোত। ইশাইয়া ২২:৭ আয়াত এবং নোট দেখুন এবং মানচিত্র দেখুন ৭৪৮; এছাড়া ১ বাদশাহ্ ১৫:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

২৯:১৮ হিষ্কিয়ের এই কাজ যা ছিল সোলায়মানের কাজের আয়নাস্বরূপ (২:৪)।

কিতাবুল মোকাদ্দসে জাগরণ

কিতাবুল মোকাদ্দসে অনেক জাগরণের বর্ণনা রয়েছে যেখানে বহু লোক আল্লাহ্‌র দিকে ফিরেছিল এবং তাদের গুনাহের জীবন-যাপন ত্যাগ করেছিল। একজন নেতা প্রত্যেকটি জাগরণের চরিত্রায়িত করেছিলেন যিনি জাতির রূহানিক শুষ্কতা তুলে ধরেছিলেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নেতা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা লোকেদের কাছে জানাতে ভয় পাননি।

নেতা	রেফারেন্স	কিভাবে লোকেরা সাড়া দিয়েছিল
হযরত মূসা	হিজ ৩২-৩৩	লোকেরা আল্লাহ্‌র আইন গ্রহণ এবং আবাস-তাঁবু তৈরি করেছিল।
হযরত শামুয়েল	১শামু ৭:২-১৩	মূর্তি ধ্বংস করে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তারা তাদের জীবনে আল্লাহ্‌কে প্রথম স্থান দিবে।
বাদশাহ্‌ দাউদ	২শামু ৬	জেরুশালেমে শরীয়ত-সিন্দুক এনেছিলেন; সঙ্গীত এবং বাদ্য যন্ত্র দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছিলেন।
বাদশাহ্‌ যিহোশাফট	২খান্দান ২০	শুধুমাত্র আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করার প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং তাদের হতাশা আনন্দে পরিণত হয়েছিল।
বাদশাহ্‌ হিস্কিয়	২খান্দান ২৯-৩১	এবাদতখানা পবিত্র করেছিলেন; মূর্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন; আল্লাহ্‌র ঘরে দশমাংস এনেছিলেন।
বাদশাহ্‌ যোশিয়া	২খান্দান ৩৪-৩৫	আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তাদের জীবন থেকে গুনাহের প্রভাবগুলো দূর করেছিলেন।
ইমাম উযায়ের	উযায়ের ৯-১০ হগয় ১	যারা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করিয়েছিল তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন; আল্লাহ্‌র আদেশের সাথে নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন; পুনরায় এবাদতখানা তৈরি করতে শুরু করেছিলেন।
নহিমিয় (উযায়েরের সাথে)	নহিমিয় ৮-১০	রোজা রেখেছিলেন, তাদের গুনাহ্‌ স্বীকার করেছিলেন, সকলের সামনে আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করেছিলেন এবং লিখিতভাবে শপথ করেছিলেন যে তারা সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্‌র সেবা করবেন।

বাদশাহ্‌ দাউদের রাজবংশ

দাউদ (৪০ বছর, ১খান্দান ১০-২৯)	উষিয় (৫২ বছর, ২খান্দান ২৬)
সোলায়মান (৪০ বছর, ২খান্দান ১-৯)	যোথাম (১৬ বছর, ২খান্দান ২৭)
রহবিয়াম (১৭ বছর, ২খান্দান ১০-১২)	আহস (১৬ বছর, ২খান্দান ২৭)
অবিয় (৩ বছর, ২খান্দান ১৩)	হিস্কিয় (২৯ বছর, ২খান্দান ২৯-৩২)
আসা (৪১ বছর, ২খান্দান ১৪-১৬)	মানাশা (৫৫ বছর, ২খান্দান ৩৩:১-২০)
যিহোশাফট (২৫ বছর, ২খান্দান ১৭-২০)	অমোন (২ বছর, ২খান্দান ৩৩:২১-২৫)
যিহোরাম (৮ বছর, ২খান্দান ২১)	যোশিয়া (৩১ বছর, ২খান্দান ৩৪-৩৫)
অহসিয় (১ বছর, ২খান্দান ২২:১-৯)	যিহোয়াহস (৩ মাস, ২খান্দান ৩৬:১-৪)
অথলিয়া (৬ বছর, ২খান্দান ২২:১০-২৩:২১)	যিহোয়াকিম (১১ বছর, ২খান্দান ৩৬:৫-৮)
যোয়াস (৪০ বছর, ২খান্দান ২৪)	যিহোয়াখিন (৩ বছর, ২খান্দান ৩৬:৯-১০)
অমৎসিয় (২৯ বছর, ২খান্দান ২৫)	সিদিকিয় (১১ বছর, ২খান্দান ৩৬:১১-১৬)

মাবুদ দাউদেরও কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর রাজ্য স্থায়ী হবে এবং তাঁর সিংহাসন চিরস্থায়ী হবে (২শামু ৭: ১৬)। এই প্রতিজ্ঞার আংশিক পরিপূর্ণতা হিসেবে দাউদ এবং তাঁর বংশধরেরা এহুদায় ৪০০ বছর শাসন করেছিলেন। ঈসা মসীহ্‌ ছিলেন দাউদের সরাসরি বংশধর এবং এই প্রতিজ্ঞার চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা (প্রেরিত ২:২২-৩৬)।

নগরের কর্মকর্তাদেরকে একত্র করে মাবুদের গৃহে গেলেন। ২১ আর তাঁরা রাজ্যের পবিত্র স্থানের জন্য ও এহুদার জন্য গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে সাতটি ষাঁড়, সাতটি ভেড়া, সাতটি ভেড়ার বাচ্চা ও সাতটি ছাগল উপস্থিত করলেন। পরে তিনি মাবুদের কোরবানগাহ্‌র উপরে পোড়ানো-কোরবানী করতে হারুনের বংশধর ইমামদেরকে হুকুম করলেন। ২২ অতএব ষাঁড়গুলোকে জবেহ্‌ করার পর ইমামেরা তাদের রক্ত নিয়ে কোরবানগাহ্‌র উপরে ছিটিয়ে দিল এবং ভেড়াগুলোকে জবেহ্‌ করা হলে তাদের রক্ত কোরবানগাহ্‌র উপরে ছিটিয়ে দিল এবং ভেড়ার বাচ্চাগুলোকে জবেহ্‌ করা হলে তাদের রক্ত কোরবানগাহ্‌র উপরে ছিটিয়ে দিল। ২৩ পরে গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য আনা ঐ সমস্ত ছাগল বাদশাহ্‌র ও সমাজের সম্মুখে আনা হলে তারা তাদের উপরে হাত রাখল। ২৪ আর ইমামেরা সেসব জবেহ্‌ করে সমস্ত ইসরাইলের জন্য কাফ্‌ফারা করবার জন্য তাদের রক্ত দ্বারা কোরবানগাহ্‌র উপরে গুনাহ্‌-কোরবানী করলো, কেননা বাদশাহ্‌র হুকুমে সমস্ত ইসরাইলের জন্য সেই পোড়ানো-কোরবানী ও গুনাহ্‌র জন্য কোরবানী করতে হল।

২৫ তিনি দাউদের, বাদশাহ্‌র দর্শক গাদের ও নাথন নবীর হুকুম অনুসারে করতাল, নেবল ও বীণাধারী লেবীয়দেরকে মাবুদের গৃহে স্থাপন করলেন, যেহেতু মাবুদ তাঁর নবীদের দ্বারা এই হুকুম করেছিলেন। ২৬ আর লেবীয়েরা দাউদের বাদ্যযন্ত্র এবং ইমামেরা তূরী হাতে দাঁড়ালো। ২৭ পরে হিষ্কিয় কোরবানগাহে পোড়ানো-কোরবানী করতে হুকুম করলেন; আর যখন পোড়ানো-কোরবানী আরম্ভ হল, তখন মাবুদের গানও আরম্ভ হল এবং তূরী ও ইসরাইলের বাদশাহ্‌ দাউদের বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠলো। ২৮ পোড়ানো-কোরবানী শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত সমাজ সেজ্‌দা করলো, গায়কেরা গান করলো ও তূরীবাদকেরা তূরী বাজাল। ২৯ পরে পোড়ানো-কোরবানী শেষ হলে বাদশাহ্‌ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক অবনত হয়ে সেজ্‌দা করলেন। ৩০ পরে হিষ্কিয় বাদশাহ্‌ ও কর্মকর্তারা দাউদের ও আসফ দর্শকের কালাম দ্বারা মাবুদের উদ্দেশে প্রশংসা-কাওয়ালী গান করতে লেবীয়দেরকে হুকুম করলেন। আর তারা আনন্দপূর্বক প্রশংসা-কাওয়ালী গান করলো এবং উবুড় হয়ে সেজ্‌দা করলো।

৩১ তখন হিষ্কিয় জবাবে বললেন, এখন মাবুদের উদ্দেশে তোমরা পবিত্র হলে; কাছে এসো, মাবুদের গৃহে কোরবানী ও শুকরিয়া-উপহার উপস্থিত কর। তখন সমাজ কোরবানী ও শুকরিয়া-উপহার আনলো ও যত লোকের মনে ইচ্ছা হল, তারা পোড়ানো-কোরবানী আনলো। ৩২ সমাজ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য যেসব পশু আনলো, তার সংখ্যা এই; সত্তরটি ষাঁড়, এক শত ভেড়া ও দুই শত ভেড়ার বাচ্চা, এসব মাবুদের উদ্দেশে দেওয়া পোড়ানো-কোরবানী। ৩৩ আর ছয় শত ষাঁড় ও তিন হাজার ভেড়া পবিত্রীকৃত হল। ৩৪ কিন্তু ইমামেরা সংখ্যায় অল্প বলে তারা সমস্ত পোড়ানো-কোরবানী পশুর চামড়া খুলতে অসমর্থ হল; অতএব সেই কাজ যতক্ষণ শেষ না হয় এবং ইমামেরা যতক্ষণ নিজেদেরকে পবিত্র না করে, ততক্ষণ তাদের লেবীয় ভাইয়েরা তাদের সাহায্য করলো; কেননা নিজেদেরকে পবিত্র করণে ইমামদের চেয়ে লেবীয়েরা অন্তরে বেশি সরল ছিল। ৩৫ আর মঙ্গল-কোরবানীগুলোর চর্বি ও পোড়ানো-কোরবানীগুলোর উপযুক্ত পেয় কোরবানীসহ সেই পোড়ানো-কোরবানী প্রচুর হয়েছিল। এভাবে মাবুদের গৃহ সম্বন্ধীয় সেবাকর্ম পরিপাটিক্রমে চললো। ৩৬ আর আল্লাহ্‌ লোকদের জন্য যা কিছু করেছেন তাতে হিষ্কিয় ও সমস্ত লোক আনন্দ করলেন; কেননা অকস্মাৎ সেই কাজ করা হয়েছিল।

বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের ঈদুল ফেসাখ পালন

৩০ ১ পরে লোকেরা যেন ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে ঈদুল ফেসাক পালন করার জন্য জেরুশালেমে মাবুদের গৃহে আসে, এজন্য হিষ্কিয় ইসরাইল ও এহুদার সর্বত্র দূত পাঠালেন এবং আফরাহীম ও মানশাকেও পত্র লিখলেন। ২ কারণ বাদশাহ্‌, তাঁর কর্মকর্তারা ও জেরুশালেমের সমস্ত সমাজ

[২৯:২১] উজা ৬:১৭; ৮:৩৫।
[২৯:২২] লেবীয় ৪:১৮; শুমারী ১৮:১৭।
[২৯:২৩] লেবীয় ১৬:৫।
[২৯:২৪] হিজ ২৯:৩৬; লেবীয় ৪:২৬।
[২৯:২৫] ১খান্দান ২৫:৬; ২৮:১৯।
[২৯:২৬] ১খান্দান ১৫:১৬।
[২৯:২৭] ১শামু ১৬:১৬।
[২৯:২৮] ২খান্দান ২:৪।
[২৯:২৯] ২খান্দান ২০:১৮।
[২৯:৩১] ইব ১৩:১৫-১৬।
[২৯:৩২] লেবীয় ১:১-১৭।
[২৯:৩৪] ইহি ৪৪:১১।
[২৯:৩৫] পয়দা ৪:৪; হিজ ২৯:১৩।
[২৯:৩৬] ২খান্দান ৩৫:৮।
[৩০:১] হিজ ১২:১১; শুমারী ২৮:১৬।
[৩০:২] শুমারী ৯:১০।

২৯:২১ গুনাহ্‌-কোরবানী। লেবীয় ৪:১-৫:১৩ আয়াত দেখুন এবং চার্ট দেখুন।

২৯:২২ তাদের রক্ত কোরবানগাহের উপর ছিটিয়ে দিল। লেবীয় ১৭:৬ আয়াত, শুমারী ১৮:১৭ আয়াত।

২৯:২৩ তারা তাদের উপরে হাত রাখল। লেবীয় ৪:১৩-১৫; ৮:১৪-১৫; শুমারী ৮:১২।

২৯:২৫ গাদ ... নাথন। ১ শামু ২২:৫ আয়াত এবং নোট দেখুন; ২ শামু ৭; ১২ অধ্যায়।

২৯:২৬ দাউদের বাদ্যযন্ত্র। ১ খান্দান ২৩:৫আয়াত দেখুন।

২৯:৩৫ পোড়ানো ... কোরবানী প্রচুর হয়েছিল ... মঙ্গল কোরবানী ... পেয় কোরবানী। সোলায়মানের মাধ্যমে এবাদতখানা উদ্বোধনের স্মারক (৭:৪-৬)। শরীয়ত অনুযায়ী মঙ্গল-কোরবানী সম্বন্ধে, লেবীয় ৩; ৭:১১-২১; পেয় কোরবানী সম্বন্ধে শুমারী ১৫:১-১২ আয়াত দেখুন। মাবুদের গৃহের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ৮:১৬ আয়াতে সোলায়মানের কোরবানীর কাজ সম্পর্কে উল্লেখিত পদ্ধতির মত একই পদ্ধতিতে কাজ করা হয়েছিল।

৩০:১ ইসরাইল ও এহুদার সর্বত্র। ১ খান্দান ভূমিকায় উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু দেখুন। আসেরিয়ার আক্রমন এবং নির্বাসনের পরিণতিস্বরূপ উত্তররাজ্য চরম অবস্থায় পতিত হয়েছিল (যা

BACIB
International Bible
CHURCH

দ্বিতীয় মাসে ঈদুল ফেসাখ পালন করতে ঠিক
করেছিলেন; ৩ কারণ প্রয়োজনের চেয়ে অল্প
সংখ্যক ইমাম পবিত্রীকৃত হয়েছিল এবং
জেরুশালেমে লোকেরা সমাগত হয় নি, সুতরাং
তখনই তা পালন করা তাঁদের অসাধ্য হয়েছিল।
৪ এই বিষয়টি বাদশাহ্‌র ও সমস্ত সমাজের
দৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হল। ৫ অতএব লোকেরা যেন
জেরুশালেমে এসে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের
উদ্দেশে ঈদুল ফেসাখ পালন করে, এজন্য তাঁরা
বের্‌-শেবা থেকে দান পর্যন্ত ইসরাইলের সর্বত্র
ঘোষণা করতে স্থির করলো, কেননা তারা পাক-
কিতাবে লেখা বিধি অনুসারে বহুসংখ্যক একত্র
হয়ে তা পালন করে নি। ৬ পরে সংবাদ-বাহকরা
বাদশাহ্‌র ও তাঁর কর্মকর্তাদের হাত থেকে পত্র
নিয়ে ইসরাইল ও এহুদার সর্বত্র গমন করে
বাদশাহ্‌র হুকুম অনুসারে বললো; হে বনি-
ইসরাইল, তোমরা ইব্রাহিম, ইসহাক ও
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রতি ফের; তাতে
তোমাদের যে অবশিষ্ট লোকেরা আসেরিয়া
বাদশাহ্‌দের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তাদের
প্রতি তিনি ফিরবেন। ৭ তোমরা তোমাদের
পূর্বপুরুষ ও ভাইদের মত হয়ো না, কেননা
তোমরা দেখছ, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের বিরুদ্ধে সত্য লঙ্ঘন করাতে
তিনি তাদেরকে ধ্বংসের হাতে তুলে দিয়েছেন।
৮ এখন তোমাদের পূর্বপুরুষদের মত তোমরা

[৩০:৩] শুমারী ৯:৬-১৩; ২খান্দান ২৯:৩৪।
[৩০:৫] কাজী ২০:১।
[৩০:৭] জবুর ৭৮:৮, ৫৭; ১০৬:৬; ইয়ার ১১:১০; ইহি ২০:১৮।
[৩০:৮] শুমারী ২৫:৪; ২খান্দান ২৯:১০।
[৩০:৯] হিজ ২২:২৭; দ্বি:বি ৪:৩১; ২খান্দান ৬:৩৯; মীখা ৭:১৮।
[৩০:১০] ২খান্দান ৩৬:১৬।
[৩০:১১] ২খান্দান ৬:৩৭।
[৩০:১২] ইয়ার ৩২:৩৯; ইহি ১১:১৯।
[৩০:১৩] শুমারী ২৮:১৬।
[৩০:১৪] ২খান্দান ২৮:২৪।

নিজ নিজ ঘাড় শক্ত করো না, কিন্তু মাবুদের
বশবর্তী হও এবং তিনি চিরকালের জন্য যে স্থান
পবিত্র করেছেন, তাঁর সেই পবিত্র স্থানে এসে
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সেবা কর, তাতে
তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ তোমাদের থেকে নিবৃত্ত হবে।
৯ কেননা তোমরা যদি পুনর্বার মাবুদের প্রতি
ফের, তবে তোমাদের ভাইয়েরা ও সন্তানেরা
যাদের দ্বারা বন্দীরূপে নীত হয়েছে, তাদের কাছে
কৃপা পেয়ে হয়ে এই দেশে ফিরে আসতে
পারবে; কারণ তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ কৃপাময়
ও স্নেহশীল; যদি তোমরা তাঁর প্রতি ফের, তবে
তিনি তোমাদের থেকে মুখ ফিরাবেন না।
১০ সংবাদ-বাহকেরা আফরাহীম ও মানশা
দেশের বিভিন্ন নগরে ও সবূলূন পর্যন্ত গেল; কিন্তু
লোকেরা তাদেরকে পরিহাস ও বিদ্রূপ করলো।
১১ তবুও আশেরের, মানশার ও সবূলূনের অনেক
লোক নিজেদেরকে অবনত করে জেরুশালেমে
এল। ১২ আর আল্লাহ্‌র হাত এহুদার উপরও
ছিল, ফলত তিনি তাদেরকে এক চিত্ত দিয়ে
মাবুদের কালাম অনুসারে বাদশাহ্‌র ও
কর্মকর্তাদের হুকুম পালন করতে প্রবৃত্ত করলেন।
১৩ পরে দ্বিতীয় মাসে খামিহীন রুটির উৎসব
পালন করার জন্য বিস্তর লোক, এক মহাসমাজ,
জেরুশালেমে একত্র হল। ১৪ আর তারা
জেরুশালেমের সমস্ত কোরবানগাহ্‌ দূর করলো
এবং ধূপদাহের জন্য পাত্রগুলোও দূর করে

আশ্চর্যজনকভাবে এখানে উল্লেখ করা হয় নি), খান্দাননামায় দেখিয়েছেন যে, "সমস্ত ইসরাইল" আর একবার দাউদীয় বাদশাহের এবং মাবুদের গৃহের কাছে ক্রমে মিলিত হয়েছে (৫ আয়াত ১৮-১৯ আয়াত, ২৫ আয়াত দেখুন)।

৩০:২ দ্বিতীয় মাস। রাজ্য বিভাগের পর ইয়ারবিম উত্তর রাজ্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সময়সূচী একমাস বিলম্ব করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১২:৩২)। সম্ভবত তিনি জেরুশালেমের এবাদত থেকে উত্তররাজ্যের লোকদের সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। বাদশাহ্‌ হিস্কিয় একমাস দেরীতে ঈদুল ফোসাখ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার কারণ কেবল ইমামদের নিজেদের পবিত্র করণের জন্য (৩ আয়াত) এবং লোকেরা জমায়েত হওয়ার জন্য (৩,১৩ আয়াত) প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু দুই রাজ্যের দুই শতাব্দীর ও আগে থেকে চলে আসা ঈদুল ফেসাখ পালনের সময়সূচির মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। হিস্কিয়ের ঈদুল ফেসাখ পালনের বিলম্ব ঘটাবার কারণ ছিল যাতে সমস্ত ইসরাইল এতে সম্পৃক্ত হতে পারে। সোলায়মানের সময়ে প্রথমবার "সমস্ত ইসরাইল" এতে সম্পৃক্ত হয়েছিল। সোলায়মানের সময়ে প্রথমবার সমস্ত ইসরাইল এক সঙ্গে ঈদুল ফেসাক পালন করেছিল। খান্দাননামার লেখকের চিন্তায়, হিস্কিয় হলেন দ্বিতীয় সোলায়মান। ঈদুল ফেসাখ পালনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা ছিল প্রথম মাসের ১৪ তারিখ (হিজরত ১২:২,৬ আয়াত; দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১-৮ আয়াত) কিন্তু মাবুদের গৃহ অপবিত্র হওয়ার জন্য এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সংশোধনের কারণে যথা সময়ে ঈদুল ফেসাখ পালন করেছিল (উজায়ের ৬:১৬-২২ আয়াত)।

৩০:৫ বহু সংখ্যক। সোলায়মানের সময়ে একই রকম ভাবে বহু সংখ্যক লোক মিলিত ভাবে ঈদুল ফেসাখ পালনের সঙ্গে তুলনা করা যায় (২১৬ আয়াত দেখুন)। ঈদুল ফেসাখ যখন পালন করা আরম্ভ হয় তখন তা পারিবারিক ভাবে পালন করা হত (হিজরত ১২ অধ্যায়)। পরবর্তী সময়ে এই ঈদুল ফেসাখ জাতীয় ভাবে মাবুদের গৃহে বা বায়তুল মোকাদ্দসে পালন করা হত (৮ আয়াত দেখুন, দ্বি:বি: ১৬:১৮ আয়াত দেখুন)।

৩০:৮ তাঁর সেই পবিত্র স্থানে এসে তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সেবা কর। পবিত্র স্থানে এসে বছরে যে তিনটি উৎসব পালন করা হতো তার মধ্যে ঈদুল ফেসাখ ছিল অন্যতম। এই উৎসবগুলো পালন করার জন্য মাবুদের গৃহে (বায়তুল মোকাদ্দস) উপস্থিত হওয়া আবশ্যক ছিল (শুমারী ২৮:৯-২৯:৩১ আয়াত)

৩০:৯ যাদের দ্বারা বন্দীরূপে নীত হয়েছে, তাদের কাছে কৃপা পেয়ে। সোলায়মানের মুনাজাতের বিষয়ে একই রকম বিবরণের (১ বাদশাহ্‌ ৮:৫০ আয়াত) এই কথাগুলো পাওয়া যায় যে, যারা তাদের বন্দি করেছে তাদের প্রতি করুণা দেখায়, কিন্তু এই কথাগুলো খান্দাননামার লেখক দ্বিতীয় খান্দান ৬:৩৯ আয়াতে উল্লেখিত সোলায়মানের মুনাজাতে বাদ দিয়েছেন। হিস্কিয়ের কথায় এখানে যে শব্দগুচ্ছ পাওয়া যায় তাকে আবার নিজেকে তিনি সোলায়মান হিসাবে প্রকাশ করেছেন (লেবীয় ২৬:৪০-৪২ আয়াত দেখুন)। এখানে বলা হয়েছে যারা মাবুদ আল্লাহ্‌র দিকে ফিরবেন তারা এই দেশে ফিরে আসতে পারবে, এমনকি আসেরিয়ার বন্দীত্ব থেকেও ফিরে আসতে পারবে।

BACIB
International Bible
CHURCH

কিদ্রোণ স্রোতে নিক্ষেপ করলো। ১৫ পরে দ্বিতীয়
মাসের চতুর্দশ দিনে তারা ঈদুল ফেসাখের
কোরবানী করলো; আর ইমাম ও লেবীয়েরা
লজ্জিত হয়ে নিজদেরকে পবিত্র করলো এবং
মাবুদের গৃহে পোড়ানো-কোরবানী উপস্থিত
করলো। ১৬ আর তারা আল্লাহ্‌র লোক মূসার
শরীয়ত অনুসারে তাদের রীতি অনুযায়ী যার যার
স্থানে দাঁড়াল, ইমামেরা লেবীয়দের হাত থেকে
রক্ত নিয়ে ছিটিয়ে দিল। ১৭ কেননা যারা
নিজেদেরকে পবিত্র করে নি, এমন অনেক লোক
সমাজে ছিল; অতএব মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র
করবার জন্য লেবীয়েরা নাপাক সব লোকের জন্য
ঈদুল ফেসাখের কোরবানীর কাজে নিযুক্ত হল।
১৮ বস্তুত বিস্তর লোক, আফরাহীম, মানশা,
ইষাখর ও সবূলূন থেকে আগত অনেক লোক,
নিজেদেরকে পাক-পবিত্র করে নি, কিন্তু লিখিত
বিধির বিপরীতে ঈদুল ফেসাখের মেজবানী
ভোজন করলো। ১৯ কেননা হিষ্কিয় তাদের জন্য
মুনাজাত করে বলেছিলেন, পবিত্র স্থানের বিধি
অনুসারে পাক-পবিত্র না হলেও যে কেউ আল্লাহ্‌র
খোঁজ, তার পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদের খোঁজ
করার জন্য নিজের অন্তঃকরণ প্রস্তুত করেছে,
মঙ্গলময় মাবুদ তাকে মাফ করুন। ২০ তাতে
মাবুদ হিষ্কিয়ের মুনাজাত শুনে লোকদেরকে সুস্থ
করলেন। ২১ এভাবে জেরুশালেমে উপস্থিত বনি-
ইসরাইল সাত দিন পর্যন্ত মহানন্দে খামিহীন
রুটির উৎসব পালন করলো এবং লেবীয় ও
ইমামেরা প্রতিদিন মাবুদের উদ্দেশে উচ্চধ্বনির
বাদ্য বাজিয়ে মাবুদের প্রশংসা করলো। ২২ আর
যেসব লেবীয় মাবুদের সেবাকর্মে সুদক্ষ ছিল,
তাদেরকে হিষ্কিয় উৎসাহবর্ধক কথা বললেন;
এভাবে তারা ঈদের সাত দিন পর্যন্ত মঙ্গল-
কোরবানী করে ভোজন করলো এবং তাদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদের শুকরিয়া করলো।

[৩০:১৫] ২খান্দান ২৯:৩৪।
[৩০:১৬] ২খান্দান ৩৫:১০।
[৩০:১৭] ২খান্দান ৩৫:১১; উজা ৬:২০।
[৩০:১৮] হিজ ১২:৪৩-৪৯; শুমারী ৯:৬-১০।
[৩০:২০] ইয়াকুব ৫:১৬।
[৩০:২১] হিজ ১২:১৫, ১৭; ১৩:৬।
[৩০:২৩] ২খান্দান ৭:৯।
[৩০:২৪] ১বাদশা ৮:৫; ২খান্দান ৩৫:৭; জুৎ ৬:১৭; ৮:৩৫।
[৩০:২৫] আয়াত ১১।
[৩০:২৬] ২খান্দান ৭:৮।
[৩০:২৭] হিজ ৩৯:৪৩।
[৩১:১] ২বাদশা ১৮:৪; ২খান্দান ৩২:১২; ইশা ৩৬:৭।
[৩১:২] ২খান্দান ২৯:৯।

২৩ পরে সমস্ত সমাজ আরও সাত দিন পালন
করতে পরামর্শ করলো; এবং সেই সাত দিন
আনন্দে পালন করলো। ২৪ বস্তুত এহুদার
বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় সমাজকে উপহার দেবার জন্য
এক হাজার ষাঁড় ও সাত হাজার ভেড়া দিলেন
এবং কর্মকর্তারা সমাজকে এক হাজার ষাঁড় ও
দশ হাজার ভেড়া দিলেন; আর ইমামদের মধ্যে
অনেকে নিজেদেরকে পবিত্র করলো। ২৫ আর
এহুদার সমস্ত সমাজ, ইমামেরা, লেবীয়রা ও
ইসরাইল থেকে আগত সমস্ত সমাজ এবং
ইসরাইল দেশ থেকে আগত ও এহুদায়
বসবাসকারী বিদেশী সকলে আনন্দ করলো।
২৬ এভাবে জেরুশালেমে বড় আনন্দ হল; কেননা
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ দাউদের পুত্র সোলায়মানের
পরে জেরুশালেমে এই রকম ঈদ পালন করা
হয় নি। ২৭ পরে লেবীয় ইমামেরা লোকদেরকে
দোয়া করলো আর আল্লাহ্‌ তাদের মুনাজাত
শুনলেন, কারণ তাদের মুনাজাত তাঁর পবিত্র
বাসস্থান বেহেশতে উপস্থিত হল।

আশেরা-মূর্তি ও উচ্চস্থলী উৎপাটন করা

৩১ ১ এ সব শেষ হবার পর সেখানে
উপস্থিত সমস্ত ইসরাইল এহুদার
বিভিন্ন নগরে গমন করে সমস্ত স্তম্ভ ভেঙে
ফেললো, সমস্ত আশেরা-মূর্তি কেটে ফেলল এবং
সমস্ত এহুদা, বিন-ইয়ামীন, আফরাহীম ও
মানশাতে উচ্চস্থলী ও সমস্ত কোরবানগাহ্‌ ভেঙে
ফেললো, নিঃশেষে উৎপাটন করলো; পরে বনি-
ইসরাইল প্রত্যেকে যার যার বাসস্থান ও নগরে
ফিরে গেল। ২ আর হিষ্কিয় পোড়ানো-কোরবানী
ও মঙ্গল-কোরবানীদান, পরিচর্যা এবং মাবুদের
শিবিরের দ্বারগুলোতে প্রশংসা-গজল ও শুকরিয়া
করতে ইমামদের ও লেবীয়দেরকে পালার
অনুক্রমে, প্রত্যেককে যার যার সেবাকর্ম
অনুসারে, নিযুক্ত করলেন। ৩ আর মাবুদের

৩০:১৪ কিদ্রোন স্রোত। ২৯:১৬ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩০:১৫ ইমাম ও লেবীয়েরা লজ্জিত হয়ে নিজদেরকে পবিত্র করলো। ইতিপূর্বে ইমামদের বিরুদ্ধে সরাসরি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছিল, (৩,২৯:৩৪ আয়াত) তা এখানে প্রসারিত করে লেবীয়দেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে– নির্বাসন থেকে ফিরে আসা সমাজের ইমাম এবং লেবীয়দের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তারা যেন বিশ্বস্ত হয়।

৩০:১৭ লেবীয়েরা ঈদুল ফেসাখের মেষ কোরবানী দিল। হিজরত ১২:৬ আয়াত, দ্বি:বি: ১৬:৬ আয়াত দেখুন। শরীয়ত অনুযায়ী পরিবারের প্রধান ঈদুল ফেসাখের কোরবানীর পশু জবাই করতো। সম্ভবত লেবীয়েরা সম্প্রতি উত্তররাজ্য থেকে এসেছে, আর এই কাজের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের পবিত্র করেন নি। ইউহোন্না ১১:৫৫ আয়াতের তুলনা করুন।

৩০:১৮-১৯ ঈমান এবং বাধ্যতা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উর্দ্ধে নিয়ে যায় (ইশাইয়া ১:১১-১৫ আয়াত এবং নোট দেখুন; তুলনা করুন, মার্ক ৭:১-২৩; ইউহোন্না ৭:২২-২৩; ৯:১৪-১৬ আয়াত)।

৩০:২০ মাবুদ সোলায়মানের মুনাজাত স্মরণ করে (৭:১৪ আয়াত) হিষ্কিয়ের মুনাজাতের উত্তর দিলেন।

৩০:২৩ আরও সাত দিন। সোলায়মানের এবাদতখানা উদ্বোধন অনুষ্ঠান পালনের এই ঈদুল ফেসাকের অনুষ্ঠান আরো সাত দিন বেশি পালন করা হয়েছিল। অর্থাৎ দুই সপ্তাহ ব্যাপি এই উৎসব পালন করা হয়েছিল।

৩০:২৭ তাদের মুনাজাত তার পবিত্র বাসস্থান বেহেশতে উপস্থিত হল। সোলায়মানের উৎসর্গের মুনাজাতের অপর একটি প্রতিধ্বনী (৬:২১, ৩০, ৩৩, ৩৯ আয়াত)।

৩১:১ ইসরাইল ... বনি-ইসরাইল। হিষ্কিয়ের মাধ্যমে সমস্ত ইসরাইল দৃশ্যত পুনরায় একতাবদ্ধ হতে পেরেছে, এই বিষয়টির দিকে খান্দাননামার লেখক মনোযোগ দিয়েছেন।

স্তম্ভ। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

আশেরা-মূর্তি। ১৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন এবং হিজরত ৩৪:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩১:২ ৮:১৪ আয়াতের প্রতিধ্বনী। খান্দাননামার লেখক হিষ্কিয়কে দ্বিতীয় সোলায়মানের আদর্শরূপে উপস্থাপন করার

শরীয়তে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে তিনি
পোড়ানো-কোরবানীর জন্য, প্রাতঃকালীন ও
সন্ধ্যাকালীন পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এবং
বিশ্রামবার, অমাবস্যা ও উৎসব সম্বন্ধীয়
পোড়ানো-কোরবানীর জন্য, বাদশাহ্‌র সম্পত্তি
থেকে দেয় অংশ নির্ধারণ করলেন। ⁴ আর ইমাম
ও লেবীয়রা যেন মাবুদের শরীয়তে বিশ্বস্ত থাকে,
এজন্য তিনি তাদের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে দিতে
জেরুশালেম-নিবাসী লোকদের হুকুম করলেন।
⁵ এই হুকুম দেশে ব্যাপ্ত হওয়ামাত্র বনি-ইসরাইল
শস্য, আঙ্গুর-রস, তেল ও মধু এবং ভূমির উৎপন্ন
সমস্ত দ্রব্যের অগ্রিমাংশ অতি প্রচুররূপে আনলো
এবং সকল দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ
প্রচুররূপে আনলো। ⁶ আর ইসরাইল ও এহুদার
যে লোকেরা এহুদার নগরগুলোতে বাস করতো,
তারাও গরু ও ভেড়ার দশ ভাগের এক ভাগ এবং
তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত
পবিত্র দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ এনে রাশি
রাশি করলো। ⁷ তৃতীয় মাসে তারা সেই রাশি
করতে আরম্ভ করে সপ্তম মাসে সমাপ্ত করলো।
⁸ পরে হিষ্কিয় ও কর্মকর্তারা এসে স্তূপগুলো দেখে
মাবুদের প্রশংসা ও তাঁর লোক ইসরাইলদের
দোয়া করলেন। ⁹ আর হিষ্কিয় সেই সকল
স্তূপগুলোর বিষয়ে ইমামদের ও লেবীয়দেরকে
জিজ্ঞাসা করলেন। ¹⁰ সাদোকের কুলজাত
অসরিয় নামে প্রধান ইমাম তাঁকে এই জবাব
দিলেন, যেদিন থেকে লোকেরা মাবুদের গৃহে
উপহার আনতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকে
আমরা ভোজন করেছি, তৃপ্ত হয়েছি, আর যথেষ্ট
বেঁচে গেছে; কেননা মাবুদ তাঁর লোকদের দোয়া
করেছেন, তাই এই বড় দ্রব্যরাশি বেঁচে গেছে।

ইমাম ও লেবীয়দের কর্তব্য-কাজ পুনর্নির্ধারণ

¹¹ পরে হিষ্কিয় মাবুদের গৃহে কতকগুলো
কুঠরী প্রস্তুত করতে হুকুম দিলেন, তাতে তারা
কুঠরী প্রস্তুত করলো। ¹² আর তারা উপহার, দশ
ভাগের এক ভাগ ও পবিত্রীকৃত বস্তু বিশ্বস্তভাবে
ভিতরে আনলো; এবং তাদের উপরে লেবীয়
কনানিয় ছিলেন নেতা ও তার ভাই শিমিয়ি
ছিলেন তাঁর সহকারী। ¹³ আর যিহীয়েল,
অসসিয়, নহৎ, অসাহেল, যিরীমোৎ, যোষাবদ,
ইলীয়েল, যিস্মখিয়, মাহৎ ও বনায়, এরা হিষ্কিয়
বাদশাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র গৃহের নেতা অসরিয়ের
হুকুমে কনানিয় ও তাঁর ভাই শিমিয়ির অধীনে
তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হল। ¹⁴ আর যিম্নার পুত্র
কোরি নামক যে লেবীয় পূর্ব দিকের দ্বারপাল
ছিল, মাবুদের প্রাপ্য উপহার ও মহা-পবিত্র
বস্তুগুলো বিতরণ করার জন্য সে আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে স্বেচ্ছাদত্ত বস্তুগুলোর ভারও তাঁর উপর
ছিল। ¹⁵ তার অধীনে এদন, মিনিয়ামীন, যেশূয়,
শময়িয়, অমরিয় ও শখনিয়, এরা ইমামদের
বিভিন্ন নগরে তাদের ছোট বড় ভাইদেরকে
পালানুসারে অংশ দেবার জন্য নির্ধারিত কাজে
নিযুক্ত হল। ¹⁶ এদের ছাড়া তিন বছর ও তার
চেয়েও বেশি বয়স্ক লোক, যাদের নাম পুরুষদের
খান্দাননামায় লেখা হয়েছিল, তারা প্রতিদিন কে
কে নিজ নিজ পালা অনুসারে নিজ নিজ পদ
অনুসারে তাদের সেবাকর্মের জন্য মাবুদের গৃহে
প্রবেশ করবে তা স্থির হল। ¹⁷ আর যার যার
পিতৃকুল অনুসারে ইমামদের এবং বিশ বছর ও
তার চেয়েও বেশি বয়স্ক লেবীয়দের খান্দাননামা
তাদের কর্তব্য ও পালা অনুসারে লেখা হয়েছিল।
¹⁸ আর এক একজনের সমস্ত শিশু, স্ত্রী ও
পুত্রকন্যাসুদ্ধ তাদের সমস্ত সমাজের খান্দাননামা
লেখা হয়েছিল, কেননা তারা নির্ধারিত কাজে
পবিত্রতায় তাদেরকে পবিত্র করেছিল। ¹⁹ আর
হারুন-সন্তানদের যে ইমামেরা যার যার নগরের
চারণ-ভূমিতে বাস করতো, তাদের প্রত্যেক
নগরে স্ব স্ব নামে নির্দিষ্ট কয়েকজন লোক
ইমামদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ ও লেবীয়দের মধ্যে

[৩১:৩] ১খান্দান ২৯:৩; ২খান্দান ৩৫:৭; ইহি ৪৫:১৭।
[৩১:৪] শুমারী ১৮:৮; দ্বিঃবি ১৮:৮; নহি ১৩:১০।
[৩১:৫] শুমারী ১৮:১২, ২৪; নহি ১৩:১২; ইহি ৪৪:৩০।
[৩১:৬] লেবীয় ২৭:৩০; নহি ১৩:১০-১২।
[৩১:৭] হিজ ২৩:১৬।
[৩১:৮] জবুর ১৪৪:১৩-১৫।
[৩১:১০] হিজ ৩৬:৫; ইহি ৪৪:৩০; মালা ৩:১০-১২।
[৩১:১২] ২খান্দান ৩৫:৯।
[৩১:১৩] ২খান্দান ৩৫:৯।
[৩১:১৫] ২খান্দান ২৯:১২।
[৩১:১৬] ১খান্দান ২৩:৩।
[৩১:১৯] শুমারী ৩৫:২-৫।

চেষ্টায় অব্যাহত রেখেছেন (২৯:৭, ১৮ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

৩১:৩ বাদশাহ্‌র চাঁদা। বাদশাহ্‌ তার নিজের সম্পত্তি থেকে দেয় অংশ প্রদান করার ফলে লোকদের কাছ থেকে উদারভাবে দান করার সাড়া পাওয়া গেল, একইভাবে বাদশাহ্‌ দাউদও একইভাবে নিজ সম্পত্তি থেকে দান করেছিলেন (১ খান্দান ২৯:৩-৯ আয়াত)।

৩১:৫-৬। দ্বিঃবিঃ ১২:৫-১৯; ১৪:২২-২০ আয়াত দেখুন। শস্য, আঙ্গুর রস, জলপাইয়ের তেল এবাদত গৃহে আনতে হবে (দ্বিঃবিঃ ১২:১৭)। যাদের যাত্রাপথ অনেক দূরের, তারা যদি আল্লাহ্‌ মাবুদের দয়ায় যে দ্রব্য পেয়েছে তা সেখানে নিয়ে যেতে না পারে, তবে সেই দ্রব্য বিক্রি করে সেই টাকা হাতে নিয়ে তারা আল্লাহ্‌ মাবুদের মনোনীত গৃহে যাবে (দ্বিঃবিঃ ১৪:২৪)। যারা প্রকৃতপক্ষে এহুদায় বাস করে তারা তাদের পশু পালন এবং মেষ পাল থেকে দশমাংশ নিয়ে আসবে। যা দূরে বাস করে তাদের জন্য এই প্রক্রিয়া সমস্যাজনক। নির্বাসন থেকে প্রত্যাগত সমাজের লোকদের অঙ্গীকার হিসাবে তাদের ভূমিজাত দ্রব্যের অগ্রিমাংশ ও সমস্ত গাছের ফলের অগ্রিমাংশ, দশমাংশ এবং উপহার নিয়ে আসবে, নহিমিয়া ১০:৩৫-৩৯ আয়াত দেখুন। যারা এই বিষয়ে অকৃতকার্য হবে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নহিমিয়া ১৩:১০-১৩; মালাখী ৩:৮-১০ আয়াত।

৩১:৭ তৃতীয় মাস। মে-জুন, এটি ছিল পঞ্চসপ্তমীর উৎসব এবং শস্য কাটার ঈদের সময়। সপ্তম মাস সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, এবং ক্ষেত থেকে ফল সংগ্রহের সময় ফল সঞ্চয় ও আঙ্গুর সঞ্চয়ের ঈদের সময়।

৩১:১৬ তিন বছর। যদিও প্রাচীন অনুবাদ কিংবা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির এই সংখ্যার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন নি, তবে হয়তো ৩০ বছর উল্লেখ পাণ্ডুলিপি নকলকারীর ভুলের জন্য হয়েছে। ৩০ বছর বয়সে মাবুদের গৃহের কাজের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হত (১ খান্দান ২৩:৩ আয়াত)।

খান্দাননামায় লেখা সমস্ত লোককে অংশ বিতরণ করতো।

২০ হিষ্কিয় এহুদার সর্বত্র এরকম করলেন, আর তাঁর আল্লাহ্ মাবুদের দৃষ্টিতে যা ভাল, ন্যায্য ও সত্য, তা-ই করলেন। ২১ আর তিনি তাঁর আল্লাহ্র খোঁজ করার জন্য আল্লাহ্র গৃহের সেবাকর্ম, ব্যবস্থা ও হুকুম সম্বন্ধে যে কর্মই আরম্ভ করলেন, তা সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে করে কৃতকার্য হলেন।

আশেরিয়ার বাদশাহ্ সন্হেরীবের আক্রমণ

৩২ ১ এসব কাজ ও বিশ্বস্ত আচরণের পরে আসেরিয়ার বাদশাহ্ সন্হেরীব এসে এহুদা দেশে প্রবেশ করলেন এবং প্রাচীর-বেষ্টিত নগরগুলোর বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে সেসব ভেঙে ফেলতে মনস্থ করলেন। ২ যখন হিষ্কিয় দেখলেন, সন্হেরীব এসেছেন, আর তিনি জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উন্মুখ হয়েছেন, ৩ তখন তিনি তাঁর নেতৃবর্গ ও শক্তিশালী লোকদের সঙ্গে নগরের বাইরে অবস্থিত ফোয়ারাগুলোর পানি বন্ধ করার মন্ত্রণা করলেন এবং তাঁরা তাঁর সাহায্য করলেন। ৪ অতএব অনেক লোক একত্র হয়ে সমস্ত ফোয়ারা ও দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্রোত বন্ধ করে দিল। তারা বললো আসেরিয়ার বাদশাহ্রা এসে কেন অনেক পানি পাবে? ৫ আর তিনি নিজেকে শক্তিশালী করে সমস্ত ভগ্ন প্রাচীর গেঁথে উচ্চগৃহের সমান করে উঁচু করলেন, আবার তার বাইরে আর একটি প্রাচীর নির্মাণ করলেন ও দাউদ নগরস্থ মিল্লো দৃঢ় করলেন এবং প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র ও ঢাল প্রস্তুত করলেন। ৬ আর তিনি লোকদের উপর সেনাপতিদেরকে নিযুক্ত করলেন এবং নগরদ্বারের চকে তাঁর কাছে তাদেরকে একত্র করে এই উৎসাহজনক কথা বললেন, ৭ তোমরা বলবান হও, সাহস কর, আসেরিয়ার বাদশাহ্ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক-সমাগমের সম্মুখে ভয় পেয়ো না কিংবা নিরাশ হোয়ো না; কারণ তাঁর সহায়ের চেয়ে আমাদের সহায় মহান। ৮ তাঁর সহায় মানুষের বাহুবল, কিন্তু আমাদের সাহায্য ও আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ আমাদের সহায়। তখন লোকেরা এহুদার বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের কথার উপর নির্ভর করলো।

৯ এর পরে আসেরিয়ার বাদশাহ্ সন্হেরীব যখন সৈন্যসামন্তের সঙ্গে লাখীশ অবরোধ করেন, তখন জেরুশালেমে এহুদার বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের কাছে ও জেরুশালেমে উপস্থিত সমস্ত এহুদার কাছে তাঁর গোলামেরা দ্বারা এই কথা বলে পাঠালেন; ১০ আসেরিয়ার বাদশাহ্ সন্হেরীব এই কথা বলেন, তোমরা কিসের উপর নির্ভর করছো যে, অবরোধ হওয়া জেরুশালেমের বাস করছো? ১১ হিষ্কিয় কি ক্ষুধা ও পিপাসায় মেরে ফেলবার জন্য তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে না? সে বলছে, আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ আমাদেরকে আসেরিয়ার বাদশাহ্র হাত থেকে উদ্ধার করবেন। ১২ ঐ হিষ্কিয়ই কি তাঁর উচ্চস্থলী ও সমস্ত কোরবানগাহ্ দূর করে নি? এবং তোমাদেরকে একই কোরবানগাহ্র সম্মুখে সেজ্‌দা করতে ও তারই উপরে ধূপ জ্বালাতে হবে,' এই হুকুম কি এহুদা ও জেরুশালেমকে দেয় নি? ১৩ আমি ও আমার পূর্বপুরুষেরা আমরা অন্যান্য দেশস্থ সমস্ত লোক-সমাজের প্রতি যা করেছি, তোমরা কি তা জান না? সেসব দেশের জাতিদের দেবতারা কি কোনভাবে আমার হাত থেকে নিজ নিজ দেশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে? ১৪ আমার পূর্বপুরুষেরা যেসব জাতিকে নিঃশেষে বিনাশ করেছেন, তাদের সমস্ত দেবতার মধ্যে কে নিজের লোকদেরকে আমার

[৩১:২০] ২বাদশা ২০:৩।
[৩১:২১] দ্বি:বি ২৯:৯।
[৩২:১] ইশা ৩৬:১; ৩৭:৯, ১৭, ৩৭।
[৩২:২] ইশা ২২:৭; ইয়ার ১:১৫।
[৩২:৪] ২বাদশা ১৮:১৭; ইশা ২২:৯, ১১; নহূম ৩:১৪।
[৩২:৫] ইশা ২২:১০।
[৩২:৭] শুমারী ১৪:৯; ২বাদশা ৬:১৬।
[৩২:৮] আইউ ৪০:৯; ইশা ৫২:১০; ইয়ার ১৭:৫; ৩২:২১।
[৩২:৯] ইউসা ১০:৩, ৩১।
[৩২:১০] ইহি ২৯:১৬।
[৩২:১১] ইশা ৩৭:১০।
[৩২:১২] ২খান্দান ৩১:১।
[৩২:১৩] আয়াত ১৫।

৩১:২০-২১ তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিফল বা প্রতিদান পাওয়ার উপর জোর দেওয়া সম্পর্কে খান্দাননামার লেখকের আরেকটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে রয়েছে। কেবল মাত্র অবিশ্বস্ততার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি পেতে হয় তা নয় কিন্তু বিশ্বস্ত হলে এবং আল্লাহ্র খোঁজ করলে সফলতা এবং সৌভাগ্য ও লাভ করা যায়।

৩২:১ বাদশাহ্ সন্হেরীব এসে এহুদা দেশে প্রবেশ করলেন। আক্রমনের তারিখ খান্দাননামার লেখক বাদ দিয়েছেন (খ্রী:পূ: ৭০১, হিষ্কিয়ের রাজত্বের ১৪ বছরের সময়) ২ বাদশাহ্ ১৮:১৩ আয়াত, ইশাইয়া ৩৬:১ আয়াত দেখুন।

৩২:২-৮ আক্রমনের জন্য স্বাভাবিক প্রস্তুতি।

৩২:৩-৪ ৩০ আয়াত দেখুন।

৩২:৯ খান্দাননামার লেখক ২ বাদশাহ্ ১৮:১৪-১৬ আয়াত বাদ দিয়েছেন এই অংশে, হিষ্কিয়ের শান্তি রক্ষার জন্য মাবুদের গৃহ ও রাজ প্রাসাদের সমস্ত রূপা এবং বায়তুল মোকাদ্দসের কবাট ও বাজুতে মোড়ানো সোনা কেটে তা ঘুষ হিসাবে দেবার বিবরণ রয়েছে। হিষ্কিয় সম্পর্কে খান্দাননামার লেখক তার বিবরণে এই কাজের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়েছেন। তিনি ২ বাদশাহ্ ১৮:১৭খ-১৮ আয়াত বাদ দিয়েছেন।

৩২:১০ খান্দাননামার লেখক ২ বাদশাহ্ ১৮:২০-২১ আয়াত (এবং ইশাইয়া ৩৬:৫-৬ আয়াত) বাদ দিয়েছেন। এই অংশে উল্লেখ রয়েছে যে, মিসর দেশ এবং ফেরাউনের উপর নির্ভর করার জন্য আসেরিয়ার সেনাপতিরা তাদের কথায় বাদশাহ্ হিষ্কিয় এবং জেরুশালেমের লোকদের পরিহাস করেছেন। হয়তো বিদেশী মিত্রদের প্রতি নির্ভরতার সম্পর্কে খান্দাননামা লেখক তার ধর্মতাত্ত্বিক উৎসর্গকে ব্যক্ত করেছেন, এখানে তার মনোভাব প্রকাশ করেছেন (১৬:২-৯ আয়াত এবং নোট দেখুন)। ২ বাদশাহ্নামা ১৮:২৩-২৭ আয়াতে (এবং ইশাইয়া ৩৬:৮-১২ আয়াত) উল্লেখিত এইরকম বিদেশী মিত্রদের সঙ্গে যোগাযোগের সম্পর্কে সম্ভবত এই কারণে খান্দাননামার লেখক তার বিবরণে বাদ দিয়েছেন। এখানে মিসরীয় মধ্যস্থতার পুনরায় আশা করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে (র্তিহকের

হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিল? তবে
তোমাদের আল্লাহ্ আমার হাত থেকে যে
তোমাদেরকে উদ্ধার করতে পারে, এ কি সম্ভব?
১৫ অতএব হিষ্কিয় তোমাদেরকে ভ্রান্ত না করুক
ও এভাবে বিভ্রান্ত না করুক; তোমরা তাকে
বিশ্বাস করো না; কেননা আমার হাত থেকে ও
আমার পূর্বপুরুষদের হাত থেকে নিজের
লোকদেরকে উদ্ধার করতে কোন জাতির কিংবা
রাজ্যের কোন দেবতারই সাধ্য হয় নি; তবে
তোমাদের আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে আমার হাত
থেকে উদ্ধার করবে?
১৬ আর বাদশাহ্‌র গোলামেরা মাবুদ আল্লাহ্ ও
তার গোলাম হিষ্কিয়ের বিরুদ্ধে আরও বেশি কথা
বললো। ১৭ আর তিনি ইসরাইলের আল্লাহ্
মাবুদকে উপহাস করার ও তাঁর বিরুদ্ধে কথা
বলবার জন্য এরকম পত্রও লিখলেন, অন্যান্য
দেশীয় জাতিদের দেবতারা যেমন আমার হাত
থেকে নিজ নিজ লোকদের উদ্ধার করে নি,
তেমনি হিষ্কিয়ের আল্লাহ্‌ও তাঁর লোকদেরকে
আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে না। ১৮ আর
জেরুশালেমের যে লোকেরা প্রাচীরের উপরে
ছিল, তাদেরকে ভয় দেখাবার ও বিচলিত করার
জন্য তারা অতি উচ্চৈঃস্বরে ইহুদী ভাষায় তাদের
কাছে চিৎকার করতে লাগল; যেন নগর হস্তগত
করতে পারে। ১৯ দুনিয়ার জাতিদের যে দেবতারা
মানুষের হাতের তৈরি, তাদের বিষয়ে কথা
বলবার মত তারা জেরুশালেমের আল্লাহ্‌র বিষয়ে
কথা বললো।

আশেরিয়ার বাদশাহ্ সন্‌হেরীবের পরাজয় ও মৃত্যু

২০ পরে এসব কারণের জন্য বাদশাহ্ হিষ্কিয় ও
আমোজের পুত্র নবী ইশাইয়া মুনাজাত করলেন ও
বেহেশতের কাছে কান্নাকাটি করলেন। ২১ তখন
মাবুদ এক জন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন; তিনি
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র শিবিরের মধ্যে সমস্ত
বলবান বীর, প্রধান লোক ও সেনাপতিকে
উচ্ছেদ করলেন; তাতে সন্‌হেরীব লজ্জিত হয়ে
নিজের দেশে ফিরে গেলেন। পরে তিনি তাঁর
দেবালয়ে প্রবেশ করলে তাঁর নিজের সন্তানেরা
সেই স্থানে তলোয়ার দ্বারা তাঁকে হত্যা করলো।
২২ এভাবে মাবুদ হিষ্কিয় ও জেরুশালেম-
নিবাসীদেরকে আসেরিয়ার বাদশাহ্ সন্‌হেরীবের
হাত থেকে ও আর সকলের হাত থেকে নিস্তার
করলেন এবং সমস্ত দিকে তাদেরকে রক্ষা
করলেন। ২৩ তাতে অনেক লোক জেরুশালেমে
মাবুদের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনলো এবং এহুদার
বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের কাছে বহুমূল্য দ্রব্য আনলো;
তাতে সেই সময় থেকে তিনি সকল জাতির
দৃষ্টিতে উন্নত হলেন।

বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের অসুস্থতা

২৪ ঐ সময়ে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে
পড়লো, আর তিনি মাবুদের কাছে মুনাজাত
করলেন; তাতে মাবুদ তাঁকে জবাব দিলেন ও
তাঁকে একটি অদ্ভুত লক্ষণ জানালেন। ২৫ কিন্তু
হিষ্কিয় যে উপকার পেয়েছিলেন সেই অনুসারে
প্রতিদান করলেন না, কারণ তাঁর মন গর্বিত
হয়েছিল; অতএব তাঁর এবং এহুদার ও
জেরুশালেমের উপরে ক্রোধ উপস্থিত হল।
২৬ তখন হিষ্কিয় তাঁর মনের গর্ব বুঝে নিজেকে
অবনত করলেন, তিনি ও জেরুশালেম-নিবাসীরা
তা করলেন। সেজন্য হিষ্কিয়ের সময়ে মাবুদের
গজব তাদের উপরে নেমে আসল না।

বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের ধন-সম্পদ ও কাজ

২৭ হিষ্কিয়ের অতি প্রচুর ধন ও প্রতাপ ছিল,
তিনি তাঁর নিজের জন্য রূপা, সোনা, মণি,
সুগন্ধি দ্রব্য, ঢাল ও সমস্ত রকম মনোহর পাত্রের
কোষাগার প্রস্তুত করলেন, ২৮ আর শস্য, আঙ্গুর-
রস ও তেলের জন্য ভাণ্ডার এবং বিভিন্ন রকম

[৩২:১৫] ইশা ৩৭:১০।
[৩২:১৭] জবুর ৭৪:২২; ইশা ৩৭:৪, ১৭।
[৩২:১৯] জবুর ১১৫:৪-৮; ইশা ২:৮; ১৭:৮; ৩৭:১৯; ইয়ার ১:১৬।
[৩২:২০] ইশা ১:১৫; ৩৭:১৫।
[৩২:২১] ২বাদশা ১৯:৭; ইশা ৩৭:৭, ৩৮; ইয়ার ৪১:২।
[৩২:২৩] ১শামু ১০:২৭; ২খান্দান ৯:২৪; জবুর ৬৮:১৮, ২৯; ৭৬:১১; ইশা ১৬:১; ১৮:৭; ৪৫:১৪; সফ ৩:১০; জাকা ১৪:১৬-১৭।
[৩২:২৫] ২বাদশা ১৪:১০।
[৩২:২৬] ২খান্দান ৩৪:২৭,২৮; ইশা ৩৯:৮।
[৩২:২৭] ১খান্দান ২৯:১২; ২খান্দান ৯:২৪।

আক্রমনের জন্য, ২ বাদশাহ্ ১৯:৯)।

৩২:১৬ হিষ্কিয়ের বিরুদ্ধে আরও বেশি কথা বললো। খান্দাননামার লেখক মনে করেন যে, বাদশাহ্‌নামা এবং ইশাইয়া কিতাবে আসেরিয়ার তীব্র কটাক্ষের যে বিষদ বিবরণ রয়েছে তা পাঠকরা ভালভাবে অবগত আছেন।

৩২:১৮ ইহুদী ভাষায় তাদের কাছে চিৎকার করতে লাগল। মনে করা হয় যে, বিষয়টি বুঝবার জন্য বলা হয়েছে (২ বাদশাহ্ ১৮:২৬-২৮; ইশাইয়া ৩৬:১১-১৩)।

৩২:২০ হিষ্কিয়ের মুনাজাতের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং ইশাইয়া এই সংক্ষিপ্ত মোনাজাতের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, এই বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে ২ বাদশাহ্ ১৯:১-৩৪ আয়াতে এবং (ইশাইয়া ৩৭:১-৩৫ আয়াতে)।

৩২:২১ তাঁর নিজের সন্তানেরা সেই স্থানে তলোয়ার দ্বারা তাঁকে হত্যা করলো। ২ বাদশাহ্ ১৯:৩৪-৩৭; ইশা ৩৭:৩৬-৩৮ আয়াত দেখুন। এই অংশে খান্দাননামার লেখকের উল্লেখিত একই রকম ঘটনার কিছুটা মিল রয়েছে; সনহেরিবের এহুদার আক্রমনে সময়কাল ছিল খ্রী:পূ: ৭০১ অব্দ, এবং যখন তিনি নিজ পুত্রদের হাতে নিহত হন তখন সময়কাল ছিল খ্রী:পূ: ৬৮১ অব্দ।

৩২:২৩ সকল জাতির দৃষ্টিতে উন্নত হলেন। সোলায়মানের সঙ্গে হিষ্কিয়ের তুলনা করার ত্রুটি ছিল আর একটি প্রচেষ্টা (৯:২৩-২৪ আয়াত দেখুন)।

৩২:২৪ খান্দাননামার লেখক আবার ২ বাদশাহ্‌নামার ২০:১-১১ আয়াতে (এবং ইশাইয়া ৩৮:১-৮ আয়াত) উল্লেখিত বিস্তৃত বিবরণের সার সংক্ষেপ করেছে। খান্দাননামা লেখকের ধারণা পাঠ করা ইশাইয়ার ভূমিকা সম্পর্কে এবং অলৌকিকভাবে সূর্যের ছায়া ১০ ধাপ পিছিয়ে যাবার সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছে।

৩২:২৫-৩০ এই বিবরণ বাদশাহ্‌নামার বিবরণে পাওয়া যায় না।

৩২:২৫-২৬ গর্বিত ... গর্ব। খান্দাননামার লেখক স্পষ্টভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে হিষ্কিয়ের গর্বের প্রকৃতির সম্পর্কে উল্লেখ করেন নি, (তথাপি ৩১ আয়াত, ২ বাদশাহ্‌নামা ২০:১২-১৩

পশুর ঘর ও ভেড়ার পালের খোঁয়াড় করলেন। ২৯ আর তিনি তাঁর নিজের জন্য নানা নগর ও গোমেষাদির অনেক পশুধন প্রস্তুত করলেন, যেহেতু আল্লাহ্‌ তাঁকে অতি প্রচুর ধন দিয়েছিলেন। ৩০ এই হিষ্কিয় গীহোনের পানির উচ্চতর মুখ বন্ধ করে সরল পথে দাউদ-নগরের পশ্চিম পাশে সেই পানি নামিয়ে এনেছিলেন। আর হিষ্কিয় তাঁর সকল কাজে কৃতকার্য হলেন। ৩১ কিন্তু তাঁর দেশে যে অদ্ভুত লক্ষণ দেখান হয়েছিল, তার বিবরণ জিজ্ঞাসা করতে ব্যাবিলনের কর্মকর্তারা দূতদেরকে পাঠালে আল্লাহ্‌ তাঁর পরীক্ষা করার জন্য, তাঁর মনে কি আছে সেসব জানবার জন্য তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন।

৩২ হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও তাঁর ভাল কাজের বিবরণ, দেখ, আমোজের পুত্র নবী ইশাইয়ার দর্শন-কিতাবে লেখা আছে; তা এহুদা ও ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকের অন্তর্গত। ৩৩ পরে হিষ্কিয় তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন, আর লোকেরা দাউদ-সন্তানদের কবরস্থানের উপরের অংশে তাঁকে দাফন করলো এবং তাঁর মরণকালে সমস্ত এহুদা ও জেরুশালেম-নিবাসীরা তাঁকে সম্মান দেখাল। পরে তাঁর পুত্র মানশা তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ মানশা

৩৩ ১ মানশা বারো বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন; এবং পঞ্চান্ন বছরকাল জেরুশালেমে রাজত্ব করেন। ২ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তিনি তা-ই করতেন; মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সম্মুখ থেকে যে জাতিদেরকে অধিকারচ্যুত করেছিলেন, তিনি তাদের ঘৃণিত কাজ অনুসারেই কাজ করতেন। ৩ বস্তুত তাঁর পিতা হিষ্কিয় যেসব উচ্চস্থলী ভেঙে ফেলেছিলেন, তিনি সেগুলো পুনর্বার নির্মাণ করলেন; বাল দেবতাদের জন্য কোরবানগাহ্‌ প্রস্তুত করলেন এবং আশেরা-মূর্তি তৈরি করলেন আর আসমানের সমস্ত বাহিনীর কাছে সেজদা ও তাদের সেবা করলেন। ৪ আর মাবুদ যে গৃহের উদ্দেশে বলেছিলেন, জেরুশালেমে আমার নাম চিরকাল থাকবে, মাবুদের সেই গৃহে তিনি কতকগুলো কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন। ৫ আর তিনি মাবুদের গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আসমানের সমস্ত বাহিনীর জন্য কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন। ৬ আর তিনি তাঁর সন্তানদেরকে হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকায় আগুনের মধ্যে দিয়ে গমন করালেন; আর গণকতা, মোহকের ব্যবহার ও মায়াক্রিয়া করতেন এবং ভূতড়িয়া ও গুনিনদেরকে রাখতেন; তিনি মাবুদের দৃষ্টিতে বহুল কদাচরণ করে তাঁকে অসন্তুষ্ট করলেন। ৭ আর তিনি তাঁর তৈরি একটি খোদাই-করা মূর্তি আল্লাহ্‌র সেই গৃহে স্থাপন করলেন, যার বিষয়ে আল্লাহ্‌ দাউদ ও তাঁর পুত্র সোলায়মানকে এই কথা বলেছিলেন, আমি এই গৃহে ও ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্যে আমার মনোনীত এই জেরুশালেমে আমার নাম চিরকালের জন্য স্থাপন করবো; ৮ আর আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য যে দেশ নির্ধারণ করেছি, সেই দেশ থেকে ইসরাইলের নিবাস আর সরিয়ে দেব না; কেবল যদি তারা আমি তাদেরকে যেসব হুকুম দিয়েছি, অর্থাৎ আমার গোলাম মূসার মধ্য দিয়ে তাদেরকে যে সমস্ত শরীয়ত, বিধি ও অনুশাসন দিয়েছি, সেই অনুসারে যত্নপূর্বক চলে। ৯ তবুও মানশা এহুদাকে ও জেরুশালেম-নিবাসীদেরকে বিপথগামী করলেন, তাতে মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সম্মুখ থেকে যে জাতিদেরকে বিনষ্ট করেছিলেন, ওরা তাদের চেয়ে বেশি কদাচরণ করতো।

বাদশাহ্‌ মানাশার ফরিয়াদ

১০ আর মাবুদ মানশা ও তাঁর লোকদের কাছে কথা বলতেন, কিন্তু তাঁরা কান দিতেন না। ১১ এজন্য মাবুদ তাঁদের বিরুদ্ধে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র সেনাপতিদেরকে নিয়ে আসলেন; আর তারা মানশাকে হাতকড়া দিয়ে তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে ব্যাবিলনে নিয়ে গেল। ১২ তখন সংকটাপন্ন হয়ে তিনি তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানালেন, ও তাঁর পূর্বপুরুষদের

[৩২:২৯] ইশা ৩৯:২।
[৩২:৩০] ২বাদশা ১৮:১৭।
[৩২:৩১] ইশা ১৩:১; ৩৯:১।
[৩২:৩১] পয়দা ২২:১; দ্বি:বি ৮:১৬।
[৩৩:১] ১খান্দান ৩:১৩।
[৩৩:২] ইয়ার ১৫:৪।
[৩৩:৩] দ্বি:বি ১৬:২১-২২; ২খান্দান ২৪:১৮।
[৩৩:৪] ২খান্দান ৭:১৬।
[৩৩:৫] ২খান্দান ৪:৯।
[৩৩:৬] লেবীয় ১৮:২১; দ্বি:বি ১৮:১০।
[৩৩:৭] ২খান্দান ৭:১৬।
[৩৩:৮] ২শামু ৭:১০।
[৩৩:৯] ইয়ার ১৫:৪; ইহি ৫:৭।
[৩৩:১১] ২বাদশা ১৯:২৮; ইশা

আয়াত; ইশা ৩৯:১-২ আয়াত দেখুন)। দ্বিতীয়, সোলায়মানের মত হিষ্কিয়ের জীবনেও অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ্‌র ক্রোধ নেমে এসেছিল।

৩২:২৭-২৯ খান্দাননামার লেখক হিষ্কিয়কে তার সম্পদের সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েও সোলায়মানের সঙ্গে তুলনা করেছেন (৯:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)।

৩২:৩০ ২-৪ আয়াত দেখুন; এবং ২ বাদশাহ্‌ ২০:২০ আয়াত দেখুন।

৩২:৩১ ২৫ আয়াত দেখুন। খান্দাননামার লেখক মনে করেন যে পাঠকদের ২ বাদশাহ্‌নামা ২০:১২-১৯ আয়াতে (এবং ইশাইয়া ৩৯:১-৮ আয়াত) উল্লেখিত বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। ব্যাবিলন থেকে যে দূতেরা এসেছিল মূলত তারা আসেরিয়ার বিষয়ে যারা আছে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার দিকে মনযোগ দিয়েছিল, তারা আসেরিয়ার পক্ষে যুগপৎ দুটি যুদ্ধক্ষেত্র খোলার প্রত্যাশা করেছিল।

৩৩:১ পঞ্চান্ন বছর। খ্রী:পূ: ৬৯৭-৬৪২ অব্দ।

৩৩:৩ আশেরা-মূর্তি। হিজরত ৩৪:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩৩:৪ জেরুশালেমে আমার নাম চিরকাল থাকবে। ১ বাদশাহ্‌ ৩:২ আয়াত এবং নোট দেখুন; ৯:৩; জবুর। ১৩২:১৩-১৪ আয়াত দেখুন।

৩৩:৬ তিনি তাঁর সন্তানদেরকে হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকায় আগুনের মধ্যে দিয়ে গমন করালেন। ২৮:৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩৩:১০ ১-২০ আয়াত এবং নোট দেখুন। ২ বাদশাহ্‌ ২১:১০-১৫ আয়াতে উল্লেখিত বিস্তারিত বিবরণে মাবুদ নবীর মধ্য দিয়ে মানশা এবং লোকদের যে কথা বলেছেন, খান্দাননামার লেখক

আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিজেকে অতিশয় অবনত
করলেন। ১৩ এভাবে তাঁর কাছে মুনাজাত করলে
তিনি তাঁর মুনাজাত গ্রাহ্য করলেন, তাঁর ফরিয়াদ
শুনে তাঁকে পুনর্বার জেরুশালেমে তাঁর রাজ্যে
আনলেন। তখন মানশা জানতে পারলেন যে,
মাবুদই আল্লাহ্‌।
১৪ এর পরে তিনি দাউদ-নগরের বাইরে
গীহোনের পশ্চিমে উপত্যকার মধ্যে মৎস্য-দ্বারের
প্রবেশ-স্থান পর্যন্ত প্রাচীর নির্মাণ করলেন,
ওফলের চারদিক ঘিরে নিয়ে অতি উঁচু দেয়াল
তুললেন এবং এহুদা দেশের প্রাচীরবেষ্টিত সমস্ত
নগরে বিক্রমী সেনাপতিদেরকে নিযুক্ত করলেন।
১৫ আর তিনি মাবুদের গৃহ থেকে বিজাতীয়
দেবতাদের মূর্তিগুলোকে এবং মাবুদের গৃহের
পর্বতে ও জেরুশালেমে তাঁর নির্মিত সমস্ত
কোরবানগাহ্‌ তুলে নিয়ে নগর থেকে বের করে
দূরে ফেল দিলেন। ১৬ আর মাবুদের কোরবানগাহ্‌
মেরামত করে তার উপরে মঙ্গল-কোরবানী ও
শুকরিয়া-উপহার কোরবানী করলেন এবং
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের সেবা করতে
এহুদাকে হুকুম করলেন। ১৭ অবশ্য লোকেরা
তখনও উচ্চস্থলীতে কোরবানী করতো, কিন্তু
কেবল তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশেই
করতো।

বাদশাহ্‌ মানাশার মৃত্যু

১৮ মানশার অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত, তাঁর
আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মুনাজাত এবং যে দর্শকেরা
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের নামে তাঁর সঙ্গে কথা
বলতেন, তাঁদের কথা, দেখ ইসরাইলের
বাদশাহ্‌দের কার্যবিবরণের মধ্যে লেখা আছে।
১৯ আর তাঁর মুনাজাত, কিভাবে সেই মুনাজাত
গ্রাহ্য হল এবং তাঁর সমস্ত গুনাহ্‌ ও বিশ্বাস ভঙ্গ
এবং নিজেকে অবনত করার আগে তিনি যেসব
স্থানে উচ্চস্থলী নির্মাণ এবং আশেরামূর্তি ও
খোদাই-করা মূর্তি স্থাপন করেছিলেন, দেখ, সেই
সবের বিবরণ দর্শকের গ্রন্থে লেখা আছে।
২০ পরে মানশা তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত
হলেন; আর লোকেরা তাঁর বাড়িতে তাঁকে দাফন
করলো এবং তাঁর পুত্র আমোন তাঁর পদে
বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ আমোনের রাজত্ব ও মৃত্যু

২১ আমোন বাইশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন; এবং জেরুশালেমে দুই বছরকাল
রাজত্ব করেন। ২২ তাঁর পিতা মানশা যেমন
করেছিলেন, তিনিও তেমনি মাবুদের দৃষ্টিতে যা
মন্দ তা-ই করতেন; বস্তুত তাঁর পিতা মানশা
যেসব খোদাই-করা মূর্তি তৈরি করেছিলেন,
আমোন তাদের উদ্দেশে কোরবানী করতেন ও
তাদের সেবা করতেন। ২৩ কিন্তু তাঁর পিতা
মানশা যেমন নিজেকে নত করেছিলেন, তিনি
মাবুদের সাক্ষাতে নিজেকে তেমন নত করলেন
না; পরন্তু এই আমোন উত্তরোত্তর বেশি দোষ
করলেন। ২৪ পরে তাঁর গোলামেরা তাঁর বিরুদ্ধে
চক্রান্ত করলো, আর তাঁর বাড়িতে তাঁকে হত্যা
করলো। ২৫ কিন্তু দেশের লোকেরা আমোন
বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী সকলকে হত্যা
করলো; পরে দেশের লোকেরা তাঁর পুত্র
ইউসিয়াকে তাঁর পদে বাদশাহ্‌ করলো।

এহুদার বাদশাহ্‌ ইউসিয়া

৩৪ ১ ইউসিয়া আট বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন; এবং একত্রিশ
বছরকাল জেরুশালেমে রাজত্ব করেন।
২ মাবুদের সাক্ষাতে যা ন্যায্য, তিনি তা-ই
করতেন ও তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের পথে
চলতেন, তার ডানে বা বামে ফিরতেন না।

৩৭:২৯; ইহি ২৯:৪; ৩৮:৪; আমোস ৪:২।
[৩৩:১২] ২খান্দান ৬:৩৭।
[৩৩:১৪] নহি ৩:৩; ১২:৩৯; সফ ১:১০।
[৩৩:১৫] ২বাদশা ২৩:১২।
[৩৩:১৬] লেবীয় ৭:১১-১৮।
[৩৩:১৯] ২খান্দান ৬:৩৭।
[৩৩:২০] ২বাদশা ২১:১৮; ২খান্দান ২১:২০।
[৩৩:২১] ১খান্দান ৩:১৪।
[৩৩:২৩] হিজ ১০:৩; ২খান্দান ৭:১৪; জবুর ১৮:২৭; ১৪৭:৬; মেসাল ৩:৩৪।
[৩৩:২৫] ২খান্দান ২২:১।
[৩৪:১] সফ ১:১।

তার সার সংক্ষেপ করেছেন।

৩৩:১১-১৭ তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিফল পাওয়ার উপর জোর দেওয়ার বিষয়টি দেখবার জন্য খান্দাননামার লেখকের কাছে এটি ছিল চমৎকার বিষয়– মানশার দুষ্টতা যুদ্ধ ও সেই পরাজয় ডেকে এনেছিল, কিন্তু যখন তিনি মাবুদের কাছে নিজেকে অবনত করলেন তখন আবার রাজ্য শাসন করার জন্য তার রাজ্যে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

৩৩:১১ তাকে শিকল দিয়ে বেধে ব্যাবিলনে নিয়ে গেল। আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ দ্বারা মানশা ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কিতাব অসমর্থিত কোন উল্লেখ এখানে নেই।

৩৩:১২ এই ভাষা অতীতে সোলায়মানের মুনাজাতের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয় (৭:১৪ আয়াত)।

৩৩:১৪ বাইরের দেয়াল পুর্ননির্মান। খান্দাননামার লেখক এই রকম নির্মাণ কার্যক্রমের উদ্যোগকে আল্লাহ্‌র দোয়ার চিহ্ন হিসাবে দেখিয়েছেন (৮:১-৬,১১:৫-১২; ১৪:৬-৭; ২৬:৯-১০, ১৪:১৫, ৩২:১-৫, ৩২:১-৫, ২৭-৩০; ১ খান্দান ১১:৭-৯; ১৫:১)।

৩৩:১৫-১৬ মানশা যথাযথভাবে যে সব সংস্কার কাজ করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে ইউসিয়া যখন রাজত্ব করতে আরম্ভ করলেন তখন "মানশা মাবুদের গৃহের দুই প্রাঙ্গনে যে যে কোরবানগাহ্‌ করেছিলেন" বাদশাহ্‌ ইউসিয়া সে সমস্ত ভেঙ্গে ফেলে দূর করে দেবার আবশ্যক মনে করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২৮:২৭)।

৩৩:২০ তার নিজ বাড়িতে তাকে দাফন করল। তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ১৯-২৬ আয়াত। মানশা তার বাড়ির বাগানে দাফন হওয়ার মাধ্যমে পঞ্চম বাদশাহ্‌ হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন যাকে বাদশাহ্‌দের কবরে দাফন করা হয় নি। খান্দাননামার লেখক সুস্পষ্টভাবে তার নাম উল্লেখ করেছেন (২৮:২৭ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

৩৩:২১-২৫ ২ বাদশাহ্‌ ২১:১৯-২৬ আয়াত দেখুন। খান্দাননামার লেখক আমোনের রাজত্বের (খ্রী:পূ: ৬৪২-৬৪০) যে বিবরণ লিখেছেন তা বাদশাহ্‌নামার বিবরণের সঙ্গে কয়েকটি বিষয় ছাড়া সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। (১) অতিরিক্ত নোট হল, যে আমোন তার পিতা মানাশার মত মাবুদের কাছে নিজেকে নত করেন নি, খান্দাননামার লেখক ১২-১৩ আয়াত এর উপর ভিত্তি করে এই বিবরণ দিয়েছেন এবং (২) মৃত্যুর পর তার দাফন

৩ ফলত তাঁর রাজত্বের অষ্টম বছরে তিনি অল্প-
বয়স্ক হলেও তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের আল্লাহ্‌র
খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন এবং বারো বছরে
উচ্চস্থলী ও আশেরামূর্তি, খোদাই-করা মূর্তি ও
ছাঁচে ঢালা মূর্তি থেকে এহুদা ও জেরুশালেমকে
পাক-পবিত্র করতে লাগলেন। ৪ তাঁর সাক্ষাতে
লোকেরা বাল দেবতাদের সমস্ত কোরবানগাহ্‌
ভেঙে ফেললো এবং তিনি তদুপরি স্থাপিত ধূপ-
বেদি ধ্বংস করলেন, আর আশেরা-মূর্তি,
খোদাই-করা মূর্তি ও ছাঁচে ঢালা সমস্ত মূর্তি ভেঙে
ধূলিসাৎ করে, যারা তাদের উদ্দেশে কোরবানী
করেছিল, তাদের কবরের উপরে সেই ধূলা
ছড়িয়ে দিলেন। ৫ আর তাদের কোরবানগাহ্‌র
উপরে ইমামদের অস্থি পোড়ালেন এবং এহুদা ও
জেরুশালেমকে পাক-পবিত্র করলেন। ৬ আর
মানশা, আফরাহীম ও শিমিয়োনের বিভিন্ন নগরে
এবং নপ্তালি পর্যন্ত সর্বত্র ধ্বংসস্তুপের মধ্যে
এরকম করলেন। ৭ আর তিনি সমস্ত
কোরবানগাহ্‌ ভেঙে ফেললেন এবং সমস্ত
আশেরা-মূর্তি ও খোদাই-করা সমস্ত মূর্তি চূর্ণ
করলেন, ইসরাইল দেশের সর্বত্র সমস্ত ধূপগাহ্‌
কেটে ফেললেন, পরে জেরুশালেমে ফিরে
আসলেন।

শরীয়ত কিতাব খুঁজে পাওয়া

৮ তাঁর রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে দেশ ও গৃহ
পাক-পবিত্র করার পর তিনি তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের
গৃহ মেরামত করার জন্য অৎসলিয়ের পুত্র শাফন,
মাসেয় নগরাধ্যক্ষ ও যোয়াহসের পুত্র যোয়াহ
ইতিহাস লেখককে পাঠালেন। ৯ আর তাঁরা
হিল্কিয় মহা-ইমামের কাছে উপস্থিত হলেন এবং
আল্লাহ্‌র গৃহে আনা সমস্ত টাকা, যা দ্বারপাল
লেবীয়েরা মানশা, আফরাহীম ও ইসরাইলের
সমস্ত অবশিষ্টাংশের কাছ থেকে এবং সমস্ত
এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীনের কাছ থেকে আর
জেরুশালেম-নিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ
করেছিল, সেসব টাকা দিলেন। ১০ তাঁরা মাবুদের
গৃহের তত্ত্বাবধায়ক কার্যকারীদের হাতে তা
দিলেন, পরে যে কার্যকারীরা মাবুদের গৃহে কাজ
করতো, তারা সেই গৃহ সারবার ও মেরামৎ
করার জন্য তা দিল, ১১ অর্থাৎ এহুদার বাদশাহ্‌রা
যেসব বাড়ি-ঘর বিনষ্ট করেছিলেন, সেই সবের
জন্য খোদাই-করা পাথর ও জোড়ের কাঠ ক্রয়
করতে ও কড়িকাঠ প্রস্তুত করতে তারা ছুতার
মিস্ত্রিদের ও গাঁথকদেরকে তা দিল। ১২ আর
সেই লোকেরা বিশ্বস্তভাবে কাজ করলো এবং
মরারিয়দের মধ্যে দু'জন লেবীয়, অর্থাৎ যহৎ ও
ওবদিয়, তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিল এবং
কহাতীয়দের মধ্যে জাকারিয়া ও মশুল্লম এবং
অন্য লেবীয়দের মধ্যে বাদ্য বাদনে নিপুণ
লোকেরা কাজ চালাবার জন্য নিযুক্ত ছিল।
১৩ আর তারা ভারবাহকদের নেতা, আর কাজ
চালাবার জন্য সমস্ত রকমের সেবাকর্মকারীদের
উপরে নিযুক্ত ছিল এবং লেবীয়দের মধ্যে কেউ
কেউ লেখক, কর্মকর্তা ও দ্বারপাল ছিল।
১৪ তারা যখন মাবুদের গৃহে আনা সকল রূপা
বের করলো, তখন ইমাম হিল্কিয় মূসার মধ্য
দিয়ে দেওয়া মাবুদের শরীয়ত-কিতাবখানি
পেলেন। ১৫ পরে হিল্কিয় শাফন লেখককে
বললেন, আমি মাবুদের গৃহে শরীয়ত-
কিতাবখানি পেয়েছি; পরে হিল্কিয় শাফনকে সেই
কিতাব দিলেন। ১৬ আর শাফন সেই কিতাব
বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে গিয়ে এই নিবেদন

[৩৪:২] ২খান্দান ২৯:২।
[৩৪:৩] ১খান্দান ১৬:১১।
[৩৪:৪] হিজ ৩২:২০; লেবীয় ২৬:৩০; ২বাদশা ২৩:১১; মীখা ১:৫।
[৩৪:৫] ১বাদশা ১৩:২।
[৩৪:৭] হিজ ৩২:২০।
[৩৪:৯] ১খান্দান ৬:১৩।
[৩৪:১১] ২খান্দান ২৪:১২।
[৩৪:১২] ২বাদশা ১২:১৫।
[৩৪:১৩] ১খান্দান ২৩:৪।

সম্পর্কে উল্লেখ নেই।

৩৪:১-২ ২ বাদশাহ্‌ ২২:১-২ আয়াত দেখুন।

৩৪:১ একত্রিশ বছর। খ্রী:পূ: ৬৪০-৬০৯ অব্দ।

৩৪:৩-৭ বাদশাহ্‌নামার লেখক ইউসিয়ার সংস্কারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও উত্তমরূপে বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন (২ বাদশাহ্‌ ২৩:৪-২০ আয়াত)। তিনি শরীয়তের কিতাব উদ্ধার করা পর্যন্ত পৌত্তলিক ধর্মের সমস্ত কিছু অপসারণ করার বিবরণ উল্লেখ করতে বিলম্ব করেছিলেন, কিন্তু এই বিষয়টি খান্দাননামার লেখক প্রথমেই তার বিবরণে উল্লেখ করেছেন।

৩৪:৩ কোন কোন ব্যাখ্যাকারী ইউসিয়ার ৮ম (৩ আয়াত), ১২ তম (৩ আয়াত) বছরের ঘটনাকে অগ্রগতি কমে যাওয়ার অবস্থার মধ্যে এবং আসেরিয়া সম্রাজ্যের পতন, সন্ত্রাস দুই শতাব্দী যাবৎ এই অঞ্চল শাসন করে আসছিল, এর মধ্যে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। অরাম এবং ইসরাইলের উপর আসেরিয়ার নিয়ন্ত্রন বিলুপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে আসেরিয়ার অঞ্চলে দাউদীয় কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন ও সুদৃঢ় করার জন্য ইউসিয়া চমৎকার সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন (৬:৭ আয়াত)। ইউসিয়ার সংস্কারে ধর্মের গোড়া কর্তনের উদ্দেশ্য ছিল না, যদি তাই করা হত তাহলে এর পরিণতি হিসাবে বিপ্লব অনিবার্য ছিল।

আশেরা মূর্তি। হিজরত ৩৪:১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩৪:৬ মানশা, আফরাহীম ও শিমিয়োনের বিভিন্ন নগরে এবং নপ্তালি পর্যন্ত সর্বত্র। খান্দাননামার লেখকের "সমস্ত ইসরাইল" সম্পর্কে চিন্তা স্পষ্টভাবে ইউসিয়ার সংস্কারে উত্তর রাজ্যের সংশ্লিষ্টার বিবরণ উল্লেখ করেছেন (৯, ২১, ৩৩ আয়াত দেখুন)। খান্দাননামার লেখক পুনরায় দেখিয়েছেন যে, সমস্ত ইসরাইল দাউদীয় বাদশাহীর মধ্যে একতাবদ্ধ হয়েছিল (৩০:১ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

শিমিয়োন। কিছু কিছু শিমিয়োন বংশের লোক নিশ্চয়ই এহুদা থেকে উত্তর রাজ্যে এসে বসবাস করছিল।

৩৪:৭ ইসরাইলের সর্বত্র। ৬ আয়াতে তালিকা দ্বারা নিরূপিত।

৩৪:৮-২১ ২ বাদশাহ্‌ ২২:৩-১৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩৪:৯ মানশা। অফরাহীম ও ইসরাইলের সমস্ত অবশিষ্টাংশ। পুনরায় "সমস্ত ইসরাইল" এই বিষয়ের অংশ হিসাবে খান্দাননামার লেখক তার বিবরণে উল্লেখ করেছেন যে, এবাদতকারীরা ও উত্তররাজ্য থেকে মাবুদের গৃহে উপহার নিয়ে এসেছিল (২ বাদশাহ্‌ ২২:৪ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই)।

৩৪:১০-১৩ তুলনা করুন ২৪:৮-১২ আয়াত।

৩৪:১৪ মাবুদের শরীয়ত কিতাব।

BACIB International Bible CHURCH

করলেন, আপনার গোলামদের প্রতি হুকুম করা
সমস্ত কাজ করা যাচ্ছে; ১৭ তাঁরা মাবুদের গৃহে
পাওয়া সমস্ত টাকা একত্র করে তত্ত্বাবধায়ক ও
কর্মকারীদের হাতে দিয়েছেন। ১৮ পরে শাফন
লেখক বাদশাহ্‌কে এই কথা জানালেন, হিল্কিয়
ইমাম আমাকে একখানি কিতাব দিয়েছেন; আর
শাফন বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে তা পাঠ করতে
লাগলেন।
১৯ তখন বাদশাহ্‌ শরীয়তের সমস্ত কালাম শুনে
তাঁর কাপড় ছিঁড়লেন। ২০ আর বাদশাহ্‌ হিল্কিয়,
শাফনের পুত্র অহীকাম, মীখায়ের পুত্র অব্দোন,
শাফন লেখক ও রাজভৃত্য অসায়কে এই হুকুম
করলেন, ২১ তোমরা যাও, যে কিতাবখানি পাওয়া
গেছে, সেই কিতাবের সকল কালামের বিষয়ে
আমার জন্য এবং ইসরাইলের ও এহুদার মধ্যে
অবশিষ্ট লোকদের জন্য মাবুদকে জিজ্ঞাসা কর;
কেননা ঐ কিতাবে লেখা সকল কালাম অনুযায়ী
কাজ করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা মাবুদের
কালাম পালন করেন নি, এজন্য আমাদের উপরে
মাবুদের গজবের আগুন নেমে এসেছে।

মহিলা-নবী হুল্‌দার কাছে প্রেরণ

২২ তখন হিল্কিয় ও বাদশাহ্‌র নিযুক্ত ঐ
লোকেরা বস্ত্রাগারের নেতা হস্রহের পৌত্র,
তোখতের পুত্র শল্লুমের স্ত্রী হুল্‌দা মহিলা-নবীর
কাছে গেলেন; তিনি জেরুশালেমের দ্বিতীয়
বিভাগে বাস করছিলেন। পরে তাঁরা ঐ ভাবের
কথা তাঁকে বললেন। ২৩ তিনি তাঁদেরকে
বললেন, ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা
বলেন, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে আমার কাছে
পাঠিয়েছে, তাকে বল, ২৪ মাবুদ এই কথা বলেন,
দেখ, আমি এই স্থানের ও এখানকার নিবাসীদের
উপরে অমঙ্গল আনবো, এহুদা-রাজের সাক্ষাতে
যে কিতাব ওরা পাঠ করেছে, তাতে লেখা সমস্ত
বদদোয়া বর্তাব। ২৫ কারণ তারা আমাকে ত্যাগ
করেছে এবং অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ
জ্বালিয়েছে, এভাবে নিজ নিজ হাতের সমস্ত কাজ
দিয়ে আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে; সেজন্য এই
স্থানের উপর আমার গজবের আগুন বর্ষিত হল,
নিভানো যাবে না। ২৬ কিন্তু এহুদার বাদশাহ্‌,
যিনি মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে
তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে এই কথা বল,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি
যেসব কালাম শুনেছ, তার বিষয় কথা এই–
২৭ এই স্থানের ও এখানকার অধিবাসীদের

[৩৪:১৫] ২বাদশা ২২:৮; উজা ৭:৬; নহি ৮:১।
[৩৪:১৯] ইশা ৩৬:২২; ৩৭:১।
[৩৪:২০] ২বাদশা ২২:৩।
[৩৪:২১] মাতম ২:৪; ৪:১১; ইহি ৩৬:১৮।
[৩৪:২২] হিজ ১৫:২০; নহি ৬:১৪।
[৩৪:২৪] মেসাল ১৬:৪; ইশা ৩:৯; ইয়ার ৪০:২; ৪২:১০; ৪৪:২, ১১।
[৩৪:২৫] ২খান্দান ৩৩:৩-৬; ইয়ার ২২:৯।
[৩৪:২৭] হিজ ১০:৩; ২খান্দান ৬:৩৭।
[৩৪:২৮] ২খান্দান ৩৫:২০-২৫।
[৩৪:৩০] ২বাদশা ২৩:২।
[৩৪:৩১] ২বাদশা ১১:১৭; ২খান্দান ২৩:১৬।
[৩৪:৩৩] দ্বি:বি ১৮:৯।

বিরুদ্ধে আমি যেসব কথা বলেছি, তা শোনামাত্র
তোমার অন্তঃকরণ কোমল হয়েছে, তুমি
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে নিজেকে অবনত করেছ; তুমি
আমার সাক্ষাতে নিজেকে অবনত করেছ এবং
তোমার কাপড় ছিঁড়ে আমার সম্মুখে কান্নাকাটি
করেছ, এজন্য মাবুদ বলেন, আমিও তোমার
কথা শুনলাম। ২৮ দেখ, আমি তোমার
পূর্বপুরুষদের কাছে তোমাকে সংগ্রহ করবো;
তুমি শান্তিতে তোমার কবরে সংগৃহীত হবে;
এবং এই স্থানের ও এখানকার অধিবাসীদের
উপরে আমি যেসব অমঙ্গল আনবো, তোমার
চোখ সেসব দেখবে না। পরে তারা আবার
বাদশাহ্‌কে এই কথার সংবাদ দিলেন।

মাবুদের সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করা

২৯ আর বাদশাহ্‌ লোক পাঠিয়ে এহুদা ও
জেরুশালেমের সমস্ত প্রধান ব্যক্তিবর্গকে একত্র
করলেন। ৩০ পরে বাদশাহ্‌ মাবুদের গৃহে গেলেন
এবং এহুদার সমস্ত লোক, জেরুশালেম-নিবাসী,
ইমাম ও লেবীয়েরা, মহান ও ক্ষুদ্র সমস্ত লোক
গমন করলো; এবং তিনি মাবুদের গৃহে পাওয়া
নিয়ম-কিতাবের সমস্ত কথা তাদের উপস্থিতিতে
পাঠ করলেন। ৩১ পরে বাদশাহ্‌ তাঁর স্থানে
দাঁড়িয়ে মাবুদের অনুগামী হবার এবং সমস্ত
অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তাঁর হুকুম,
নির্দেশ ও বিধি পালন করার জন্য, এই কিতাবে
লেখা নিয়মের কথানুসারে কাজ করার জন্য
মাবুদের সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করলেন। ৩২ আর
জেরুশালেম ও বিন্‌-ইয়ামীনের যত লোক
উপস্থিত ছিল, তাদের সকলকে তিনি অঙ্গীকার
করালেন। তাতে জেরুশালেম-নিবাসীরা
আল্লাহ্‌র, তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌র,
নিয়মানুসারে কাজ করতে লাগল। ৩৩ আর
ইউসিয়া বনি-ইসরাইলদের অধিকৃত সমস্ত দেশ
থেকে সমস্ত ঘৃণার বস্তু দূর করলেন এবং
ইসরাইল মধ্যে যত লোক উপস্থিত ছিল তাদের
সকলকে দিয়ে তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের এবাদত
করালেন। তিনি যত দিন ছিলেন, তত দিন তারা
তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদের পিছনে
চলা থেকে নিবৃত্ত হল না।

বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার ঈদুল ফেসাখ পালন

৩৫ ১ পরে ইউসিয়া জেরুশালেমে
মাবুদের উদ্দেশে ঈদুল ফেসাখ পালন
করলেন, লোকেরা প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে

৩৪:২২-২৮ ২ বাদশাহ্‌ ২২:১৪-২০ আয়াত এবং নোট দেখুন।
৩৪:২২ হুলদা মহিলা নবী। ২ বাদশাহ্‌ ২২:১৪ আয়াত এবং নোট দেখুন।
৩৪:২৮ শান্তিতে কবরে সংগৃহীত হবে। মৃত্যু এবং দাফন সংক্রান্ত বিবরণ দেখুন (৩৫:২০-২৫ আয়াত)।
৩৪:২৯-৩১ ২ বাদশাহ্‌ ২৩:১-৩ আয়াত এবং নোট দেখুন।
৩৪:৩০ ইমাম ও লেবীয়েরা। তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ২৩:২ আয়াত সেখানে উল্লেখ রয়েছে “ইমাম ও নবীদের”।
৩৪:৩৩ বনি ইসরাইলদের অধিকৃত সমস্ত দেশ থেকে সমস্ত ঘৃণার বস্তু দূর করলেন এবং ইসরাইলের মধ্যে যত লোক উপস্থিত ছিল তাদের সকলকে দিয়ে তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের এবাদত করালেন। ৬ আয়াত এবং নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

মানাশা

মানাশা নামের অর্থ, ভুলে যাওয়া, *আল্লাহ্ আমাকে ভুলে যেতে সাহায্য করেছেন,* পয়দা ৪১:৫১। তিনি বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের একমাত্র সন্তান এবং উত্তরাধিকারী। তিনি যখন শাসন করতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর (২ বাদশাহ্ ২১:১; তিনি ৫৫ বছর রাজত্ব করেন)। যদিও তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, তবুও তিনি বাদশাহ্ হিসেবে তেমন সুপরিচিতি লাভ করেন নি। তিনি বাদশাহ্ আহসকে অনুসরণ করে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করতেন, ধর্ম এবং রাজনীতি এই উভয় বিষয়ই তাঁর শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে তিনি প্রতিমাপূজকদের দ্বারা প্রভাবিত হন, তাঁর শাসন ব্যবস্থায় তিনি প্রতিমা পূজায় ফিরে যান (ইশা ৭:১০; ২ বাদশাহ্ ২১:১০-১৫)। তার সময়ে মাবুদের এবাদত দেশ থেকে উচ্ছিন্ন করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিমা পূজার ব্যাপক প্রচলন সহ সব রকম অবস্থার মধ্যেও ইশাইয়া এবং মিকাহ্র মত বিশ্বস্ত নবীদের আবির্ভাব হয়েছিল যাদের কণ্ঠ বাদশাহ্র প্রতি নিন্দা, সমালোচনা এবং সাবধান বাণী উচ্চারণে সোচ্চার ছিল। আশেরীয় সিংহাসনে আরোহনকারী সন্‌হেরীব মানাশাকে ব্যাবিলনে কারাবন্দী করেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৬৮১)। বাদশাহ্ মানাশার উপরে কঠোর নির্যাতন চালানো হয়। তাঁকে ঠোঁটে বড়শি বা আংটা লাগিয়ে সুতোয় বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ২ বাদশাহ্ ১৯:২৮ আয়াতে মাবুদ বাদশাহ্ মানাশাকে বলছেন, “আমি তোমার নাকে আমার কড়া লাগাব আর তোমার মুখে আমার লাগাম লাগাব”। মানাশার প্রতি এই নিষ্ঠুরতা তাঁর জীবনে অনুতাপ নিয়ে আসে। মাবুদ তাঁর কান্না শোনেন এবং তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেন (২ খান্দান ৩৩:১১-১৩)। তিনি প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করে এবাদতখানায় গিয়ে মাবুদের এবাদত শুরু করেন, কিন্তু সেখানে কোন পরিপূর্ণ সংস্কার ছিল না। এহুদার ইতিহাসে সবচেয়ে সুদীর্ঘ ৫৫ বছর শাসনকালের পর তিনি মারা যান, তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশাহ্ দাউদ এবং তাঁর বংশধরদের সঙ্গে তাঁকে কবর না দিয়ে তাঁকে রাজবাড়ির বাগানে, অর্থাৎ উষের বাগানে কবর দেওয়া হয় (২ বাদশাহ্ ২১:১৭,১৮; ২ খান্দান ৩৩:২০)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তাঁর পাপের তিক্ত ফল ও পরিণাম থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।
- আল্লাহ্র সামনে নিজেকে নত করে ও পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- আল্লাহ্র কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন ও শেষে পরাজিত হয়েছিলেন।
- তাঁর পিতার অনেক ভাল দৃষ্টান্ত ও আইন একেবারে পাল্টে দিয়েছিলেন।
- তাঁর নিজের সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে উৎসর্গ করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্ কোন লোকের মনযোগ লাভ করার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারেন।
- আমাদের পাপের পরিমানের উপর পাপ ক্ষমার সীমাবদ্ধতা নির্ভর করে না, কিন্তু আমরা কতটুকু অনুতপ্ত হই তার উপরেই এর সীমাবদ্ধতা নির্ভর করে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **কাজ:** এহুদার বাদশাহ্
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: হিস্কিয়, মাতা: হিফ্সীবা, পুত্র: আমোন।

মূল আয়াত: “তখন সংকটাপন্ন হয়ে তিনি তাঁর আল্লাহ্ মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানালেন, ও তাঁর পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্র সম্মুখে নিজেকে অতিশয় অবনত করলেন। এভাবে তাঁর কাছে মুনাজাত করলে তিনি তাঁর মুনাজাত গ্রাহ্য করলেন, তাঁর ফরিয়াদ শুনে তাঁকে পুনর্বার জেরুশালেমে তাঁর রাজ্যে আনলেন। তখন মানশা জানতে পারলেন যে, মাবুদই আল্লাহ্” (২ খান্দান ৩৩: ১২, ১৩)।

মানাশার কাহিনী ২ বাদশাহ্ ২১:১-১৮ এবং ২ খান্দান ৩২:৩৩-৩৩:২০ আয়াতে লেখা হয়েছে। এছাড়া, ইয়ারমিয়া ১৫:৪ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈদুল ফেসাখের ভেড়া জবেহ্ করলো। ২ আর
তিনি ইমামদেরকে তাদের নির্ধারিত কাজে নিযুক্ত
করলেন এবং মাবুদের গৃহের সেবাকর্ম করতে
তাদেরকে উৎসাহ দিলেন। ৩ আর যে লেবীয়েরা
সমস্ত ইসরাইলের শিক্ষক ও মাবুদের উদ্দেশে
পবিত্র ছিল, তাদেরকে তিনি বললেন, ইসরাইলের
বাদশাহ্ দাউদের পুত্র সোলায়মান যে গৃহ নির্মাণ
করেছেন, তার মধ্যে তোমরা পবিত্র সিন্দুকটি
রাখ; তার ভার আর তোমাদের কাঁধে থাকবে না;
এখন তোমরা তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ ও তাঁর
লোক ইসরাইলের সেবা কর। ৪ আর নিজ নিজ
পিতৃকুল অনুসারে, ইসরাইলের বাদশাহ্ দাউদের
লিখন অনুসারে এবং তাঁর পুত্র সোলায়মানের
লিখন অনুসারে নির্ধারিত নিজ নিজ পালানুসারে
নিজেদেরকে প্রস্তুত কর। ৫ আর তোমাদের
ভাইয়েরা অর্থাৎ লোকদের পিতৃকুলগুলোর
বিভাগানুসারে ও লেবীয়দের পিতৃকুলগুলোর
অংশানুসারে পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হও। ৬ আর
ঈদুল ফেসাখের কোরবানী দাও ও নিজেদেরকে
পবিত্র কর এবং মূসা দ্বারা কথিত মাবুদের কালাম
অনুসারে কাজ করবার জন্য তোমাদের ভাইদের
জন্য আয়োজন কর।
৭ পরে ইউসিয়া লোকদের, উপস্থিত সকলকে,
পাল থেকে কেবল ঈদুল ফেসাখের কোরবানীর
জন্য সংখ্যায় ত্রিশ হাজার ভেড়ার বাচ্চা ও
ছাগলের বাচ্চা এবং তিন হাজার ষাঁড় দিলেন;
এই সবই বাদশাহ্‌র সম্পত্তি থেকে দেওয়া হল।
৮ আর তার কর্মকর্তারা ইচ্ছাপূর্বক লোকদের,
ইমামদের ও লেবীয়দেরকে দান করলেন।
হিল্কিয়, জাকারিয়া ও যিহীয়েল, আল্লাহ্‌র গৃহের
এই প্রধান কর্মকর্তারা ইমামদেরকে ঈদুল
ফেসাখের কোরবানীর জন্য দুই হাজার ছয় শত
ছাগল-ভেড়ার বাচ্চা ও পাঁচ শত ষাঁড় দিলেন।
৯ আর কেনানীয় এবং শময়িয় ও নথনেল নামে
তাঁর দুই ভাই, আর হশবিয়, যীয়ীয়েল ও
যোষাবদ, লেবীয়দের এই নেতৃবর্গ লেবীয়দেরকে
ঈদুল ফেসাখের কোরবানীর জন্য পাঁচ হাজার
ছাগল-ভেড়ার বাচ্চা ও পাঁচ শত ষাঁড় দিলেন।
১০ এভাবে সেবাকর্মের আয়োজন হল, আর
বাদশাহ্‌র হুকুম অনুসারে ইমামেরা যার যার

[৩৫:১] হিজ ১২:১-৩০; শুমারী ২৮:১৬।
[৩৫:৩] ২খান্দান ১৭:৭।
[৩৫:৪] আয়াত ১০; ১খান্দান ২৪:১; উজা ৬:১৮।
[৩৫:৬] লেবীয় ১১:৪৪।
[৩৫:৭] ২খান্দান ৩০:২৪।
[৩৫:৮] ১খান্দান ২৯:৩; ২খান্দান ২৯:৩১-৩৬।
[৩৫:৯] ২খান্দান ৩১:১২।
[৩৫:১০] ২খান্দান ৩০:১৬।
[৩৫:১১] ২খান্দান ৩০:১৭।
[৩৫:১৩] হিজ ১২:২-১১।
[৩৫:১৪] হিজ ২৯:১৩।
[৩৫:১৫] ১খান্দান ২৫:১; ২৬:১২-১৯; ২খান্দান ২৯:৩০; নহি ১২:৪৬; জবুর ৬৮:২৫।

স্থানে ও লেবীয়েরা যার যার পালা অনুসারে
দাঁড়ালো। ১১ আর ঈদুল ফেসাখের সমস্ত পশু
কোরবানী করা হল এবং ইমামেরা তাদের হাত
থেকে রক্ত নিয়ে ছিটিয়ে দিল ও লেবীয়েরা
পশুদের চামড়া ছাড়াল। ১২ আর মূসার কিতাবে
যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে মাবুদের
উদ্দেশে কোরবানী করার জন্য তারা লোকদের
পিতৃকুলের বিভাগ অনুসারে সকলকে দেবার
জন্য পোড়ানো-কোরবানী পৃথক করলো এবং
ষাঁড়গুলোর বিষয়েও তা-ই করলো। ১৩ পরে
তারা বিধিমতে ঈদুল ফেসাখের কোরবানী
আগুনে ঝল্‌সে নিল; আর পবিত্র সমস্ত
কোরবানীর গোশ্‌ত পাত্র, হাঁড়ি ও কড়াইতে রান্না
করলো এবং সমস্ত লোককে দ্রুততার সঙ্গে
পরিবেশন করলো। ১৪ এর পরে তাদের ও
ইমামদের জন্য আয়োজন করলো, কেননা হারুন
সন্তান ইমামেরা পোড়ানো-কোরবানী ও চর্বি
পোড়াতে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত ছিল; অতএব
লেবীয়েরা নিজেদের ও হারুন সন্তান ইমামদের
জন্য আয়োজন করলো। ১৫ আর দাউদ, আসফ,
হেমন ও রাজ-দর্শক যিদূথূনের হুকুম অনুসারে
আসফ-সন্তান গায়কেরা যার যার স্থানে ছিল ও
দ্বারপালেরা প্রতি দ্বারে ছিল; তাদের নিজ নিজ
সেবাকর্ম ছেড়ে যাবার প্রয়োজন হল না, যেহেতু
তাদের লেবীয় ভাইয়েরা তাদের জন্য আয়োজন
করেছিল।
১৬ এভাবে ইউসিয়া বাদশাহ্‌র হুকুম অনুসারে
ঈদুল ফেসাখ পালন ও মাবুদের কোরবানগাহ্‌র
উপরে পোড়ানো-কোরবানী করার জন্য সেদিন
মাবুদের সমস্ত সেবা-কর্মের আয়োজন হল।
১৭ ঐ সময়ে উপস্থিত বনি-ইসরাইল ঈদুল
ফেসাখ এবং সাত দিন খামিহীন রুটির উৎসব
পালন করলো। ১৮ শামুয়েল নবীর সময় থেকে
ইসরাইলে এই রকম ঈদুল ফেসাখ পালিত হয়
নি; ইউসিয়া, ইমাম, লেবীয় এবং সমস্ত এহুদা ও
ইসরাইলের উপস্থিত লোকেরা ও জেরুশালেম-
নিবাসীরা যেভাবে ঈদুল ফেসাখ পালন করলো,
ইসরাইলের কোন বাদশাহ্ সেইভাবে ঈদ পালন
করেন নি। ১৯ ইউসিয়ার রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে
এই ঈদুল ফেসাখ পালিত হল।

৩৫:১ প্রথম মাস। ঐতিহ্যের মাস; হিস্কিয়ের ঈদুল ফেসাখ–ঈদ পালনের সময়সূচীর সঙ্গে অসংগতি রয়েছে (৩০:২ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

৩৫:৪ দাউদ ... সোলায়মান। খান্দাননামার লেখক তিনটি বিষয়ে দাউদ ও সোলায়মানকে সমরূপ করেছেন। ৭:১০ আয়াত (১ বাদশাহ্‌নামা ৮:৬৬ আয়াতের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ, এখানে কেবল মাত্র দাউদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে); ১১:১৭ আয়াত, এবং এই অংশে। এই প্রবণতায় উভয়ের গৌরব এবং আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে (১ খান্দান ভূমিকা দেখুন: দাউদ ও সোলায়মানের বর্ণনা)।

৩৫:৭-৯ খান্দাননামার লেখক স্বেচ্ছাদত্ত এবং আনন্দপূর্ণ দান দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। (২৪:৮-১৪; ২৯:৩১-৩৬; ৩১:৩-৩১; ১ খান্দান ২৯:৩-৯)। ধারণা করা হয় যে, খান্দাননামার লেখক নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পরবর্তী পাঠকদের উৎসাহিত করার জন্য সরাসরি এই অংশটি লিখেছেন।

৩৫:১৮ শামুয়েল নবীর সময় থেকে। "কাজীদের সময় থেকে" (২ বাদশাহ্ ২৩:২২ আয়াত) এই কথার স্থলে খান্দাননামা এটি উল্লেখ করেছেন। এটি হল খান্দাননামা লেখকের নবীদের গুরুত্বকে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য বিষয় হিসাবে তুলে ধরার পদ্ধতি

বাদশাহ্ ইউসিয়ার পরাজয় ও মৃত্যু

২০ ইউসিয়া এবাদতখানার সমস্ত কাজ শেষ
করার পর, মিসরের বাদশাহ্ নখো ফোরাত নদীর
নিকটস্থ কর্কমীশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য
আসছিলেন, আর ইউসিয়া তার বিরুদ্ধে যাত্রা
করলেন। ২১ তখন তিনি দূত দ্বারা এই কথা বলে
পাঠালেন, হে এহুদার বাদশাহ্, তোমার সঙ্গে
আমার শত্রুতা কি? আমি আজ তোমার বিরুদ্ধে
আসি নি, কিন্তু যে কুলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ
বেঁধেছে, তার বিরুদ্ধে যাচ্ছি; আর আল্লাহ্
আমাকে ত্বরা করতে বলেছেন; অতএব তুমি
আমার সহবর্তী আল্লাহ্‌র বিরূদ্ধাচরণ থেকে ক্ষান্ত
হও, নইলে তিনি তোমাকে ধ্বংস করবেন।
২২ তবুও ইউসিয়া তাঁর থেকে বিমুখ হন নি, বরং
তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ
করলেন; তিনি আল্লাহ্‌র মুখ বের হওয়া নখোর
কথায় কান না দিয়ে মগিদ্দো উপত্যকায় যুদ্ধ
করতে গেলেন। ২৩ পরে তীরন্দাজেরা বাদশাহ্
ইউসিয়াকে তীর মারল; তখন বাদশাহ্ তাঁর
লোকদেরকে বললেন, আমাকে নিয়ে যাও,
কেননা আমি গুরুতর আহত হয়েছি। ২৪ তাতে
তার গোলামেরা সেই রথ থেকে তাঁকে বের
করলো এবং তাঁর দ্বিতীয় রথে আরোহন করিয়ে
জেরুশালেমে আনলো, আর তিনি ইন্তেকাল
করলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কবরে দাফন
করা হল। পরে সমস্ত এহুদা ও জেরুশালেম
ইউসিয়ার জন্য শোক করলো। ২৫ আর
ইয়ারমিয়া ইউসিয়ার জন্য বিলাপ-গজল রচনা
করলেন এবং সকল গায়ক ও গায়িকা স্ব স্ব

[৩৫:২০] ইশা ১০:৯; ইয়ার ৪৬:২।

[৩৫:২১] ১বাদশা ১৩:১৮; ২বাদশা ১৮:২৫।

[৩৫:২২] ১শামু ২৮:৮।

[৩৫:২৩] ১বাদশা ২২:৩৪।

[৩৫:২৫] পয়দা ৫০:১০; ইয়ার ২২:১০, ১৫-১৬।

[৩৬:১] ২খান্দান ২২:১।

[৩৬:৪] ইয়ার ২২:১০-১২।

[৩৬:৬] ইয়ার ২৫:৯; ২৭:৬; ইহি

বিলাপ-গীতে ইউসিয়ার বিষয়ে গান করলো;
আজও করে; ফলত তারা তা ইসরাইলের
পালনীয় বিধি করলো; আর দেখ, তা বিলাপ-
গীতে লেখা আছে। ২৬ ইউসিয়ার অবশিষ্ট
কাজের বৃত্তান্ত ও মাবুদের শরীয়তে লেখা কালাম
অনুযায়ী তাঁর সমস্ত মহৎ কাজ, ২৭ এবং তাঁর
বৃত্তান্ত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখ, সেই সকল
ইসরাইল ও এহুদার বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-
পুস্তকে লেখা আছে।

এহুদার বাদশাহ্ যিহোয়াহস

৩৬ ১ পরে দেশের লোকেরা ইউসিয়ার
পুত্র যিহোয়াহসকে নিয়ে তাঁর পিতার
পদে জেরুশালেমে তাঁকে বাদশাহ্ করলো।
২ যোয়াহস তেইশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে তিন মাস কাল
রাজত্ব করেন। ৩ পরে মিসরের বাদশাহ্
জেরুশালেমে তাঁকে পদচ্যুত করে দেশের এক
শত তালন্ত রূপা ও এক তালন্ত সোনা অর্থদণ্ড
নির্ধারণ করলেন। ৪ আর মিসরের বাদশাহ্
যিহোয়াহসের ভাই ইলীয়াকীমকে এহুদা ও
জেরুশালেমের বাদশাহ্ করলেন এবং তাঁর নাম
পরিবর্তন করে যিহোয়াকীম রাখলেন; আর নখো
তাঁর ভাই যোয়াহসকে ধরে মিসরে নিয়ে
গেলেন।

এহুদার বাদশাহ্ যিহোয়াকীম

৫ যিহোয়াকীম পঁচিশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে একাদশ
বছর কাল রাজত্ব করেন; তাঁর আল্লাহ্ মাবুদের
দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই তিনি করতেন। ৬ তাঁরই

(১ খান্দাননামার ভূমিকা দেখুন: উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু, ৩)।

৩৫:১৯ অষ্টদশ বছর। শরীয়ত কিতাবের খুঁজে পাওয়ার বছরের মত (৩৪:৮,১৪ আয়াত)।

৩৫:২০-২৭ ২ বাদশাহ্ ২৩:২৮-৩০ আয়াত দেখুন। খ্রী:পূ: ৬০৯ অব্দে ফেরাউন নখো ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে "ফেরাত নদীর দিকে যাত্রা করলেন" (২ বাদশাহ্ ২৩:২৯)।

৩৫:২১-২২ তাৎক্ষণিক ভাবে প্রতিফল পাওয়ার উপর খন্দাননামার লেখক তার চিন্তাধারা দেখার জন্য এই বিষয়টি ছিল তার কাছে একটি চমৎকার বিষয়। বিধর্মী ফেরাউনের মুখ থেকে শোনা সতর্কবাণীস্বরূপ আল্লাহ্‌র কথায় অবাধ্যতার ফল হিসাবে ইউসিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

৩৫:২১ কিন্তু যে কুলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বেঁধেছে, তার বিরুদ্ধ যাচ্ছি। এই উক্তি ছিল ব্যাবিলনের উদ্দেশ্যে। নবোপোলাসার তখন ব্যাবিলনের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, ঐ সময় তার পুত্র বখতে-নাসার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। বখতে-নাসার খ্রী:পূ: ৬০৫ অব্দে মিসরের বিরুদ্ধে অপর এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার পিতার মত সফলতা লাভ করেছিলেন (৩৩:৩১; ৩৩:১১ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

৩৫:২২ তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। তুলনা করুন আহাব এবং যিহোশাফট (১৮:২৯ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

মাগিদ্দোর উপতক্যা। কাজীগণ ৫:১৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩৫:২৪খ-২৫ খান্দাননামা লেখকের কাছে অনুপম বিষয়।

৩৫:২৫ ইয়ারমিয়া ইউসিয়ার জন্য বিলাপ-গজল রচনা করলেন। ইয়ারমিয়া ইউসিয়াকে উচ্চ সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন (ইয়ারমিয়া ২২:১৫-১৬ আয়াত)। তার বর্ণনাগুলো বিলাপের গজল হিসাবে মাতমের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যা ঐতিহ্যগতভাবে তার সঙ্গী হিসাবে ছিল।

আজ পর্যন্ত। ৫:৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩৬:২ ২ বাদশাহ্ ২৩:৩১-৩৫ আয়াত দেখুন। ফেরাউন নখোর হাতে ইউসিয়ার মৃত্যু ঘটার পর এহুদা মিসরের শাসনের অধীনে চলে আসে (৩-৪ আয়াত)।

তিন মাস। খ্রী:পূ: ৬০৯ অব্দ। নখোর কতৃত্বপূর্ণ দৃঢ় কথন ইউসিয়ার অধীনে স্বাধীন এহুদার ২০ বছরের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। খান্দাননামার লেখক তার সংক্ষিপ্ত রাজত্বের কোন নৈতিক সিদ্ধান্ত দেননি, যদিও বাদশাহ্‌নামার লেখক তা করেছেন (২ বাদশাহ্ ২৩:৩২ আয়াত)।

৩৬:৪ ঠিক যেভাবে নখো যিহোয়াহসকে বন্দী করে মিসরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার স্থলে তার ভাই ইলিয়াকীমকে বাদশাহ্ করেছিলেন, আর তার নাম পরিবর্তন করে যিহোয়াকীম রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি বখতে-নাসার যিহোয়াখীনকে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যান এবং তার স্থলে মত্তনিয়কে

বিরুদ্ধে ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসার এসে
ব্যাবিলনে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে ব্রোঞ্জের
শিকল দিয়ে বাঁধলেন। ৭ বখতে-নাসার মাবুদের
গৃহের পাত্রগুলোও ব্যাবিলনে নিয়ে গিয়ে
ব্যাবিলনে তাঁর মন্দিরে রাখলেন।
৮ যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত, তাঁর করা
ঘৃণার সমস্ত কাজ ও তাঁর মধ্যে যা পাওয়া
গিয়েছিল, দেখ, সেই সকল ইসরাইল ও এহুদার
বাদশাহ্দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা আছে। পরে
তাঁর পুত্র যিহোয়াখীন তাঁর পদে বাদশাহ্ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্ যিহোয়াখীন

৯ যিহোয়াখীন আট বছর বয়সে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে তিন মাস দশ
দিন রাজত্ব করেন; মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-
ই তিনি করতেন। ১০ পরে বছর ফিরে আসলে
বখতে-নাসার বাদশাহ্ লোক পাঠিয়ে তাঁকে ও
মাবুদের গৃহস্থিত সকল মনোরম পাত্র ব্যাবিলনে
নিয়ে গেলেন এবং এহুদা ও জেরুশালেমে তাঁর
ভাই সিদিকিয়কে বাদশাহ্ করলেন।

এহুদার বাদশাহ্ সিদিকিয়

১১ সিদিকিয় একুশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে একাদশ বছর
রাজত্ব করেন। ১২ তাঁর আল্লাহ্ মাবুদের দৃষ্টিতে
যা মন্দ, তা-ই তিনি করতেন, মাবুদের মুখের
কালাম-প্রকাশক ইয়ারমিয়া নবীর সম্মুখে নিজেকে
অবনত করলেন না। ১৩ আর যে বখতে-নাসার
বাদশাহ্ তাঁকে আল্লাহ্র নামে কসম
করিয়েছিলেন, তিনি তাঁর বিদ্রোহী হলেন এবং
তাঁর ঘাড় শক্ত ও অন্তর কঠিন করে ইসরাইলের
আল্লাহ্ মাবুদের প্রতি ফিরতে অস্বীকার করলেন।
১৪ আর প্রধান ইমামেরা সকলে ও লোকেরা
জাতিদের সমস্ত ঘৃণার কাজ অনুসারে বহুল

২৯:১৮।
[৩৬:৭] উজা ১:৭; ইয়ার ২৭:১৬; দানি ১:২।
[৩৬:৯] ইয়ার ২২:২৪-২৮।
[৩৬:১০] ২বাদশা ২০:১৭; উজা ১:৭; ইশা ৫২:১১; ইহি ১৭:১২; দানি ৫:২।
[৩৬:১১] ২বাদশা ২৪:১৭; ইয়ার ২৭:১।
[৩৬:১২] দ্বি:বি ৮:৩; ইয়ার ৪৪:১০।
[৩৬:১৩] হিজ ৩২:৯; দ্বি:বি ৯:২৭।
[৩৬:১৪] ১খান্দান ৫:২৫।
[৩৬:১৫] ইশা ৫:৪; ৪৪:২৬; মথি ৫:১২।
[৩৬:১৬] উজা ৫:১২; ইয়ার ৪৪:৩।
[৩৬:১৭] উজা ৫:১২; ইয়ার ৩২:২৮; মাতম ২:২১।
[৩৬:১৮] ইয়ার ২৭:২০।
[৩৬:১৯] ইয়ার ১১:১৬; আমোস ২:৫; জাকা ১১:১।

বিশ্বাস ভঙ্গ করলো এবং মাবুদ জেরুশালেমে
তাঁর যে গৃহ পবিত্র করেছিলেন, তা নাপাক
করলো।

জেরুশালেমের পতন

১৫ আর তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ মাবুদ
তাঁর দূতদেরকে তাদের কাছে পাঠাতেন, খুব
ভোরে উঠে পাঠাতেন, কেননা তিনি তাঁর
লোকদের ও তাঁর বাসস্থানের প্রতি মমতা
করতেন। ১৬ কিন্তু তারা আল্লাহ্র দূতদেরকে
পরিহাস করতো, তাঁর কালাম তুচ্ছ করতো ও
তাঁর নবীদেরকে বিদ্রূপ করতো; তার দরুন
শেষে তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে মাবুদের ক্রোধ
জেগে উঠলো, অবশেষে আর প্রতিকারের উপায়
রইলো না।
১৭ অতএব তিনি কল্দীয়দের বাদশাহ্কে
তাদের বিরুদ্ধে আনলেন, আর বাদশাহ্ যু-
বকদেরকে তাদের পবিত্র স্থানে তলোয়ার দ্বারা
হত্যা করলেন, আর যুবক কি যুবতী, বৃদ্ধ কি
জরাগ্রস্ত, কারো প্রতি রহম করলেন না; আল্লাহ্
তাঁর হাতে সকলকে তুলে দিলেন। ১৮ তিনি
আল্লাহ্র গৃহের ছোট বড় সমস্ত পাত্র, মাবুদের
গৃহের সমস্ত ধনকোষ এবং বাদশাহ্র ও তাঁর
কর্মকর্তাদের ধনকোষ, সমস্তই ব্যাবিলনে নিয়ে
গেলেন। ১৯ আর তাঁর লোকেরা আল্লাহ্র গৃহ
পুড়িয়ে দিল, জেরুশালেমের প্রাচীর ধ্বংস
করলো এবং সেখানকার সমস্ত অট্টালিকা আগুন
দ্বারা পুড়িয়ে দিল, সেখানকার সমস্ত মনোরম
পাত্র বিনষ্ট করলো। ২০ আর তিনি তলোয়ার
থেকে রক্ষা পাওয়া অবশিষ্ট লোকদেরকে
ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন; তাতে পারস্য-রাজ্য
স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত লোকেরা তাঁর ও তাঁর
সন্তানদের গোলাম থাকলো। ২১ ইয়ারমিয়া দ্বারা

বাদশাহ্ করেছিলেন, আর তার নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন সিদিকীয় (২ বাদশাহ্ ২৪:১৫-১৭ আয়াত) প্রত্যেক বিজয়ীরা চেয়েছিলেন যেন তাদের নিজেদের মনোনীত ব্যক্তি সিংহাসনে বসে; আর নাম পরিবর্তনের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সেই বিজয়ীরা তাদের উপর কতৃত্ব করেছেন।

৩৬:৫-৮ ২ বাদশাহ্নামা ২৩:৩৬-২৪:৭ আয়াত। যিহোয়াকীম নবীদের অত্যাচার করেছিলেন এবং ইয়ারমিয়া তীব্র ভাষায় তার কাজের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন (ইয়ার ২৫-২৬; ৩৬ অধ্যায়)। খ্রী:পূ: ৬০৫ অব্দে কর্কমীশে পরাজিত হবার পর (ইয়ার ৪৬:২), ব্যাবিলনের বখতে-নাসারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। পরে যখন তিনি বিদ্রোহ করেন এবং পূনরায় মিসরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন তখন বখতে-নাসার তার বিরুদ্ধে দণ্ডদানকারী সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনী পৌঁছাবার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং বখতে-নাসার তার পুত্র যিহোয়াখীনকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে যান।

৩৬:৯-১০ ২ বাদশাহ্ ২৪:৮-১৭; এছাড়া ইয়ার। ২২:২৪-২৮; ২৪:১; ২৯:২; ৫২:৩১ আয়াত দেখুন। যদিও যিহোয়াখীন রানীমাতা এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিশাল অনুচর বর্গসহ বন্দীরূপে নীত হয়েছিলেন (খ্রী:পূ: ৫৯৭) এবং তার উত্তরাধীকারী সিদ্দিকীয় রাজ্য শাসন করেছিলেন, নির্বাসন তার রাজত্বের সময় পর্যন্ত অব্যহৃত ছিল (ইয়ার ৫২-৩১, ইহি ১:২; তুলনা করুন ইষ্টের ২:৫-৬)।

৩৬:৯ তিন মাস দশ দিন। খ্রী:ষ্ট: ৫৯৮ অব্দ।

৩৬:১১-১৪ ২ বাদশাহ্ ২৪:১৮-২০; ইয়ার ৫২:১-৩, আয়াত দেখুন। ১৩ আয়াতের দ্বিতীয় অংশ থেকে ১৪ আয়াত পর্যন্ত "খান্দাননামার লেখকের কাছে অনুপম বিষয় ছিল। (তুলনা করুন ইয়ার ১:৩; ২১:১-৭, ২৪:৮; ২৭:১-১৫; ৩২:১-৫; ৩৪:১-৭, ২১; ৩৭:১-৩৯:৭ আয়াত)। সিদিকিয় সাহায্যে লাভের জন্য এবং বখতে-নাসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য মিসরের উপর নির্ভর করার প্রলোভনে বশীভূত হলেন। ব্যাবিলনের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত দ্রুত। খ্রী:পূ: ৫৮৮ অব্দে জেরুশালেম অবিরুদ্ধ হল (ইয়ারমিয়া ২১:৩-৭ আয়াত) এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দের গ্রীষ্মকালে ধ্বংসের পূর্বে দুই বছর অবরুদ্ধ ছিল।

৩৬:১১ এগার বছর। খ্রী:পূ: ৫৯৭-৫৮৬ অব্দ।

৩৬:১৫-১৬ ২৪:১৯ আয়াত এবং নোট দেখুন।

কথিত মাবুদের কালাম সফল করবার জন্য যে পর্যন্ত দেশ তার সমস্ত বিশ্রামকাল ভোগ না করলো, সে পর্যন্ত এরকম হল; সত্তর বছর পূর্ণ করার জন্য নিজের উচ্ছিন্ন দশার সমস্ত কাল দেশ বিশ্রাম ভোগ করলো।

বাদশাহ্ কাইরাসের ঘোষণা

২২ পরে পারস্যের বাদশাহ্ কাইরাসের প্রথম বছরে ইয়ারমিয়া দ্বারা কথিত মাবুদের কালামের পূর্ণতার জন্য মাবুদ পারস্যের বাদশাহ্ কাইরাসের মনে প্রবৃত্তি দিলেন, তাই তিনি তাঁর রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা এবং লেখা বিজ্ঞাপন দ্বারা এই হুকুম প্রচার করলেন,
২৩ পারস্যের বাদশাহ্ কাইরাস এই কথা বলেন, বেহেশতের আল্লাহ্ মাবুদ দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করেছেন, আর তিনি এহুদা দেশস্থ জেরুশালেমে তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করার ভার আমাকে দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে, তাঁর সমস্ত লোকের মধ্যে, যে কেউ হোক, তার আল্লাহ্ মাবুদ তার সহবর্তী হোন, সে সেখানে যাক।

[৩৬:২০] লেবীয় ২৬:৪৪; ২বাদশা ২৪:১৪; উজা ২:১; নহি ৭:৬।
[৩৬:২১] ইয়ার ১:১; দানি ৯:২; জাকা ১:১২; ৭:৫।
[৩৬:২২] ইশা ৪৪:২৮; ১৩; দানি ১:২১।
[৩৬:২৩] কাজী ৪:১০।

৩৬:২০-২১ দুটি কিতাবী ইতিহাসের উপসংহার আকর্ষণীয়ভাবে ভিন্নতা রয়েছে। (১) বাদশাহ্নামার লেখকগণ নির্বাসন কেন ঘটেছিল তা দেখতে চেয়েছেন এবং অবাধ্যতার কারণে নির্বাসনে ইসরাইলের দুঃখজনক ইতিহাস অংকিত করেছেন। শেষ পর্যায়ে দাউদের বংশের প্রতি আল্লাহ্ তার দয়ার কাজের দ্বারা দাউদের কাছে করা তার প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন (২ বাদশাহ্ ২৫:২৭-৩০)। (২) কিন্তু খান্দাননামার লেখকের কাছে নির্বাসন পরবর্তী অবস্থা ছিল সুবিধাজনক বিষয়। কেবল শাস্তি হিসাবে নির্বাসনের পিছনের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়া নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে আশার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ের দিকে তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন পরিশুদ্ধ অবশিষ্টাংশ পরিশুদ্ধ দেশে ফিরে এসেছে (২২-২৩ আয়াত) এবং আশার এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। নির্বাসন কেবল শাস্তি ছিল না, কিন্তু এটি তাদের জন্য দোয়াস্বরূপ, এই নির্বাসন মেনে নিলেন পরবর্তী সময় তারা বিশ্রাম ভোগ করতে পারবে (লেবীয় ২৬:৪০-৪৫)। আর আল্লাহ্ তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কৃত তার নিয়ম তাদের জন্য স্মরণ করবেন এবং তার লোকদের নিজের দেশে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন (২২-৩ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

৩৬:২২-২৩ বাদশাহ্নামায় এই অংশটি পাওয়া যায় না। উষায়ের কিতাবের শুরুতে এই বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে (উষায়ের ১:১-৩); ধারণা করা হয়, এই ইতিহাসের বিষয়ে, যেখানে খান্দনামার লেখক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এতে নির্দেশ করে যে, খান্দনামার লেখক এবং উষায়ের একই লেখকের মাধ্যমে লিখেছেন। ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী দেখুন (ইয়ার:২৫:১-১৪; তুলনা করুন দানিয়াল ৯ অধ্যায়)। কাইরাস অন্য বন্দি লোকদের জন্য এই ঘোষণাও দিলেন যে, তিনি তাদের নিজ দেশে ফিরে যাবার সুযোগ প্রদান করছেন। সবসময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্র মাধ্যমে ব্যাবিলনের দ্বারা কঠোর ব্যবহার করা লোকদের সাহায্য করার জন্য একজন পারস্যের বাদশাহ্ এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তিনি তাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ করেছিলেন (উষায়ের ১:১-৪ আয়াত)।

৩৬:২২ পারস্যের বাদশাহ্ কাইরাস। চার্ট দেখুন।

৩৬:২৩ বেহেশতের আল্লাহ্। উষায়ের ১:২ আয়াত এবং নোট দেখুন।